উত্তরের নকশা: গরমে সুস্থতা পৃষ্ঠা ১৯

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

8 June 2023, Thursday, 7th Year, Issue 325, 40 Pages

আইনি জটিলতায় পড়েছেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি পৃষ্ঠা ২৪

৮ জুন ২০২৩, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০, ১৮ জিলকদ ১৪৪৪, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩২৫, পৃষ্ঠা: ৪০

কোলাহল আমেরিকায় বাঙ্গালীর অভিবাসনের ইতিহাসের সাথে মিশে আছে প্যাটার্সন সিটি। রাজনীতি থেকে ব্যবসা বাণিজ্যে বাংলাদেশীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে নিউজার্সির এ শহরে। প্যাটার্সনের বাংলাদেশ ব্যুলেবার্ডে দাঁড়ালে দূর দেশের এক শহরে নিজেদের কোলাহলকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ছবি: অপু চৌধুরী

জন্মগত আমেরিকান নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিতর্ক চাঙ্গা হচ্ছে

নির্বাচন ২০২৪

গত সপ্তাহে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি নির্বাচিত হলে নির্বাহী আদেশে দিয়ে 'জন্ম নিলেই নাগরিক' হওয়ার বিধানটি বাতিল করে দেবেন।

- ট্রাম্পের ঘোষণা আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদীদের নতুন করে আলোচনায় উত্তাপ এনে দিয়েছে।
- রিপাবলিকান অন্য প্রার্থী ডি সেন্তিস বলেছেন, তিনি জিতলে ৮ বছর প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকবেন। এ সময়ে তিনি রক্ষণশীলদের সব এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

জন্মগত অধিকারে আমেরিকার নাগরিকত্ব পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে মার্কিন সমাজে আবার বিতর্ক শুরু হয়েছে। খুব কৌশলে এ বিতর্ক আবার উস্কে দিয়েছেন রিপাবলিকান দলের হয়ে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর এ উস্কে দেয়ার মধ্য দিয়ে বিষয়টি নির্বাচনি বিতর্কে পরিণত হয়েছে। আমেরিকান সমাজে এখন কে কতোটা রক্ষণশীল এর প্রতিযোগিতা চলছে রাজনৈতিক কারনে। আমেরিকার মাটিতে জন্ম নিলেই দেশটির নাগরিক হওয়ার পথ বন্ধ করার এখনই সময় বলে মনে করছে চরম রক্ষণশীলরা। এ নিয়ে অভিবাসীদের মধ্যে এরমধ্যেই উৎকণ্ঠা শুরু হয়েছে।

গত সপ্তাহে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি নির্বাচিত হলে দায়িত্ব গ্রহনের প্রথম দিনেই নির্বাহী আদেশ দিয়ে জন্ম নিলেই নাগরিক হওয়ার বিধানটি বাতিল করে দেবেন। ট্রাম্পের এ ঘোষণায় অভিবাসীদের মধ্যে আরেকদফা আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন সংবিধানের ১৪তম সংবিধানে বলা হয়েছে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

নির্বাচনে বাংলাদেশের নিজস্ব রূপরেখা চায় যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা ডেস্ক

অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের নিজস্ব রূপরেখা চায় যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটন কোনো ফর্মুলা চাপিয়ে দেবে না।

বাংলাদেশের সরকার, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন (ইসি), সুশীল সমাজসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছ থেকে আসা 'হোমগ্রোন' ফর্মুলায় আস্থা রাখছে। ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক বৈঠকগুলোর একাধিক সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

বাংলাদেশের পরিস্থিতির বিষয়ে শলাপরামর্শ করতে পিটার হাস শিগগিরই ওয়াশিংটন যাচ্ছেন। এর আগে তিনি সরকার ও রাজনৈতিক মহলে সিরিজ বৈঠক করেছেন। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতি ঘোষণা করেছে। ভিসানীতি মোতাবেক কেউ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা দিলে তাকে ভিসা দেবে না যুক্তরাষ্ট্র। ৩ মে বাংলাদেশ সরকারকে ভিসানীতি অবহিত করে যুক্তরাষ্ট্র। ২৪ মে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্টনি ব্লিংকেন ভিসানীতি ঘোষণা করেন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু। পিটার হাস এ বিষয়ে ২৫ মে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক

এরপর পৃষ্ঠা ৩২ কলাম ১

যাদের কথায় নাচে এখন তারাই খাবে

বিএনপির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী

গতকাল এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা অফিস

মার্কিন নতুন ভিসা নীতির দিকে ইঙ্গিত করে বিএনপির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আজকে আন্দোলন করবে, সংগ্রাম করবে, আর আমাদেরকে উৎখাত করবে। একদিকে ভালো হয়েছে, সেটা হলো এখন যদি জ্বালাও-পোড়াও করে, অগ্নিসন্ত্রাস করে, মানুষ খুন করে, তাহলে আমেরিকার ভিসা পাবে না। যাদের কথায় নাচে, তারাই খাবে। আমাদের কিছু করা লাগবে না। ওইটা নিয়ে আমাদের চিন্তার কিছু নাই।'

রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গতকাল বুধবার আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ এই আয়োজন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত ২৪ মে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করে। এতে বলা হয়,

বাংলাদেশে নির্বাচনে জালিয়াতি ও অনিয়মে জড়িতদের তারা ভিসা দেবে না।

বিএনপির আন্দোলন কর্মসূচির দিকে ইঙ্গিত করে শেখ হাসিনা বলেন, 'তারা কিছু লোক জোগাড় করবে, বসে থাকবে, আন্দোলন করবে। করতে দাও। আমি বলে দিয়েছি, যত আন্দোলন করতে চাইবে করুক। আমরা কিছু করব না।'

বিএনপি জনগণের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, তারা বিশ্বাস করে, কোথাও থেকে এসে নাগরদোলা চাপিয়ে তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে। কেউ দেবে না। দেয় না কখনো। ব্যবহার করে। ব্যবহার করবে কিন্তু ক্ষমতা দেবে না, এটা হলো বাস্তবতা, বাস্তব কথা। ক্ষমতা একমাত্র জনগণই দিতে পারে।

শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণ তাদের ভোটের অধিকার নিয়ে এখন সচেতন। সেই

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

রেস্তোরাঁ এবং সরকারি চাকুরিতে মার্কিনিদের অনীহা

রাজুব ভৌমিক

করোনা পরবর্তী ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে প্রতি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থানগুলোতে ক্রমাগতভাবে কর্মী নিয়োগ হয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুসারে ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থানগুলো মাসে গড়ে ৬ লক্ষ ৬ হাজার চাকরি যোগ করতে সক্ষম হয়েছে। ২০২২ সালে সে সংখ্যা কমে গড়ে প্রায় ৪ লক্ষ হয়ে যায়। তবে কর্মসংস্থানের নিয়োগে হ্রাস চলতি বছরে অব্যাহত থাকলেও গড়ে ৩ লক্ষ ১৪ হাজার চাকুরির নিয়োগ হচ্ছে। গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থানে মোট ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার নতুন চাকুরীর সংযোজন হয়।

যদিও পরিবহন এবং গুদামজাতকরণের মতো অনেক শিল্প তাদের সমস্ত শ্রমিককে পুনরুদ্ধার করতে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৬

নির্বাচনকালীন সরকার কেমন হতে পারে?

বিবিসির বিশ্লেষণ

ঢাকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ ভিসা নীতি ঘোষণা করার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রোববার বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী যখন মনে করবেন, তখন ছোট সরকার বা নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করবেন। প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে বলে দিয়েছেন, নির্বাচনকালীন সরকারে কারা কারা থাকতে পারেন, সে ব্যাপারে একটি রূপরেখা তিনি দিয়েই দিয়েছেন।

এর আগে গত ১৫ মে একটি সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, বাংলাদেশ ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচের গণতন্ত্র অনুসরণ করে। তাই ব্রিটেনে যেভাবে নির্বাচন হয়, বাংলাদেশেও সেভাবেই করা হবে।

তিনি বলেন, 'এর মধ্যে আমরা এইটুকু উদারতা দেখাতে পারি, পার্লামেন্টে সংসদ সদস্য যারা আছে, তাদের মধ্যে কেউ যদি ইচ্ছা প্রকাশ করে যে নির্বাচনকালীন সময়ে তারা সরকারে আসতে চায়, আমরা রাজি আছি।'

যদিও বিরোধী দল বিএনপি বরাবরই বলে আসছে, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া তারা কোনো নির্বাচনে যাবে না।

মে মাসেই যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা দানকারীদের তারা ভিসা দেবে না। এমন ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে নতুন করে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে।

নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান কি বলছে? কেমন

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

ক্রিস ক্রিস্টির প্রার্থীতা ঠেকাতে পারবেন ট্রাম্প?

বিশেষ প্রতিনিধি

ক্রিস ক্রিস্টি

নিউজার্সির সাবেক গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টি ২০২৪ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের হয়ে নিজের প্রার্থিতা

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ২

ফোবানা নিয়ে যতো কাণ্ড

মনজুরুল হক

চরম সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি প্রবাসীদের সবচেয়ে বড় সংগঠন ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অর্গানাইজেশনস অব নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)। বিগত বেশ কিছুদিন ধরে আন্তঃকোন্দল, বিভক্তি, মনোমালিন্য—সব মিলিয়ে সংগঠনটি যেন সুনাম হারিয়ে পথে বসার অবস্থা। এসব দ্বন্দ্ব এতদিন চোখের অন্তরালে থাকলেও এবার সংবাদ সম্মেলনে এসেই বিশৃঙ্খলায়

জড়িয়ে গেছেন সংগঠনটির সাথে জড়িত লোকজন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ সর্বত্র চলছে নানামুখী আলোচনা-সমালোচনা। মূলত সংগঠনটির কর্তৃত্বের প্রশ্নে জবাব দিতে গিয়ে তৈরি হয় এই হট্টোগোল । যদিও পরে সবাই আবারও শান্ত হয়ে আয়োজন চালিয়ে যান। সংবাদ সম্মেলন শেষে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছান সবাই।

৬ জুন মঙ্গলবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের গোল্ডেন এজ পার্টি হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘটনা ঘটে। ফোবানার স্টিয়ারিং কমিটি বিষয়ে এ সংবাদ সম্মেলন আয়োজিত হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

ALL COUNTY হোম কেয়ার

NYS LICENSED HOME CARE AGENCY

•CDPAP • PCA • HHA

- ঘন্টা প্রতি সর্বোচ্চ আয়ের নিশ্চয়তা
- সার্টিফিকেট এবং প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই
- নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার গ্রহন করছি

অন্য এজেন্সিতে চলমান কেইস ট্রান্সফার অথবা নতুন কেইস শুরু করার আগে আমাদের পরামর্শ আপনাকে এগিয়ে রাখবে

150-47 Hillside Ave (2FL)
Jamaica, NY 11432

718 658 3867

Muhammad A Kader Bhuiyan (Shishir)
President & CEO

CHISHTI CPA PC

চিশতী একাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস

Trusted Accounting and Tax Services.

Over 13 years of Accounting and Taxation Experience.

আমাদের অফিস জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এম্পলয়েড ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return
- Corporate Tax Return
- Small Businesses Tax Return
- Self-employed (Uber/Lyft/Cab drivers)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- Payroll
- W2s, 1099s
- Financial Statements
- Sales Tax Quarterly and year end filings

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com T:917-832-7785 C: 347-515-3858 E: chishti@chishtiaccounting.com 73-19 Broadway, Jackson Heights NY11372

Mohammed K. Chishti, CPA, MBA

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপস করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

আমাদের বাহিণীর একটি অংশ হোন
জননিরাপত্তা এবং সম্প্রদায়ের ন্যায়বিচারের উন্নয়ন

এনওয়াসির পরিবেশনে যোগ দিন
উন্নতি নিয়ে আসুন
মানুষের জীবনে
অনলাইনে অ্যাপলাই করুন
6/7– 6/27
Dop হচ্ছে সমান সুযোগ নাগরিকত্ব। ভাষা অনুবাদ পরিষেবাগুলোর জন্য , এই নম্বরে কল করুন: 212- 510- 3862
nyc.gov/JoinDOP
NYC

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেষ্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেষ্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্রাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

LOVE TO CARE HOME CARE INC
LOVE TO CARE HOME CARE INC
[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]
সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট
WE CARE YOUR FAMILY LIKE OURS
NYS Department of Health CDPAP
মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP -এর আওতায় আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন
Mohammed Hasem, MBA
President and CEO
347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com
Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432
Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372
Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211
www.lovetocarehc.com

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

৩ জুন শনিবার লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেটে অনুষ্ঠিত হয়েছে আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেস ক্লাবের বার্ষিক বনভোজন। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবের বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ ও সাধারণ সম্পাদক মনজুরুল হকের সার্বিক সহযোগিতায় এবং বনভোজন আহবায়ক কমিটির তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই বনভোজন আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি করে। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে আহবায়ক তাপস সাহা ও সদস্য সচিব মাহমুদুল হাসান পাহলিবি এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ সীমা সুস্মিতা, মশিউর রহমান, আবু বকর সিদ্দিক, পাপিয়া বেগম, রোকেয়া দীপা ও রিম্মি রোমানের স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক সহযোগিতায় এবং সদস্যদের পরিবারের অংশগ্রহণে বনভোজন এক আনন্দঘন মিলনমেলায় পরিণত হয়। দিনব্যাপি আয়োজিত বনভোজনে খাওয়া দাওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন রকম খেলা ছিলো।

বনভোজনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন সাপ্তাহিক আজকাল পত্রিকার সম্পাদক শাহ নেওয়াজ। সার্বিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মনজুরুল হক। এ সময় উপস্থিতি ছিলেন ক্লাবের সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর, বারি হোমকেয়ারের সিইও আসেফ বারি টুটুল, এ্যাপেলো বোকারেজ এর সিইও শমসের চৌধুরী, খলিল বিরিয়ানি গ্রুপের সিইও খলিলুর রহমান, নিউইয়র্ক প্রেসক্লারেব সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, সাংবাদিক আমনউদ্দৌলা, মুক্তচিন্তা সম্পাদক ফরিদ আলম প্রমুখ।

নগরবাউল জেমস মাতালেন নিউইয়র্ক

উত্তর আমেরিকা অফিস

৪ জুন রোববার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যামাইকার আমাজুরা হলের দেড় হাজার আসন কানায় কানায় পূর্ণ, দাঁড়িয়ে আছেন আরো শ চারেক দর্শক। সবাই নগরবাউল জেমসের গান শুনতে এসেছেন। প্রায় পাঁচ বছর পর নিউইয়র্ক মাতাতে এসেছেন জেমস। পৌনে ৯টা নাগাদ মঞ্চে উঠলেন জেমস। মুখে মাঝারি দাড়ি-গোঁফ, লম্বা চুলের ওপর মাথায় বাঁধা ধূসর রঙের কাপড়, পরনে কালো টি-শার্ট আর জিনস। পায়ে বাদামি রঙের চামড়ার জুতা। কাঁধে চিরচেনা গিটার ঝুলছে। এ যেন চিরচেনা সেই তারুণ্যের প্রতীক—নগরবাউল জেমস। নগরবাউল জেমস লাইভ ইন কনসার্ট'–এর মঞ্চে উঠতেই দর্শক গ্যালারি মুখর হয়ে উঠল 'লাভ ইউ গুরু' আর 'জয় গুরু' ধ্বনিতে। সাড়ে দশটা অবধি টানা গান গাইলেন জেমস। হলের ভেতরে তখন জেমসকে ঘিরে রীতিমত মেতে উঠেছে নিউইয়র্কের বাঙালি সমাজ। বাইরে আয়োজক প্রতিষ্ঠান শো টাইম মিউজিকের

কর্ণধার আলমগীর খান আলম ততক্ষণে ঘোষণা করেছেন 'সোল্ড আউট'। তখন টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়ানো শ খানেক মানুষ। আলমগীর খান আলম বলেন, আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে এই কনসার্টে দর্শক এসেছেন। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় এমন আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। এর আগে ২০১৮ সালে নিউইয়র্ক মাতিয়েছিলেন জেমস।

আগামী ২৫ জুন আমাজুরা হলে জেমসের আবারও গান গাওয়ার কথা রয়েছে। সেদিন অনুষ্ঠিত হবে ঢালিউড ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান। আলমগীর খান আলম আশা প্রকাশ করে বলেন, এবার যারা টিকিট কিনতে পারেননি, আশা করছি ওই অনুষ্ঠানের টিকিট তারা আগে থেকে কিনে রাখবেন।

সম্পাদকীয়

জাতীয় বাজেট: প্রত্যাশায় আর সম্ভাবনায় বিস্তর ফারাক

নানা চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে নতুন অর্থবছরের জন্য বাজেট উপস্থাপন করেছে সরকার। গতকাল জাতীয় সংসদে ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকার বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। সাধারণত জাতীয় নির্বাচনের সময়ই ক্ষমতাসীন সরকার ভোটারবান্ধব বাজেট পেশ করে। কিন্তু নির্বাচনী বছরের

জন্য প্রস্তাবিত এই বাজেটে খুব একটা সুখবর নেই সাধারণ মানুষের জন্য। প্রতিটি নির্বাচনী বছরে ভোটারদের খুশি করতে থাকে নানা খাতে কর ছাড়, প্রাপ্তির মাত্রাও থাকে বেশি। কিন্তু ভোটারদের তুষ্ট করার মতো নির্বাচনী বছরে এবার ভোটারবান্ধব বাজেট করতে পারেনি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ঋণ-নির্ভর বাজেটের আকার বাড়ায় এর অর্থ সংস্থানের চাপ ঘুরে ফিরে সাধারণ নাগরিকদের উপরই পড়বে। বাজেটে অর্থ সংস্থানের যে খাত দেখানো হয়েছে এর বড় একটি অংশ আসবে দেশি-বিদেশি ঋণ থেকে। এর মধ্যে এক লাখ কোটি টাকার বেশি

বিদেশি ঋণ পাওয়ার লক্ষ্য ধরা হয়েছে। দেশের ব্যাংক খাত থেকে এক লাখ ৩২ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বাজেট ঘাটতি পূরণের লক্ষ্য ধরা হয়েছে। টাকার মান কমা এবং মূল্যস্ফীতি বাড়ায় এবার করমুক্ত আয় সীমা বাড়িয়ে পুরুষের ক্ষেত্রে সাড়ে তিন লাখ এবং নারীর ক্ষেত্রে চার লাখ করা হয়েছে। মূল্যস্ফীতির ছয় শতাংশের মধ্যে রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নতুন অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি সাড়ে সাত শতাংশ হবে বলে আশা করছেন অর্থমন্ত্রী। বাজেট প্রস্তাব থেকে জানা গেছে, ব্যাপক হারে নতুন কর আরোপ করা হয়েছে। ভর্তুকি কমানোর শর্ত বাস্তবায়নে এ খাতেও লাগাম টেনে সরকারি সেবা ও পণ্যেও

দাম বাড়িয়ে দেয়ার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। কর ছাড় না থাকায় বিদ্যুৎ গ্যাস ও জ্বালানির দাম আরও বাড়বে। এর প্রভাবে জীবন যাত্রার ব্যয়ও বাড়বে। এতে নির্বাচনী বছরে ভোটার তুষ্টির পরিবর্তে ভোটার অসন্তুষ্টি বাড়বে। উন্নয়নের অভিযাত্রার দেড় দশক পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা'- শীর্ষক বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেন, আমাদের 'স্মার্ট বাংলাদেশে' মাথাপিছু আয় হবে কমপক্ষে ১২ হাজার ৫০০ ডলার; দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকবে ৩ শতাংশের কম মানুষ আর চরম দারিদ্র্য নেমে আসবে শূন্যের কোঠায়; মূল্যস্ফীতি সীমিত থাকবে ৪ থেকে ৫ শতাংশের মধ্যে, বাজেট ঘাটতি থাকবে জিডিপি'র ৫ শতাংশের নিচে, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত হবে ২০ শতাংশের ওপরে, বিনিয়োগ হবে জিডিপি'র ৪০ শতাংশ।

শতভাগ ডিজিটাল অর্থনীতি আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক সাক্ষরতা অর্জিত হবে। সকলের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে যাবে। স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেকসই নগরায়নসহ নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা থাকবে হাতের নাগালে। তৈরি হবে পেপারলেস ও ক্যাশলেস সোসাইটি। সবচেয়ে বড় কথা, স্মার্ট বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। এবার পরিচালন ব্যয় (ঋণ, অগ্রিম ও দেনা পরিশোধ, খাদ্য হিসাব ও কাঠামোগত সমন্বয় বাদে) ধরা হয়েছে ৪ লাখ ৭৫ হাজার ২৮১ কোটি টাকা, যা বিদায়ী অর্থবছরের সংশোধিত অনুন্নয়ন বাজেটের চেয়ে প্রায় ১৪.৭২ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে ৯৪ হাজার ৩৭৬ কোটি টাকা যাবে সরকারের ঋণের সুদ পরিশোধে, যা মোট অনুন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় ২০ শতাংশ। অনুন্নয়ন ব্যয়ের প্রায় ১৬.২০ শতাংশ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধে ব্যয় হয়ে, যার পরিমাণ ৭৭ হাজার কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব খাতে আয় ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা।

এই অঙ্ক বিদায়ী অর্থবছরের সংশোধিত রাজস্ব আয়ের ১৫.৫০ শতাংশ বেশি। বাজেটে সবচেয়ে বেশি কর আদায়ের লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট থেকে ১ লাখ ৬৩ হাজার ৮৩৭ কোটি টাকা। এই অঙ্ক বিদায়ী অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১২ শতাংশের মতো বেশি। বিদায়ী অর্থবছরের বাজেটে ভ্যাট থেকে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ধরা ছিল ১ লাখ ৪১ হাজার ১৯২ কোটি টাকা। সংশোধনে তা বাড়িয়ে ১ লাখ ৪৬ হাজার ২২৭ কোটি টাকা করা হয়। আয়কর ও মুনাফার ওপর কর থেকে ১ লাখ ৫৩ হাজার ২৬০ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়ার আশা করা হয়েছে এবারের বাজেটে।

প্রস্তাবিত বাজেটে আমদানি শুল্ক থেকে ৪৬ হাজার ১৫ কোটি টাকা, সম্পূরক শুল্ক থেকে ৬০ হাজার ৭০৩ কোটি টাকা, রপ্তানি শুল্ক থেকে ৬৬ কোটি টাকা, আবগারি শুল্ক থেকে ৪ হাজার ৫৭৯ কোটি টাকা এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক থেকে ১ হাজার ৫৪০ কোটি টাকা আদায়ের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এ ছাড়া বৈদেশিক অনুদান থেকে ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়েছে। নতুন অর্থবছরের জন্য অর্থমন্ত্রী যে বাজেট প্রস্তাব করেছেন এতে আয় ও ব্যয়ের সামগ্রিক ঘাটতি থাকছে রেকর্ড ২ লাখ ৫৭ হাজার ৮৮৫ কোটি টাকা, যা মোট জিডিপি'র ৫.২ শতাংশের সমান। প্রস্তাবে বলা হয়, বিদেশ থেকে ১ লাখ ২৭ হাজার ১৯০ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা ঋণ করে ওই ঘাটতি পূরণ করা হবে। বড় বাজেটে রাজস্ব আহরণেরও বড় লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে। এরপরও বিশাল অঙ্কের ঘাটতি রয়েছে। ফলে সরকার ব্যয়, আয় এবং ঘাটতির যে প্রক্ষেপণ করেছে তাতে টানাটানি করে করা হয়েছে বলে মনে করেন দেশের অর্থনীতিবিদরা। তারা বলেছেন, এটি আইএমএফ'র শর্ত পূরণ করতে গিয়েই এই টানাটানি করতে হয়েছে। এখন আইএমএফ'র শর্ত মেনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে ৪৮ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত কর আদায় করতে হবে।

দেশে মূল্যস্ফীতি এখনো ৯ শতাংশের বেশি। আইএমএফ'র শর্ত মেনে নানা খাতে ভর্তুকি যদি আরও কমে, তবে মানুষের ব্যয় বাড়বে। এরমধ্যে ঠিক করা হয়েছে, ৪৪ ধরনের সরকারি সেবা পেতে হলে আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে সর্বনিম্ন করের হারও বেঁধে দেয়া হয়েছে। মধ্যবিত্তের খরচ বাড়ার সব ইঙ্গিতই রয়েছে বাজেটে। সুতরাং একজন সাধারণ ভোটার শেষপর্যন্ত এই বাজেটে কতোটা খুশি হবেন, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এবারের বাজেটে জনতুষ্টির খুব সীমিত কিছু পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। বেশির ভাগ পদক্ষেপই জনভোগান্তি বাড়াবে। আইএমএফ'র শর্ত বাস্তবায়নের ফলে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়বে। এর প্রভাবে সব ধরনের পণ্য ও সেবার দাম

বাড়বে। ডলারের দাম ও সুদের হারও বাড়বে। এতে শিল্পের ও ব্যবসার খরচ বাড়বে। সব মিলে পণ্যমূল্যকে আরও উস্কে দেবে, যা মোকাবিলা করার মতো যথেষ্ট পদক্ষেপ নেই বলে মনে করছেন দেশের শীর্ষ অর্থনীতিবিদরা।

ছয় দফা আন্দোলন: পাকিস্তানের কফিনে বাঙালির শেষ পেরেক

মামুনুর রশীদ

বঙ্গবন্ধু তার রাজনৈতিক জীবনে কোন সময়েই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। তিনি যখনই নায্য দাবি নামা আদায়ে শাসক কিংবা শাসকদের বশংবদদের কাছ থেকে প্রত্যখাত হয়েছেন তখনি তিনি ছুটে গেছেন জনগণের কাছে এর বিচারের জন্য। বঙ্গবন্ধুর কাছে সবচেয়ে মূল্যবান ছিলো জনমত। তিনি যে কোন কর্মসূচি প্রণয়ন করেই, জনমত যাচাইয়ের জন্য ছুটতেন জনগণের কাছে। বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের বার্তা ছিলো তাঁর কাছে স্ফটিক স্বচ্ছ।ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে বাঙালি আবার যে নব্য পাকিস্তান উপনিবেশের ফাঁদে পাড়া দিয়েছে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে সে বার্তাটি পেয়ে তিনি ধীরে ধীরে স্বাধিকার আন্দোলনের দিকে এগোতে থাকেন। স্বাধিকার আন্দোলনের পথ পরিক্রমায় বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬-র ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে সম্মিলিত বিরোধী দলগুলোর এক কনভেনশনে 'ছয় দফা' দাবি উত্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন, ছয়দফার আন্দোলন সূচনার পূর্বে এর একটি পূর্ব প্রতিক্রিয়া যাচাই করতে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ছয়দফাকে তিনি কনভেনশণের বিষয়সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সভাপতি চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ছয় দফা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় অস্বীকৃতি জানান। বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য সফল হলো এবং তিনি বুঝতে পারলেন স্বাধিকারের দাবি নিয়ে শুধু মাত্র বাঙালি জনগণই তার সঙ্গী হবে, ঔপনিবেশিক শক্তির সহদোরেরা তাকে কোন অবস্থাতেই সহযোগিতা প্রদান করবেনা।

কনভেনশনে যখন ছয় দফা দাবি উত্থাপনে ব্যর্থ হলেন বঙ্গবন্ধ তখন কনভেনশন বর্জন করে বেরিয়ে এসে ছয়দফার বিষয়ে তাঁর দল এবং বাঙালি জাতি কতোটুকু আপোসহীন এ' বার্তাটি শাসকদের দিতে চেষ্টা করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি লাহোর থেকে দেশে ফিরে ঢাকা বিমানবন্দরে সংবাদ সম্মেলনে ছয় দফার বিস্তারিত তুলে ধরেন বঙ্গবন্ধু। ২০ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ছয় দফাকে দলীয় কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে।

এই যে বললাম বাংলার জনগণই ছিলো বঙ্গবন্ধুর শেষ ভরসা স্থল। সম্মিলিত বিরোধীদলের অধিবেশনে বাঙালির প্রাণের দাবিকে উপেক্ষা করা হলে তিনি ছয় দফার পক্ষে জনমত সংগঠিত করতে দেশব্যাপী একের পর এক জনসভা করতে থাকেন। কারণ জনগণের নেতার কাছে জনমতই হলো সর্বোচ্চ সমর্থন।

দলবল নিয়ে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই যান চট্টগ্রামে। ১৯৬৬-র ২৫ ফেব্রুয়ারি লালদীঘি ময়দানে এক জনসভায় ছয় দফাকে 'নূতন দিগন্তের নূতন মুক্তিসনদ' অভিহিত করে চট্টগ্রামবাসীর উদ্দেশে বলেন, 'একদিন ব্রিটিশ সরকারের জবরদস্তি শাসনব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে এই চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়েই বীর চট্টলার বীর সন্তানরা স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। আমি চাই যে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের জন্য দাবি আদায়ের সংগ্রামী পতাকাও চট্টগ্রামবাসী চট্টগ্রামেই প্রথম উড্ডীন করবেন।' চট্টগ্রামের জনসভার পর ২৭ ফেব্রুয়ারি নোয়াখালীর মাইজদী ও বেগমগঞ্জ, ১০ মার্চ ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা, ১১ মার্চ ময়মনসিংহ সদর এবং ১৪ মার্চ সিলেটে জনতার দরবারে বঙ্গবন্ধু তাঁর ছয় দফা পেশ করেন।

ছয় দফা প্রচার ও প্রকাশের জন্য বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত হয় ছয় সদস্যের এক উপকমিটি। স্বনামে 'আমাদের বাঁচার দাবি : ছয় দফা কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করা হয়। ১৮, ১৯ ও ২০ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় পুস্তিকাটি বিলি করা হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে গাওয়া হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা'। ছয় দফাকে উপলক্ষ করে সেই কাউন্সিল অধিবেশনটি ছিল সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঠক উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন বঙ্গবন্ধু তাঁর লক্ষ্যে কতোটুকু অবিচল ছিলেন। গণতন্ত্রের মূলনীতিকে তিনি কতোটুকু শ্রদ্ধা করতেন। ছয়দফা উত্থাপনের জন্য তিনি সম্মিলিত বিরোধী দল, নিজ দল এবং বাংলার সকল শ্রেণির মানুষের কাছ থেকে ম্যান্ডেট নিতে চেয়েছিলেন। জনসংযোগের অংশ হিসাবে ১৭ এপ্রিল ভোর ৪টায় খুলনায় এক জনসভা শেষে ঢাকা ফেরার পথে রমনা থানার ওয়ারেন্টে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৪৭(৫) ধারা বলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। যশোর মহকুমা হাকিমের এজলাস থেকে তিনি জামিন পান। সেদিনই রাত ৯টায় সিলেটে গ্রেপ্তার, পুনরায় জামিনের আবেদন এবং ২৩ তারিখে জামিন লাভ করেন। ২৪ এপ্রিল ময়মনসিংহে গ্রেপ্তার, ২৫ এপ্রিল জামিন। ছয় দফা প্রচারকালে তিন মাসে আটবার গ্রেপ্তার হন বঙ্গবন্ধু।

এভাবেই স্বৈরাচারী আইয়ুবের দমননীতি চলতে থাকে। ৮ মে নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় মে দিবস স্মরণে শ্রমিক জনতার এক সমাবেশে বঙ্গবন্ধুকে বিপুল সংবর্ধনা এবং পাটের মালায় ভূষিত করে শ্রমিকরা। ভাষণ শেষে রাত ১টায় বাসায় ফেরার পথে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৩২(১) 'ক'ধারায় ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মীসহ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। ছয় দফা দেওয়াকে অপরাধ গণ্য করে বঙ্গবন্ধুকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' অভিহিত করে স্বৈরশাসক আইয়ুব বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের ওপর অব্যাহত গ্রেপ্তার-নির্যাতন চালাতে থাকেন। সামরিক সরকারের এই সব কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের আহ্বানে ১৩ মে সমগ্র প্রদেশে'প্রতিবাদ দিবস'পালিত হয়। প্রতিবাদ দিবসের জনসভায় ছয় দফার প্রতি গণমানুষের বিপুল সমর্থন প্রকাশ পায়। হাজার হাজার শ্রমিক এই দিন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল করে। পল্টনের জনসভায় উপস্থিত হয়ে সরকারের দমননীতির প্রতিবাদ করে। দলের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদকে গ্রেপ্তার করা হলে সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান চৌধুরী অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ২০ মে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ৭ জুন সর্বব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। ৭ জুনের হরতালের বিষয়ে আমরা সংগক্ষিপ্ত কিন্তু তাতপর্য পূর্ণ বর্ণনা পাই বঙ্গবন্ধুর "কারাগারের রোজ নামচায়"। পাঠক সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটি পাঠ করলে আমরা কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবো ৭ জুন ১৯৬৬ সালে কী ঘটেছিলো। ৭ জুন হরতাল সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, '১২টার পরে খবর পাকাপাকি পাওয়া গেল যে, হরতাল হয়েছে। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করেছে। তারা ছয় দফা সমর্থন করে আর মুক্তি চায়। বাঁচতে চায়, খেতে চায়, ব্যক্তিস্বাধীনতা চায়, শ্রমিকের ন্যায্য দাবি, কৃষকদের বাঁচার দাবি তারা চায়, এর প্রমাণ এই হরতালের মধ্যে হয়েই গেল।' (কারাগারের রোজনামচা, পৃ: ৬৯)

এ' কারনে ছয় দফা কর্মসূচিকে বাঙালি জাতির মুক্তির মহাসনদই বলা যায়। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়। ইতোপূর্বের ভাষা আন্দোলন, শিক্ষা আন্দোলন, সংবিধান প্রবর্তন বা সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন পূর্বপাকিস্তানের বিশেষ শ্রেণি তথা শিক্ষিত, সচেতন ও প্রগতিশীল লোকদের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ ছিল। এগুলোতে ছাত্রসমাজের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। আর গোড়া থেকেই সর্বস্তর ও পেশার মানুষের মুক্তির আন্দোলন হিসেবে ছয় দফা কর্মসূচি সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এতে সরাসরি নেতৃত্ব প্রদান করেন, এর প্রচারণায় অংশ নেন এবং একে সুসংগঠিত করেন। তাঁর নির্দেশনায় ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো শ্রমিক সংগঠনসমূহ আন্দোলনমুখী হয়। এ কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জাতীয় অবিসাংবাদিত নেতায় পরিণত করে। তার নির্দেশনায় ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো শ্রমিক সংগঠনসমূহ আন্দোলনমুখী হয়। এতে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত হয়ে ওঠে। যে কারণে ছয় দফা কর্মসূচির আন্দোলনের সময় শীর্ষ ও মাঝারি সারির প্রায় সব আওয়ামী লীগ নেতা বন্দি হলেও এর আন্দোলন সাধারণ মানুষই অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ছয় দফা বাঙালিকে এক স্বতন্ত্র আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে চিনতে ও জানতে শিখিয়েছে। ছয় দফার ওপর ভিত্তি করেই আন্দোলন, নির্বাচন ও স্বাধীনতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্ভব হয়েছে ছয় দফার জন্যই। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে পাকবাহিনীর নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের ফলে একদিকে ছয়দফা কর্মসূচির পরিসমাপ্তি ঘটে এবং নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের পর অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। আর তাই ৬ দফা-ই আজ বাঙালি জাতির 'ম্যাগনাকার্টা' হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ছয়দফার তাৎপর্যকে যথার্থ ভাবে উপস্থাপন করেছেন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর তোফায়েল আহমেদ "বাঙালির ম্যাগনাকার্টা শীর্ষক তাঁর একটি নিবন্ধে। তিনি এই নিবন্ধে উল্লেখ করেন "বঙ্গবন্ধুর কাছে ছয় দফা ছিল একটা সাঁকো, যাতে চেপে স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়া যায়। ছয় দফা না দিলে বঙ্গবন্ধুর ওপর আইয়ুব সরকারের নির্যাতন নেমে আসত না, আগরতলা মামলায়ও তাঁকে জড়াত না, আর '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানও হতো না, সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেটও হয়তো ও রকম হতো না, পরিণতিতে যা এক দফা তথা স্বাধীনতার পথ সুগম করে।"ছয়দফা ছিলো পাকিস্তানের কফিনে বাঙালির দেয়া শেষ পেরেক। ছয়দফার আন্দোলন আমাদেরকে শিক্ষা দেয় জনগণ কেন্দ্রিক আন্দোলনে, জনগণের সহায়তা লাভ করলে, আন্দোলন কোন ভাবেই ব্যর্থ হয়ে যায়না। আমরা ছয়দফা আন্দোলনের সাতান্ন বছর পর এই শিক্ষার কথাটি কী মনে রেখেছি?

লেখক প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক

বড্ড বাজে খরচ হয় আমাদের

তাপস মজুমদার

শুধু এ খাতেই নয়। নানাভাবে বড্ড বেশি বাজে খরচ হয় আমাদের অফিসগুলোতে। পারিবারিক কাজে অফিসের গাড়ি ব্যবহার, অহেতুক এসি-লাইট-ফ্যানের ব্যবহার, উপর্যুপরি সভা বা সম্মেলনে ভ্রমণ ভাতার ব্যবহার, অপ্রয়োজনীয় অথবা কম প্রয়োজনীয় কারণে বিদেশ ভ্রমণ, লাগামহীনভাবে সিটিং অ্যালাউন্স বৃদ্ধি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিলাসী খাবারের ব্যবহারসহ অনেক কাজে খরচটা অনেক সময়ই বড্ড বেশি হয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা নিতান্তই অপচয়। কেন আমরা এসব কাজ গা-সওয়া করে ফেলেছি? যেসব সুবিধা একজন পদস্থ কর্তাকে নিয়মমাফিক দেওয়া হয়, সেই সব সুবিধার অতিরিক্ত নেওয়ার লোভ কেন আমাদের পেয়ে বসবে? অফিসের কর্তা হিসেবে, সামাজিক মানুষ হিসেবে, এমনকি দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্বকে কেন আমরা ভুলে যাব? আর কেনইবা এসব অন্যায় আচরণের বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে না? এসব অনিয়ম কি জনগণের সাধারণ জীবনযাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে না?

প্রাধিকারের গাড়ির সুবিধা যাঁরা নিচ্ছেন, তাঁরাই আবার পরিবারের সদস্যদের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে গাড়ির চালক-জ্বালানিতে বাড়তি লাখ লাখ টাকা ব্যয় করছেন। ৩০ এপ্রিল আজকের পত্রিকায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের এসব খবর ছাপা হয়েছে। এত আরামের দরকার হয় না মানুষের।

বলা হয় স্বল্পাহারী মানুষ সুস্থ থাকে। কিন্তু আমাদের বড় সভাগুলোতে শহরের সবচেয়ে বড় রেস্টুরেন্টের খাবার যেমন আসে, তেমনি আইটেমের সংখ্যা ও খাবারের পরিমাণ হয় অভাবনীয়। এত খাবার দরকার হয় না, ওতে কোনো ভালো লুকিয়ে নেই।

বড় সাহেব বাইরে গেছেন। তাঁর রুমের ফ্যান-লাইট-এসি সব চলছে। বাথরুমের লাইটটি হয়তো ২৪ ঘণ্টা ধরেই জ্বলছে। নিজের বাড়ির ক্ষেত্রে

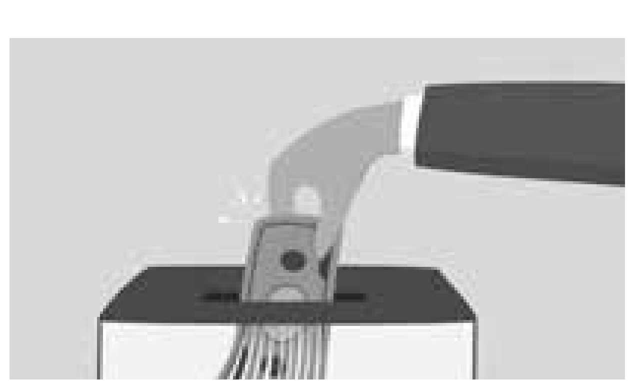

ভুল করেও এটা কেউ করেন না।

অনেক ক্ষেত্রেই দেশে-বিদেশে ভ্রমণ ভাতা খরচ হ্রাস করা সম্ভব হয়। তার জন্য পরিকল্পনাকে আরও সুসংগঠিত করা দরকার। কিন্তু সেটা নিয়ে ভাবা হচ্ছে না; বরং অনেক সময়ই একটু পুষিয়ে দেওয়ার জন্য অনেক অযথা ভ্রমণ ভাতা বিল পাস করা হয়। রাত্রি যাপন না করলেও তা দেখিয়ে দৈনিক ভাতা বাড়িয়ে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তাতে একটুও কলম কাঁপে না, একটুও মন কাঁদে না আমাদের। কে দেখবে এটা? একে কি দেশের প্রতি ভালোবাসা বলে? যাঁরা এমন সুবিধা নেন, তাঁরা অন্যকেও এমন সুবিধা দিতে কখনো কখনো বাধ্য হন।

ফলে অপচয় দ্বিগুণ হয়। সরকার বিমানের প্রথম শ্রেণিতে বিদেশ ভ্রমণ যে স্থগিত করল এটা দীর্ঘস্থায়ী বা পারা গেলে স্থায়ীভাবেই চালু রাখলে ক্ষতি কি?

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে যথার্থই ব্যয় সাশ্রয়ে ব্যাংকগুলোকে হাইব্রিড সভা করার এবং শারীরিক উপস্থিতির খুব প্রয়োজন না হলে যেন অনলাইনে সভা করা হয়, সেই পরামর্শ দিয়েছে। এটা ঠিক যে কখনো কখনো শারীরিক উপস্থিতিতে সভা করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। সে কথা ভিন্ন। কিন্তু পর্ষদ সভা বা করপোরেট প্রতিষ্ঠানপ্রধানের বিভিন্ন সম্মেলন অথবা উদ্বুদ্ধকরণ সভার বেশির ভাগই অনলাইনে করা সম্ভব। এতে ব্যয় কমবে এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস পাবে। গত বছরের জুলাই মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক বিদ্যুৎ খরচ (বরাদ্দের ২৫ শতাংশ) ও জ্বালানি খরচ (বরাদ্দের ২০ শতাংশ) কমানোর বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়েছিল। সেটা কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে, বছর শেষে তা বোঝা যাবে। তবে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

অনলাইনে সভা করতে শুধু যে অর্থ ব্যয় কম হয় তা-ই নয়, সময়েরও সাশ্রয় হয় অনেক। বিভাগীয় পর্যায়ে একটি সভা আয়োজনে ভেন্যু খরচ, সাজসজ্জা, সাউন্ড সিস্টেম, ব্যানার, বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মীদের বিভাগীয় শহরে আসার টিএ-ডিএ, বড় অতিথিদের গাড়ির জ্বালানি খরচ, বিমান ভাড়া, আবাসিক খরচ, অনুষ্ঠান স্থলে মধ্যাহ্নভোজ, নাশতা, পানিসহ নানাবিধ ব্যয় হয়ে থাকে। যার প্রায় কোনো কিছুই অনলাইন সভায় থাকে না। অথচ সম্প্রতি খবরের কাগজে দেখছিলাম একটি অনলাইন সভার খাওয়ার আয়োজনের খরচ কয়েক লাখ টাকা!

দুর্নীতি ও অনিয়ম স্বীকৃতির পর্যায়ে চলে যেতে পারে না। এর বিরুদ্ধে কঠোর, তাৎক্ষণিক এবং দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হোক। এসব অন্যায় কর্মকাণ্ড শক্ত হয়ে দমন করা যায় না—এটা বিশ্বাস করতে আমরা রাজি নই। মনে রাখা দরকার, একজন কর্মীর, বিশেষ করে পদস্থ কর্মীর, সব কাজ প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎসর্গীকৃত না হলে, দেশ ও তার মানুষের জন্য দরদ প্রাণের ভেতর থেকে না উঠলে, প্রতিষ্ঠান বা দেশ বা দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ এগিয়ে যেতে পারে না।

ইমরান খান কেন বারবার বাংলাদেশের খোয়াব দেখেন

সেলিম খান

পাকিস্তান এক অদ্ভুত দেশ। এ দেশের রাজনীতিকেরা পাকা খেলোয়াড়, না নবিশ বোঝা বড় দায়। যখন ক্ষমতায় থাকেন, তখন এক রূপ। আর বাইরে আরেক। এই ইমরান খানের কথাই ধরুন না। ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েছেন এখনো বছর গড়ায়নি। কিন্তু তাঁর মুখের বুলি পুরো পাল্টে গেছে। এখন তিনি বারবার 'ইস্ট পাকিস্তান' (বাংলাদেশ) ও 'মুজিবুর রহমান'-এর (জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান) নাম জপ করে চলেছেন। সে জনসভা হোক বা টুইটার পোস্ট।

ভারতের অনলাইন সংবাদপত্র 'দ্য ওয়্যার' গত ২৭ মে শনিবার ইমরান খানের একটি ভাষণ প্রচার করেছে। ভারতের মূলধারার, বিশেষ করে যারা 'গদি মিডিয়া' নামে ইতিমধ্যে বিশেষণ পেয়ে গেছে, তাদের বিপরীতে 'দ্য ওয়্যার' একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদমাধ্যম। ইমরান খান নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে অত্যন্ত আলোচিত চরিত্র। কিন্তু দ্য ওয়ারের মতো প্রতিষ্ঠান যখন তাঁর ৩৩-৩৪ মিনিটের উর্দুতে দেওয়া বক্তব্য প্রচার করে, নিশ্চিতভাবে তা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

ভাষণে ইমরান তাঁর ক্রিকেট খেলা, ইংল্যান্ডে পড়াশোনা, সেখানে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, অবৈধ ক্ষমতার চর্চার অনুপস্থিতি, প্রবাসী পাকিস্তানিসহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন। বলেছেন, ইংল্যান্ডে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা। সেখানে পাকিস্তানে এমপি ও আইপ্রণেতারা ব্যস্ত থাকেন সুপারিশ করার জন্য। নিজে সুপারিশ নিয়ে সরকারি দপ্তরে দপ্তরে ঘোরেন। ঘুষ ছাড়া কোথাও কোনো কাজ হয় না। ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা-এই দুটি বিষয় যেন দেশ থেকে উধাও। ফলে প্রবাসীদের মন কাঁদলেও তাঁরা আর স্থায়ীভাবে পাকিস্তানে ফিরতে পারেন না। আর যারা ফেরেন, তাঁরাও দেশে কিছু করতে গিয়ে চরম হেনস্তার শিকার হয়ে আবার বিদেশ ফিরে যান। শিকড়ে আর ফেরা হয় না।

ইমরান খানের আরও উপলব্ধি, যে কারণে পাকিস্তান হয়েছিল, তার সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে। আজাদি বা স্বাধীনতা বলে কিছু নেই। নিরাপত্তা নেই। হিটলারের জার্মানিতে এমনটা হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন।

তবে আধঘণ্টার বেশি এই বক্তব্যে ইমরান পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রশংসা করতে ভোলেননি। তাঁর বক্তব্য, ফৌজি (সেনা) যদি না থাকে, তাহলে দেশই তো থাকে না। তাহলে খামাখা তিনি ফৌজের সাথে দ্বন্দ্বে জড়াতে যাবেন কেন? অবশ্যই। এই আহাম্মকি কী তাঁর সাজে, যিনি কিনা আবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন!

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক বেশ মজার একটা কথা বলেছেন। নিজের ভাষণে পাকিস্তানের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে বলেছেন, এতটা খারাপ অবস্থা না হওয়া সত্ত্বেও শ্রীলঙ্কার লোকজন রাস্তায় নেমে এসেছিল। হায়রে পোড়া কপাল এক মার্কিন ডলারে ৩০৮ রুপি (পাকিস্তানি) পাওয়া গেলেও রাস্তায় নামা তো দূরে থাক টনকও নড়েনি সাধারণ পাকিস্তানিদের। দুঃখ করে কী আর করবেন খানসাহেব? আজকের যে ভূখণ্ডের প্রধানমন্ত্রী আপনি ছিলেন, সেখানকার অধিকাংশ লোকই পাকিস্তান তৈরির জন্য কোনো লড়াই-সংগ্রাম করেনি। বরং পেশোয়ারে সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত খান আবদুল গাফফার খানের নেতৃত্বে কংগ্রেসের পতাকা তলে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে। পাকিস্তানের বিশিষ্ট সাংবাদিক হামিদ মির বিভিন্ন লেখায় লিখেছেন, ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়ও বলেছেন, পাকিস্তান আসলে হয়েছিল বাঙালি মুসলমানদের লড়াইয়ের জন্য, বর্তমান পাকিস্তানিদের জন্য নয়। অথচ পাকিস্তান হওয়ার পর প্রথম অন্যায়-বেইমানির শিকার হয় পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা, তাদের ভাষার অধিকার কেড়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে। আর শেষ হয়েছিল, ২৫ মার্চের কালরাত থেকে শুরু হওয়া দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে।

খানসাহেবের কথায় আবার ফেরা যাক। ১৯৭০-এর নির্বাচনের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন,

» বাংলাদেশে যখন একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে, তখন ইমরান নিন্দায় সরব হয়েছিলেন। তাহলে কি তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার কথা জানতেন, কিন্তু তাদের দোসরদের কুকীর্তি সম্পর্কে অন্ধকারে ছিলেন? এটা কি কোনো পাগলেও বিশ্বাস করবে!

জুলফিকার আলি ভুট্টোর দল জিতেছিল ৮১টি আসনে। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের দল পেয়েছিল ১৬০টি আসন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে ক্ষমতায় বসতে দেওয়া হয়নি। তাঁর কথায়, শেখ মুজিব শুধু ন্যায়বিচার চেয়েছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানকে যে কলোনি করে রাখা হয়েছিল, তার প্রতিকার চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিকারের বদলে শুরু হয় সামরিক অভিযান। আর তাতে প্রতিকার বদলে গেল প্রতিরোধে, স্বাধীনতার সংগ্রামে। এই অনুধাবন আসতে ইমরানের ৫২ বছর লেগে গেল?

লাগারই কথা। কারণ বঙ্গবন্ধুকে তো পাকিস্তানের মসনদে বসার সুযোগই দেওয়া হয়নি। সে সুযোগ বরং ইমরান পেয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর কারসাজিতে সাজানো নির্বাচন হলেও ইমরান ছিলেন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। প্রধানমন্ত্রী পদে বসার সাড়ে তিন বছরের মাথায় তাঁকে ঘাড় ধরে বিদায় করে দেওয়ার পরই যেন তাঁর জ্ঞানোদয় হয়। পাকিস্তানের প্রথম বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি বুঝতে পারেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতায় বসতে দেননি তাঁরই পূর্বসুরী রাজনীতিকেরা। জুলফিকার আলি ভুট্টোর পরামর্শে জেনারেল আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুর সাথে যে কাজটি করেছিলেন, এখন পাকিস্তানের বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের অঙ্গুলিহেলনে সেই কাজটি তাঁর সাথে করেছেন শাহবাজ শরিফ ও আসিফ আলি জারদারি। আর তাতেই তিনি পাকিস্তানের আবার ভাঙনের লক্ষণ টের পেলেন। খানসাহেব কী জানেন, পাকিস্তানে গত ৭৫ বছরে কোনো প্রধানমন্ত্রীই পাঁচ বছরের পুরো মেয়াদ ক্ষমতায় থাকতে পারেননি।

তাহলে ইমরানের আগে 'শহীদ' হওয়া প্রধানমন্ত্রীদের কেউ এ প্রশ্ন তুললেন না কেন? কেন ইমরান এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম? বরং তিনি যেখান থেকে নির্বাচিত হন বা তাঁর বাড়ি যেখানে, সেই পাঞ্জাব প্রদেশের আধিপত্যকামিতার বিরুদ্ধেই তো পাকিস্তানের অন্য সব প্রদেশ সরব। খনিজ ও বন্দর সমৃদ্ধ বেলুচিস্থান ও খাইবার পাখতুনখাওয়া বা সাবেক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ- এ দুই প্রদেশের নেতাদের মনের কথা তো এখন ইমরানের মুখে? তিনি কার থেকে আলাদা হবেন? আবার এর মধ্যে একবার প্রতাপশালী সেনাবাহিনীর প্রশংসা, আবার তাদের অনৈতিক ও অসাংবিধানিক কাজকর্ম নিয়ে সরব হয়ে আর যাই হোক তার মধ্যে বাংলাদেশ বা ১৯৭১-কে টেনে এনে কোনো কিছুরই ন্যায্যতা দিতে পারবেন না ইমরান।

ইমরান যে তাঁর আধা ঘণ্টার ভাষণে বললেন, 'কোনো জাতি যখন তার স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে, ন্যায়ের দাবি যখন মানুষের অন্তরে গেঁথে যায়, তখন আসলে তুমি যাই কর, যতই সেনা অভিযান চালাও না কেন, তাদের ভেতর থেকে এর কোনো কিছুই উপড়ে ফেলতে পারবে না।'

'সেই সত্য যা রচিবে তুমি'–এ কথা এত দিন পরে মনে হলো? সত্যিকার অর্থে যদি তাঁর এই বোধদয় হয়ে থাকে, তাহলে প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় ইমরান কেন ৭১-এর ঘটনার জন্য বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাইলেন না বা চাওয়ার প্রস্তাব তুললেন না? আরেকটু পেছনে ফেরা যাক। বাংলাদেশে যখন একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে, তখন ইমরান নিন্দায় সরব হয়েছিলেন। তাহলে কি তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার কথা জানতেন, কিন্তু তাদের দোসরদের কুকীর্তি সম্পর্কে অন্ধকারে ছিলেন? এটা কি কোনো পাগলেও বিশ্বাস করবে!

ফলে ইমরান খানও তাঁর অন্য রাজনৈতিক সতীর্থদের মতো রাজনৈতিক দ্বিচারিতায় আক্রান্ত। স্বার্থে ঘা লাগলেই তাঁদের বোধদয় হয়। ক্ষমতায় থাকলে সেনাবাহিনী 'ফেরেস্তা', বাইরে থাকলে শয়তান। এই দ্বিচারিতা থেকে বেরিয়ে এসে পাকিস্তানের রাজনীতিকেরা গত ৭৫ বছরের ইতিহাসটা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। পারলে শিক্ষা নিন। তাহলে বাংলাদেশ এই সময়কালে কত এগিয়ে গেছে, আমরা পারিনি- এই দুঃখবিলাস থেকে বেরিয়ে এসে দেশের মানুষের জন্য কিছু করতে পারবেন। পাকিস্তান যে সব দিক দিয়ে খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে-এটা ইমরান খান-শাহাবাজ শরিফ-বিলাওয়াল ভুট্টো এবং তাঁদের মূল চালিকা শক্তি সেনাবাহিনী হা-হুতাশ না করে যত তাড়াতাড়ি বুঝবে, ততই মঙ্গল। না হলে 'ইস্ট পাকিস্তান'-এর উদাহরণ তো সামনে আছেই।

[নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল মিডিয়া, ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশন]

গ্লুকোজ তথা শর্করা পরিপাক এবং Revivify Pro-Vitality Antioxidant Gel (RPV-AOG)

এইচ বি রিতা

গত পর্বগুলোতে বিজ্ঞানী লিয়াকত হোসেন Revivify- সম্পর্কে প্রচুর উপকারী ও কার্যকর তথ্য সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত ধারণা দিয়েছেন। আজ তাঁর কাছে আমরা জানবো আমাদের শরীরে শর্করা, মূলত গ্লুকোজ এর বিপাক প্রক্রিয়া (metabolism) কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি বিজ্ঞানভিত্তিক স্বাস্থ্যকথা আলোচনা। আজকের আর্টিক্যালটি নিয়ে বিজ্ঞানী লিয়াকত হোসেনের সহযোগী হিসাবে আছেন তরুণ বিজ্ঞানী নওরিন চৌধুরী।
বিজ্ঞানী লিয়াকত হোসেন বলেন, আমাদের শরীরে শর্করা, মূলত গ্লুকোজ এর বিপাক প্রক্রিয়া (metabolism) একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দেহের প্রতিটা কোষ গ্লুকোজ গ্রহণ করে এবং ব্যবহার করে। আমাদের কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং সিস্টেম এই গুরুত্বপূর্ণ শর্করাকে একটা সীমারেখার মধ্যে রাখার চেষ্টা করে। যখন তা লঙ্ঘন হয়, কমে যায়- সেটাকে আমরা বলি হাইপোগ্লাইসেমিয়া(রক্তে গ্লুকোজ কম), যখন বেড়ে যায় বলি হাইপারগ্লাইসেমিয়া (রক্তে গ্লুকোজ বেশি)।

এই দুটো অবস্থাই আমাদের জন্যে অসুবিধার কারণ। গ্লুকোজ কমে যেয়ে যেমন আমরা হাইপোগ্লাইসেমিক কোমা তে চলে যেতে পারি, আবার বেড়ে গেলেও একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। গ্লুকোজের সাম্যাবস্থা রাখাটা তাই সকল বয়সের জন্যেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শুরুতে গ্লুকোজ আমাদের পরিপাকতন্ত্রে শোষণ (absorption) হয়। তারপর তা রক্তের মাধ্যমে লিভারে আসে৷ এখানে গ্লুকোজ গ্লাইকোজেন হিসাবে জমাও হতে পারে আবার লিভার থেকে বিভিন্ন জায়গায় যেতেও পারে। গ্লুকোজের উপস্থিতি বুঝে ব্রেইনের নির্দেশনায় অগ্ন্যাশয় এর বিটা কোষ থেকে বের হয় ইনসুলিন, আর শেষমেশ কিডনি দিয়ে তা বের হয় এবং পুনরায় শোষিত হয়(reabsorption). নিদেনপক্ষে পরিপাকতন্ত্র, লিভার, অগ্ন্যাশয়, মস্তিষ্ক এবং কিডনি- গ্লুকোজ এর এই ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো কাজ করে।

আবার আমাদের দেহের সকল কোষ বেঁচে থাকার জন্যে ATP ব্যবহার করে শক্তি পায়৷ এবং আমাদের শরীরের শক্তির আধার মাইটোকন্ড্রিয়া এই শক্তির জোগান দেওয়ার জন্যে অন্যতম দায়ী। এই প্রক্রিয়া হওয়ার পেছনে অনেক ব্যপার এবং জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া রয়েছে, যারা বিভিন্ন ধরণের এনযাইম এর ব্যবহার করে থাকে কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে।

তিনি বলেন, মস্তিষ্কের কোষ, অগ্ন্যাশয় এর কোষ, রোগ প্রতিরোধক কোষ এমন কিছু ব্যতিক্রম বাদে, কোষে গ্লুকোজ কীভাবে ঢুকবে তা নির্ভর করে ইনসুলিন এর উপর। শরীরের প্রায় সব মাংসপেশী ইনসুলিনের উপর নির্ভরশীল। আর ইনসুলিন পাই আমরা অগ্ন্যাশয় এর বিটা কোষ থেকে। কিন্তু দেখা গেছে- ইনসুলিন বের করার জন্যে বিটা কোষের নিজেরও ATP শক্তি দরকার, আর তার তৈরির জন্যেও গ্লুকোজ প্রয়োজন। অগ্ন্যাশয় এর কোষগুলা সহজে গ্লুকোজ পেয়েও কেন প্রয়োজনীয় ইনসুলিন তৈরি করে বের করতে পারেনা? এর অনেকগুলো সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যে যে উত্তর অন্যতম- তা হলো অক্সিডেটিভ স্ট্রেস(Oxidative stress)।

বয়সের সাথে সাথে, দূষণের কারণে, খারাপ খাদ্যাভ্যাস এবং চালচলনের জন্যে এই oxidative stress বেড়ে যায়। এজন্যেই দেখা যায় টাইপ ২ ডায়েবেটিস হওয়ার হার বয়সের সাথে বাড়তে থাকে। বর্তমানে আবার এটাও দেখা গেছে যে, অল্প বয়সেই অনেক বেশি Reactive oxygen species (ROS) এর মতো তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল পদার্থ তৈরি হতে পারে এবং কোষ এর ক্ষতি করতে পারে। এর সমাধান না করা গেলে

অনেক বাজে বাজে অসুখের উদ্ভব হওয়া সম্ভব।

এর সমাধান নিয়ে লিয়াকত হোসেন বলেন, এই সকল সমস্যাকে অনেক সহজেই সমাধান করা যায়। অক্সিডেটিভ এই স্ট্রেস কমাতে Revivify Pro-Vitality Antioxidant Gel (RPV-AOG) এর একটা পাউচ প্রতিদিন সেবন-এ ক্ষেত্রে চমৎকার সমাধান দিয়ে আমাদের অনেক আগে থেকেই সুস্থ সুন্দর দীর্ঘ একটা জীবন পেতে সাহায্য করতে পারে। আমরা দেখতে পাই, অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের কারণে অগ্ন্যাশয় এর কোষগুলো ধীরে ধীরে তাদের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে এবং তার ফলে দেখা যাচ্ছে, ইনসুলিন ঠিক মতো তৈরি হচ্ছে না। অগ্ন্যাশয় এর বিটা কোষগুলোর বাইরের আবরণ এর ক্যালসিয়াম এর ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়ার কারণে এবং অন্যান্য অঙ্গ যেমন মস্তিষ্কের সাথে সিগন্যালিং এর ঝামেলার কারণে এমন হওয়া বাড়ছে৷

ROS গুলো ধীরে ধীরে কোষের আবরণের লিপিড, প্রোটিন ইত্যাদির ক্ষতি করছে, DNA এর ক্ষতি করছে আর সার্বিকভাবে সবকিছুর জন্যে বিটা কোষের কাজের ক্ষমতা কমছে আর শরীর ইনসুলিন কম পাচ্ছে।

যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একটা আরেকটার সাথে সম্পর্কিত, যেমন মস্তিষ্ক, লিভার, কিডনি, তাদের সবার কোষ ROS এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এবং এভাবে পুরো শরীরের বিভিন্ন সিস্টেমের অসমাঞ্জস্যতা দেখা

REVIVIFY জেল আমাদের পরিপাকতন্ত্রের উপকারী জীবাণু গুলোকে প্রভাবিত করে এবং সার্বিকভাবে সুস্থ সুন্দরভাবে গ্লুকোজ শোষণ (absorption) থেকে শুরু করে রক্তে আসা, লিভারে যাওয়া, প্রসেস হয়ে বিভিন্ন কোষে যাওয়া এবং ATP তৈরিতে কাজ করে শরীরের বিভিন্ন কাজকে সচল রাখা- এই পুরো কর্মযজ্ঞে অবদান রাখতে সক্ষম।

দেয়। অক্সিডেন্ট আর এন্টি অক্সিডেন্ট এর এই সামান্য অসমাঞ্জস্যতা পুরো শরীরের সকল কোষকে প্রভাবিত করতে পারে।

তিনি বলেন, অক্সিডেটভ স্ট্রেস শরীরের সাধারণ সকল ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে গ্লুকোজ এর সাম্যাবস্থা কে নষ্ট করে দেয়। মস্তিষ্ক গ্লুকোজ বেশি বুঝতে পারলে অগ্ন্যাশয় কে নির্দেশ দেয় আর ফলশ্রুতিতে ইনসুলিন বের হয়ে রক্তে আসে। শোষণের পর রক্তে গ্লুকোজ আসার পর তা লিভারে যায় এবং বেশি হয়ে গেলে গ্লাইকোজেন হিসাবে জমা থাকে। রক্তে গ্লুকোজ কমে গেলে এই গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজে পরিণত হয়ে ঘাটিতে পূরণ করে। ডাইবেটিস এ দেখা যায়, গ্লাইকোজেন আর গ্লুকোজের এই সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গেছে। লিভারও নতুন করে শর্করা তৈরি শুরু করে ফ্যাটি এসিড এবং প্রোটিন থেকে। এই সব নির্দেশ করে লিভার সঠিক কাজ করতে অক্ষম হয়ে আছে এবং সম্ভবত মস্তিষ্ক থেকে সঠিক সিগন্যাল পাচ্ছে না। আমরা জানি ROS এর কারণে হওয়া অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এই সিগন্যাল এর অসারতার একটা কারণ। তাই আমরা সহজেই বলতে পারি, ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যে Revivify Pro-Vitality Antioxidant Gel(RPV-AOG) প্রতিদিন ব্যবহার অত্যন্ত উপকারী হতে পারে।

আমাদের আলোচনায় ইতিমধ্যে আমরা বুঝতে পেরেছি কোষের মধ্যে গ্লুকোজ ঢুকতে ইন্সুলিনের প্রয়োজন। রিসেপ্টর এর সাথে এই গ্লুকোজ লাগার পর Glucose-6-phosphate(G-6-P) হয়ে যায় হেক্সোকাইনেয এনযাইমের সাহায্যে। এই কাজে ম্যাগনেশিয়াম এরও দরকার রয়েছে। REVIVIFY জেল আমাদের পরিপাকতন্ত্রের উপকারী জীবাণু গুলোকে প্রভাবিত করে এবং সার্বিকভাবে সুস্থ সুন্দরভাবে গ্লুকোজ শোষণ (absorption) থেকে শুরু করে রক্তে আসা, লিভারে যাওয়া, প্রসেস হয়ে বিভিন্ন কোষে যাওয়া এবং ATP তৈরিতে কাজ করে শরীরের বিভিন্ন কাজকে সচল রাখা- এই পুরো কর্মযজ্ঞে অবদান রাখতে সক্ষম।

লিয়াকত হোসেন বলেন, গ্লুকোজ তথা শর্করা পরিপাকে Revivify Pro-Vitality Antioxidant Gel(RPV-AOG) এর এই অত্যাশ্চর্য অবদানের সক্ষমতা নিজে পরীক্ষা করে দেখার সময় আজই।

আজকের বিষয় নিয়ে লিয়াকত হোসেন এখানেই সমাপ্তি টানেন। আসন্ন সপ্তাহগুলিতে Revivify-এর অন্যন্য বিষয়ে আমরা তাঁর কাছে আরো বিস্তারিত জানবো। এই ফাঁকে দেখে নিতে পারেন Revivifyforlife.com-ওয়েবসাইটটি। টেকসই স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য রিভিভিফাই প্রো-ভাইটালিটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট জেল, রিভিভিফাই প্রো-এনার্জি পাউডার ড্রিঙ্ক-এর স্বাক্ষর আইটেমগুলো উপভোগ করতে পারেন। Revivify ক্লাবে যোগদান করে বন্ধু ও পরিবারের সাথে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করুন।

Law Offices
এক্সিডেন্ট কেইসেস
মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম
917-282-9256
(To schedule appointment only)
বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন
আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।
Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী
নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law
গাড়ী দুর্ঘটনা
বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
ট্রিপ এন্ড ফল
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬
কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
স্লিপ এন্ড ফল
হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
লেড পয়জনিং
ইমিগ্রেশন
পলিটিক্যাল এসাইলাম
বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)
IMMIGRATION
স্টুডেন্ট ভিসা
ডিপোর্টেশন কেইসেস
ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার
Law offices of Timothy Bompart
37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

বিদ্যুৎ সংকটের খবরে টিকেট বাতিল করছেন প্রবাসীরা

ইশতিয়াক রুপু

পুরো দেশে চলমান তাপদাহ চলার পাশাপাশি দেশের বৃহত্তম পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সাময়িক বন্ধ হওয়ার খবর শুনে শত শত প্রবাসী দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ট্রেভেল এজেন্সী মালিক এ তথ্য জানিয়েছেন। ৫ জুন সোমবার তিনি জানান, দেশের চরম বিদ্যুৎ সংকটের খবর প্রকাশ হওয়ার পর গত ২৪ ঘন্টার প্রায় ১০০ জন নিউইয়র্ক প্রবাসী দেশে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করেছেন। বেশির ভাগ প্রবাসী পরিবার পরিজন নিয়ে আসন্ন গ্রীষ্মের ছুটিতে বাংলাদেশ যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। আমেরিকায় গ্রীষ্মে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লম্বা ছুটি থাকে। অনেকেই এ সময়টিতে পরিবার নিয়ে দেশে বেড়াতে যান। এবারে

অনেকেই এ পরিকল্পনা বাদ দিতে হচ্ছে। নিউজার্সিতে বসবাস করেন তাসলিমা বেগম। জানালেন, তিন বছর থেকে প্রস্তুতি নিয়ে ঈদ উপলক্ষে এবারে দেশে যাওয়ার প্রস্তুতই নিয়েছিলেন। আশাছিল স্কুলগামী

সন্তানদের দেশ দেখিয়ে আনবেন। দেশ থেকে তাঁকে জানানো হয়েছে, বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়মিত নেই। প্রচণ্ড তাপদাহের এ সময়ে সন্তানদের নিয়ে দেশে না যাওয়ার পরামর্শই দিয়েছেন স্বজনরা। দেশে আবহাওয়ায় চরম অবস্থার পাশাপাশি বিদ্যুত সেবার অনিশ্চিয়তার খবর প্রতিদিন সংবাদ মাধ্যমে আসছে।যা শুনে প্রবাসীরা নিজেদের ও পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভরসা পাচ্ছেন না। তাই বাধ্য হয়ে কেউ কেউ দেশে বেড়ানোর পূর্ব নির্ধারিত তারিখ বদল করছেন। কেউ কেউ আবার সরাসরি দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করছেন। প্রবাসীদের অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করে বলছেল, মাত্র কয় মাস পূর্বে বর্তমান সরকার ঘটা করে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন রেকর্ড পরিমান ঘোষনা করলেন। বিদ্যুৎ সমস্যাটি দেশে দূর হয়েছে এমন ধারনা পেয়েছিলেন প্রবাসীরা। বর্তমানে অসহনীয় বিদ্যুৎ

সাহস সঞ্চার করে দাঁড়াতে হবে: মির্জা ফখরুল

ঢাকা অফিস

জাতির সাহসের অভাব দেখা দিয়েছে মন্তব্য করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চলমান সংকটে সবাইকে সাহস নিয়ে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি। 'বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট উত্তরণ প্রয়াসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা—একটি পর্যালোচনা' শীর্ষক এই সভার আয়োজন করে ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইউট্যাব)। মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমাদের মধ্যে কেন জানি সাহসের অভাব দেখা দিয়েছে। শুধু আপনারা নন, আমরা নই, জাতির সাহসের অভাব দেখা দিয়েছে। সাহস সঞ্চার করে সবাইকে দাঁড়াতে হবে।' মির্জা ফখরুল আরও বলেন, নির্দলীয় নিরপেক্ষ যে নামেই ডাকুন না কেন, নির্বাচনের সময় একটা নিরপেক্ষ সরকার দরকার। যারা কোনো দলের হবে না। যারা দলবাজি করবে না।

ব্রংকস বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

৩ জুন শনিবার ব্রংকস বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের কার্যকরি কমিটির (২০২৩-২৫) অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে খলিল চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে। কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নবনির্বাচিত সাধারন সম্পাদক এম ইসলাম মামুন ও কার্যকরি কমিটি সদস্য কামরুজ্জামান শামীমের। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্টেট এসেমব্লিওম্যান ক্যারিনা রয়েস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা এম এন মজুমদার, মেয়র অফিসের প্রধান নির্বাহী অফিসার মীর বাশার।

ব্রংকস প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৃহত্তর সংগঠন 'ব্রংকস বাংলাদেশ এসোসিয়েশন' (বিবিএ)। উৎসবমুখর পরিবেশে নবনির্বাচিত কর্মকর্তারা দায়িত্ব গ্রহন করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, সিরাজ উদ্দীন সোহাগ, হাসান আলী, আবুল খায়ের আকন্দ,আব্দুস শহীদ, রাজনীতিক আব্দুর রহিম বাদশা, খলিল বিরিয়ানীর কর্ণধার খলিলুর রহমান, জুনেদ আহমেদ চৌধুরী, রাসেদুল ইসলাম, প্রফেসর সৈয়দ সাজ্জাদ, শেখ আল মামুন, জাকির চৌধুরী, কাজি হাসান, নুরে আলম জিকু, মোজাফ্ফর হোসেন, মুকিত চৌধুরী, সুধাংশু কুমার মন্ডল, জুয়েল মাহবুব, তুষার পিক, হাসান আলী, স্বপন তালুকদার ও সার্জেন্ট বেলাল উদ্দীন।

অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তারা কমিউনিটির ঐক্যের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁরা বলেন, ব্রংকসে বাংলাদেশি কমিউনিটি ঐক্যবদ্ধ হলে সিটি কাউন্সিলম্যান ও স্টেট এসেমব্লিম্যান পদ অনায়াসেই আয়ত্বে আনা সম্ভব। মূলধারায় বিবিএ-কে আরও ব্যাপকভাবে কাজ করতে হবে। সিটি ও স্টেটে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি কাজ করছেন।

নিউ ইয়র্কে দিনাজপুর জেলা সমিতির বনভোজন ১৬ জুলাই

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে দিনাজপুর জেলা সমিতির বার্ষিক বনভোজন আগামী ১৬ জুলাই রোববার নিউ ইয়র্কের জেমস বায়ার্ড স্টেট পার্কের মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে ৩ জুন শনিবার বিকেলে ওয়েষ্টবুরিতে সভাপতির আমন্ত্রণে এক জরুরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১১ সদস্য বিশিষ্ট বনভোজনের আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দিনাজপুর জেলা সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ মোশারফ হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক অ্যাড. আব্দুর রশিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় ১১ সদস্য বিশিষ্ট বনভোজনের আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়। আহবায়ক নির্বাচিত হয়েছেন সহ-সভাপতি জাবেদ চৌধুরী এবং সদস্য সচিব সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ তারেক জাহেরি। সদস্যরা হলেন-যুগ্ম আহবায়ক সামিউর রহমান, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ এফ আলম নিউমুন।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি জন উদ্দিন মারা গেছেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

জন উদ্দিন

৩ জুন শনিবার রাত ১টা ৩০ মিনিটে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি জন উদ্দিন আলাবামায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। রাতে হঠাৎ তাঁর বুকে ব্যাথা শুরু হলে তাঁর স্ত্রী সুফিয়া হান্নান নিকটবর্তী হাসপাতাল নিয়ে যান, তখন কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর দেশের বাড়ী সিলেটের বিয়ানীবাজারে। জন উদ্দিন গ্রীষ্মকালীন সময়ে আলাবামা রাজ্যের ডেমোপ্লাস শহরে একটি হোটেলে কাজ করতেন, কাজের জন্যই এ শহরে থাকতেন। তাঁর ১২ বছরের একটি ছেলে রয়েছে। জন উদ্দিনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বড়ভাই জালাল উদ্দিন মিশিগান থেকে টেক্সাসে পৌঁছেছেন।

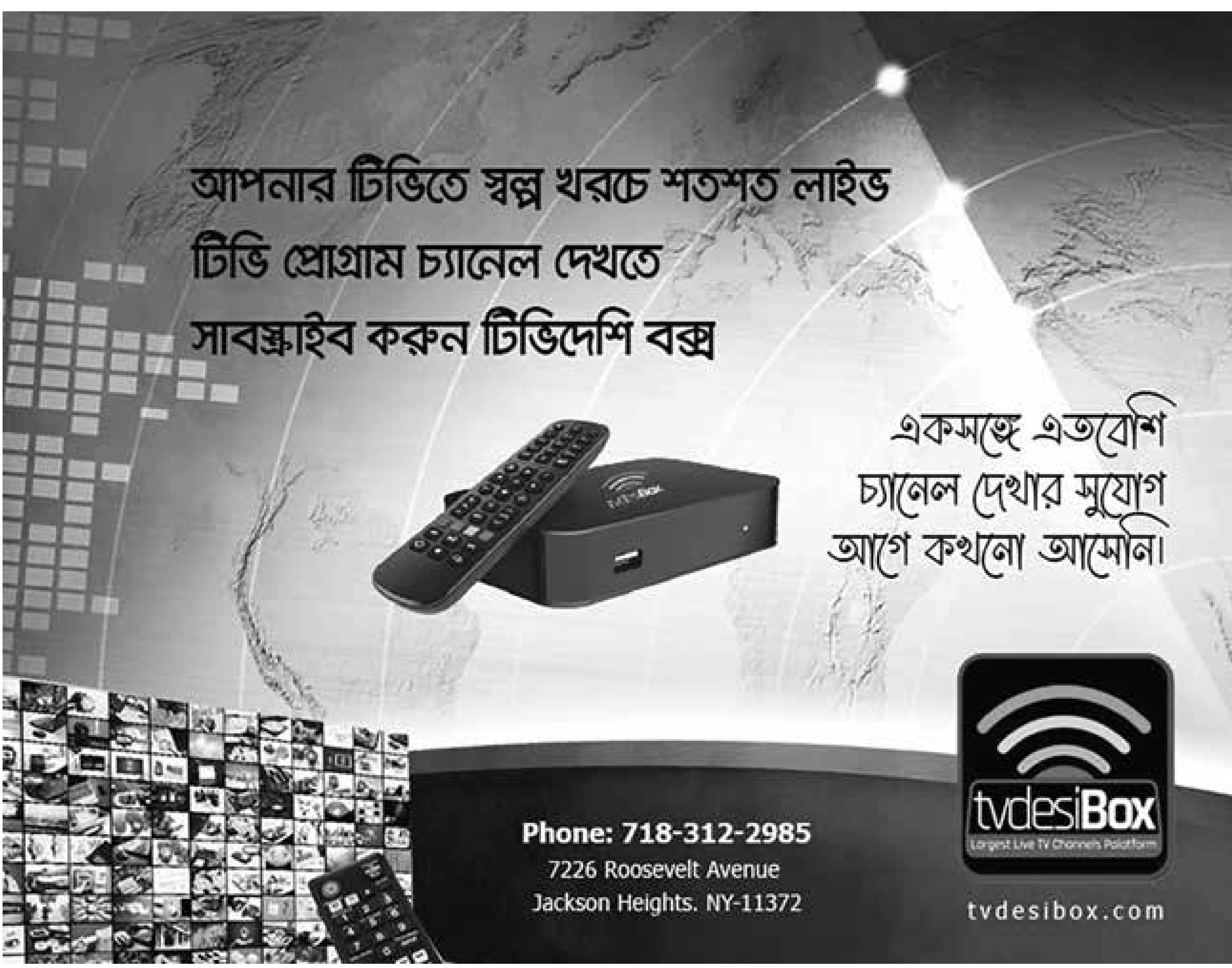

বক্তব্য রাখছেন রাশেদা কে চৌধুরী

কিম হচ্ছে আমাদের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি

রাশেদা কে চৌধুরী

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যত উত্তেজনা সব কাউন্সিলর পদে। ভিন্ন বাস্তবতার এ নির্বাচনে মেয়র পদ নিয়ে তেমন উত্তেজনা না থাকলেও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিল নির্বাচনে হাই প্রোফাইল লোকজনের পদভারে মুখরিত হয়ে উঠেছে। জাতীয়ভাবে পরিচিত নাগরিক সংগঠক আব্দুল করিম কিমের সমর্থনে প্রতিদিনই কোন না কোন গুরুত্বপূর্ন লোকজনকে দেখা যাচ্ছে প্রান্তিক এ প্রার্থির পাশে দাঁড়াতে।

তাঁর নির্বাচনি অফিস উদ্ভোধন করতে উপস্থিত ছিলেন রাশেদা কে চৌধুরী। আবদুল করিম চৌধুরী কিমকে রেডিও প্রতীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার জন্য ওয়ার্ডবাসীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ

পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) সহসভাপতি রাশেদা কে চৌধুরী।

তিনি বলেন, কিম হচ্ছেন নাগরিক আমাদের নাগরিক সমাজের একজন প্রতিনিধি। তিনি ভোটে নির্বাচিত হলে আরও নাগরিক প্রতিনিধিদের নির্বাচনে আসার পথ খুলবে। ৪ মে রোববার সন্ধ্যায় সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদপ্রার্থী আবদুল করিম চৌধুরী কিম এর নগরের হাউজিং এস্টেটস্থ প্রধান নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। তিনি বলেন, অনেক সময় অনেক কিছুর প্রতিবাদ করা যায় না, কিন্তু আব্দুল করিম কিম বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিবাদ করার সাহস দেখিয়েছেন। সে কারণে তিনি মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। কিম শুধু দেশের বিভিন্ন ইস্যুতে কথা বলেন না, তিনি আন্তজার্তিক পরিমন্ডলেও নিজের জাত চিনিয়েছেন। জলবায়ু সম্মেলন থেকে শুরু করে ওয়াটার কিপার এলয়েন্সের প্রোগ্রামে নিয়মিত পরিবেশ, প্রতিবেশ নিয়ে কথা বলেছেন। এমন একজন মানুষ এই ওয়ার্ডে কাউন্সিলর প্রার্থী হওয়াটা এলাকাবাসীর জন্য গৌরবের।

সিলেটের এমন কোনো পরিবেশ আন্দোলন হয়েছে আর কিমকে পাওয়া যায় নি তা হয় নি কখনো। রাতারগুল থেকে শুরু করে সিলেটের প্রাণ প্রকৃতি নিয়ে সদা সোচ্চার কিম। পরিবেশের জন্য কিম সুচারুভাবে তাঁর কাজ করে যাচ্ছে। কিমের জন্য শুভকামনা। কিমকে ভোট দিয়ে এলাকাবাসী বিজয়ী করবে বলে প্রত্যাশা। ' শিক্ষাবিদ ও পরিবেশ সংগঠক রাশেদা কে চৌধুরী আরও বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কিম

সিলেটসহ দেশের পরিবেশ রক্ষা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন। মানুষের কল্যাণে কাজ করার তাঁর যোগ্যতা রয়েছে। সে আমার প্রিয় এক ছোটভাই। আমি যতটুকু তাকে জানি আপনারা তাঁকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলে অভিজাত এই ওয়ার্ডের সুনাম রক্ষার পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নও হবে বলে আশা করছি।

ওয়ার্ডবাসীর পক্ষে বক্তব্য রাখেন মো. সাঈদ মজুমদার।অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেটের যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল হাই আল হাদী।

জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় সমাধানের মতো সংকট দেশে হয়নি: কাদের

ঢাকা অফিস

জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় সমাধান করার মতো সংকট স্বাধীন বাংলাদেশে হয়নি বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, 'বিএনপির সঙ্গে আমাদের আলোচনার বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি।' বুধবার ৬ দফা দিবস উপলক্ষে রাজধানীর ধানমন্ডিতে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের। এর আগে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরে তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে দলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, সংকটে সমাধান হলো আমাদের সংবিধান। সংকটে আর কোনো সমাধান নেই।। সংবিধানই যদি কোনো দেশের সমাধান না দিতে পারে, তাহলে সে দেশে গণতন্ত্র হবে কী করে?'

মাতাল চালক তামীর খান, নিহত দুইজন

উত্তর আমেরিকা অফিস

মাতাল গাড়ি চালকের তাণ্ডবে কুইনসে দুই ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। ঘাতক চালক তামির খান (২২)কে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ৫ জুন সোমবার ভোর রাতে দক্ষিণ ওজন পার্কের ১১১ এভিন্যু এবং ১১৭ স্ট্রিটের মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, মাতাল চালক তামির খান একটি আউডি গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তিনি একটি

টয়োটা ক্যামরি গাড়িকে বিপরীত দিক থেকে ধাক্কা দেন। টয়োটা গাড়িটি ধাক্কায় একদম ঘুরে যায়, আউডি গাড়ির চালক চালানও অব্যাহত রাখলে পাশের একটি খাম্বায় গিয়ে বাড়ি লাগে। টয়োটা গাড়িতে তখন দুইজন যাত্রী ছিলেন। এর একজন ৬৪ বছর বয়সের জন ইন্ডারডিওকে জামাইকা হাসপাতালে নেয়ার পর মৃত ঘোষণা করা হয়। অপর যাত্রী চার্লস হ্যারিসকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়ার পর তিনিও

মৃত্যুবরণ করেন। তামির খানের বিরুদ্ধে অপরাধ আইনে মামলা হয়েছে। মাতাল হয়ে গাড়ি চালানো সহ তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.
CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)
Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination
929-386-6426
929-386-4705
37-18 73rd Street, Suite #2C (Floor 2nd)
Jackson Heights, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনসুলেট অফিসের উপর তলায়)
www.ultracreditsolutions.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের
জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.

BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে
২৫% ডাউন
পেমেন্ট দিলে
নো ব্যাকগ্রাউন্ড
চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার
পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাঁটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটিকা ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

ডাইভার্সিটি প্লাজায় মেলিন্ডা কার্টজের সমর্থনে বাংলাদেশীরা। ছবি: সংগৃহীত

মেলিন্ডা কার্টজের প্রতি বাংলাদেশীদের সমর্থন

উত্তর আমেরিকা অফিস

কুইন্স ডিসট্রিক্ট অ্যাটর্নি পদে মেলিন্ডা কার্টজকে পুনঃ নির্বাচিত করার জন্য বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে সমর্থন জানানো হয়েছে। ডেমোক্রেট দলের ডিস্ট্রিক্ট লীডার এটর্নী মঈন চৌধুরীর নেতৃত্বে বাংলাদেশী জনসমাজ ডাইভার্সিটি প্লাজায় সভা করে এ সমর্থন ঘোষণা করেছে। সভায় মেলিন্ডা কার্টজ তাঁকে সমর্থনের জন্য বাংলাদেশীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছেন একজন বন্ধু হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করে যাবেন। ৫ জুন সোমবার জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত সমর্থন সভায় ডিএ

ম্যালিন্ডা কার্টজ বলেন, অপরাধ করে পার পাওয়ার কোন অবকাশ নেই। কুইনস এলাকাকে অপরাধমুক্ত করার জন্য তাঁর প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। অপরাধীদের ক্রমাগত বিচারের সম্মুখীন করা হবে। তিনি বলেন, আমেরিকায় কোন বিদ্বেষের স্থান নেই। বহু বিশ্বাসের লোকজন এখানে মিশে আছেন নিজেদের বৈশিষ্ট নিয়ে। হেইট ক্রাইম নিয়ে তিনি তাঁর শক্ত অবস্থানের কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশীদের সমর্থন সভায়।

মেলিন্ডা কার্টজ সবাইকে ২৭ জুন ভোটে প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন। ভোট প্রদান জরুরী এবং যাকে ইচ্ছে তাঁকে ভোট দেয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন, প্রতিটি ভোট জরুরী মনে করে সবাই যেন আগাম ভোটে বা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদান করেন।

ডিসট্রিক্ট লিডার মঈন চৌধুরী তাঁর আহ্বানে বাংলাদেশি জনসমাজের গুরুত্বপূর্ণ লোকজন ব্যাপকভাবে উপস্থিত হয়ে মেলিন্ডা কার্টজকে সমর্থন জানানোর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি উপস্থিত বিশিষ্টজনদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং সভা পরিচালনা করেন।সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুকিত চৌধুরী, লাভলু আনসার, নুসরাত আলম, দিলীপ নাথ, ডিসট্রিক্ট লিডার জন পার্ক, মোহাম্মদ আলী, আবু তাহের, জিল্লুর রহমান, এডভোকেট নাসির উদ্দিন প্রমুখ।

জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারে শেখর কৃষ্ণানের জনসংযোগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

২ জুন শুক্রবার নিউইয়র্ক সিটির ২৫ ডিস্ট্রিক্ট এর কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান তার পূণ:নির্বাচনী জনসংযোগের অংশ হিসেবে জ্যাকসন হাইটস্ ইসলামীক সেন্টার পরিদর্শন করেছেন। জুম্মার নামাজের খুতবা'র আগে মসজিদে উপস্থিত হলে তাকে স্বাগত জানান বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার ডেমোক্র্যাট রাজনীতিক আবু জাফর মাহমুদ। শেখর কৃষ্ণান জ্যাকসন হাইটস এর ইসলামীক সেন্টারের ইমাম মাওলানা আব্দুস সাদিকসহ উপস্থিত মুসল্লিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মত বিনিময় করেন। তিনি বলেন, জ্যাকসন হাইটস, উডসাইট ও এল্মহার্স্টের মুসলিম বাঙালি এই কমিউনিটির সকল ভালোমন্দের জন্য আমি ও আমার অফিস সদা প্রস্তুত, বাংলাদেশিদের সেবার জন্যই আমার অফিসের সহকারি হিসেবে বাঙালি কর্মকর্তা রয়েছেন। তিনি সবসময় আপনাদের পাশে রয়েছে।

ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস ও জয় বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট আবু জাফর মাহমুদ বলেন, শেখর কৃষ্ণান তার নির্বাচনী এলাকার বাংলাদেশিদের প্রতিটি দাবি ও প্রত্যাশাকে সবচেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে মূল্যায়ণ করে আসছেন। জ্যাকসন হাইটস্ এর বাংলাদেশ স্ট্রিট তারই কর্মতৎপরতার ফসল। এবার রমজানে তিনি ইন্টারফেইথ ইফতার আয়োজন করে সকল ধর্মীয় কমিউনিটির সম্মাণিত ব্যক্তিদেরকে বিশেষ সম্মাননা দিয়েছেন। এটি অনেক বড় দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণান বলেন, এটি আমার জন্যেও গর্বের যে আমি বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য সিটি কাউন্সিলে আমার কণ্ঠস্বর উচ্চকিত করতে পেরেছি। ৭৩ স্ট্রিটকে বাংলাদেশ স্ট্রিট হিসেবে পুণ:নামকরণ করতে পেরে আমি নিজেও ধন্য হয়েছি। এখন এটি আমাদের গোটা কমিউনিটির জন্য একটি মাইলফলক হয়েছে। আমি এ পর্যন্ত বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য যা কিছু করতে পেরেছি, তার পেছনে এই কমিউনিটির নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেক বড় অবদান রয়েছে। এখানকার বাংলাদেশি ব্যবসায়ী, ট্যাক্সিচালকসহ সকল পেশাজীবীদের নিজস্ব প্রয়োজনগুলো মেটানোর জন্য আমাদের প্রচেষ্টার কোনো কমতি নেই। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় তাদের বিষয়গুলো বুঝে যাতে সেবা প্রদান করা যায়, সে ব্যাপারটি আমরা নিশ্চিত করেছি.

শেখর বলেন, আমি পূণ:নির্বাচনী প্রার্থী হিসেবে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। ২৭ জুন পূণ:নির্বাচন। আমি প্রত্যাশা করি আপনাদের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা আমার জন্য থাকবে।

বাংলাদেশি কমিউনিটির পক্ষে আবু জাফর মাহমুদ বলেন, কিছু কিছু স্কুলে হালাল খাবার দেয়া হলেও সব স্কুলে এই ব্যবস্থাটি এখনও চালু হয়নি। সেসব স্কুলে আমাদের আমাদের সন্তানদের না খেয়ে কাটাতে হয়। এ বিষয়ে তিনি শেখর কৃষ্ণানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে শেখর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বান দেন। তিনি বলেন, সিটি কাউন্সিলে এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার জন্য আমার মুখ্য ভুমিকা থাকবে। একই সঙ্গে আবু জাফর মাহমুদ বিভিন্ন ধর্মীয় দিবস ছুটি ঘোষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

মাওলানা আব্দুস সাদিক, জ্যাকসন হাইটস ইসলামীক সেন্টার থেকে প্রকাশ্যে মাইকে আজান দেয়া ও প্রতি শুক্রবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুম্মার আগেই ছুটি ঘোষণা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

চলে গেলেন মোহাম্মদ জহির মিয়া

পার্থ সারথী দেব

জহির মিয়া

১ জুন ভোর ২টা ৪৫ মিনিটে (নিউ ইয়র্ক টাইম) লং আই ল্যান্ডের একটি হাসপাতালে মোহাম্মদ জহির মিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর গ্রামের বাড়ী মৌলভীবাজারে। ৫০ বৎসরের অধিককাল থেকে তিনি নিউইয়র্কে বসবাস করছেন। ৭০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি আমেরিকাতে আসেন এবং এখানেই লেখাপড়া শেষ করে প্রথম যে ২/৩ জন বাংলাদেশী নিউইয়র্ক পুলিশের চাকরিতে যোগদান করেন তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কয়েক দিন আগে লং আই ল্যান্ডের নিজের বাড়ীর একটি কাজ করতে গিয়ে নিচে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান। এরপর প্রায় গত দুই সপ্তাহ যাবত লং আইল্যান্ডের স্টনি ব্রুক ইউনিভার্সিটি হসপিটালের লাইফ সাপোর্ট ইউনিটে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে ১ জুন ভোর ২টা ৪৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সামান্য একটি দুর্ঘটনা থেকে এমন একটি বিয়োগান্তক ঘটনা কেউই মেনে নিতে পারছেন না। তাঁর দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে শতাধিক লোক জড় হয়েছিলেন লং আইল্যান্ডের স্টনি ব্রুক ইউনিভার্সিটি হসপিটালে। মৌলভীবাজারের কৃতিসন্তান, মোহাম্মদ জহির মিয়া একজন স্বজন, বন্ধু বৎসল, সমাজসেবক, দানশীল এবং প্রগতিশীল ব্যক্তি হিসেবে সর্বত্রই সুপরিচিত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে ও নিউইয়র্কে বিভিন্ন মসজিদ, স্কুল, এতিমখানা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিলেন। তার এই অকাল প্রয়াণে কমুউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

একতারা'র সফল মঞ্চায়ন 'হাছন জানের রাজা'

সুবীর কাস্মির পেরেরা

পিন পতন নীরবতা ও হল ভর্তি দর্শকের উপস্থিতিতে মঞ্চায়িত হল সাংস্কৃতিক সংগঠন একতারা'র গীতল নাটক 'হাছন জানের রাজা।' প্রখ্যাত নাট্যকার ও নির্দেশক শাকুর মজিদ রচিত মরমী সাধক কবি হাছন রাজার জীবন ভিত্তিক নাটকের পরিচালনায় ছিলেন শেখ মাওলা মিলন।

ভার্জিনিয়ার মেডিসন হাই স্কুল অডিটোরিয়ামে গত ৩ জুন গীতল নাটকের সফল মঞ্চায়ন করেন একতারার শিল্পী কলাকুশলীরা। সংলাপ-গান ও নাচের সমন্বয়ে দুই ঘন্টা ব্যাপী সম্পূর্ণ হল ছিল পিন পতন নীরবতা।

দর্শক সারিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান, জাতি সংঘে নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত আব্দুল মোহিত, একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনেত্রী, কোরিওগ্রাফার ও বরেণ্য নৃত্যশিল্পী লায়লা হাসান, ভয়েস অব আমেরিকার সাবেক বাংলা বিভাগের প্রধান রোকেয়া হায়দা, বাচিক শিল্পী কবি আনিস আহমেদ ও বাচিক শিল্পী সরকার কবির উদ্দিন প্রমুখ।

নাটকের শুরুতে একতারার সহযোগীদের বিশেষ সম্মানে ভূষিত করে সম্মাননা প্রদান করেন মোহাম্মদ ইমরান ও আব্দুল মুহিত। পদক গ্রহণ করেন পিপলস যেন টেক এর চ্যান্সেলর জবাব আবু বক্কর হানিফ, লোন অফিসার আব্দুল মতিন, সংগঠক আক্তার হোসেন, ফাইজুল, পারভীন ও কবির পাটোয়ারী ও লাভ শেয়ার বিডি।

দীর্ঘ সাত মাস কঠোর অনুশীলন শেষে নাটকটি মঞ্চায়নে সফলতার ছাপ ফুটে উঠে শিল্পী-কলাকুশলীদের চোখে-মুখে। নাটকে হাছন রাজার চরিত্রে অভিনয় করেন শেখ মাওলা মিলন। বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেন প্রজ্ঞা আহমেদ, মুক্তা মেবেল রোজারিও, রোকেয়া হাসি,সম্পদ পেরেরা, তিলক কর,স্বপন, হাসনাত সানি প্রমুখ।

নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন নৃত্য শিল্পী-কোরিওগ্রাফার ও সৃষ্টি নৃত্যাঙ্গনের প্রধান নৃত্যশিল্পী রোজ মেরী মিতু রিবেরু। নৃত্যে অংশ নেয় সুকন্যা, মেঘা,এমিলি, মেহেগ, ইশাল ও পিটার। সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রে কালাচাঁদ সরকার, মোঃ নাসির,আশীষ বড়ুয়া, সুকুমার পিউরিফিকেশন,আতিয়া মেজামিন নিতু প্রমুখ।

ইডেন কলেজ এলামনাইয়ের বৈশাখ ও ঈদ পূনর্মিলনী উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

৭ মে নিউইয়র্কে ইডেন কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের বৈশাখ ও ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়।

সাধারণ সম্পাদক নিশাত খান আজাদের কুইনস ভিলেজের বাসভবনে দুপুর ১২ টা থেকে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রাক্তন শিক্ষক ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখ করার মত। সভাপতি প্রফেসর লাইলী মোশারফ স্বাগত বক্তব্য এর মাধ্যমে শুরু হয় মুল অনুষ্ঠান। নানান রকম এপিটাইজার ও পিঠা পুলি দিয়ে টেবিল ছিল পরিপূর্ন, এরই ফাঁকে ফাঁকে চলে গল্প আড্ডা স্মৃতিচারন। দুপুরের খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল বিভিন্ন পদের ভর্তা, খাবার ও মিষ্টি দিয়ে। অনুষ্ঠানের সকল খাবার শিক্ষক ও ছাত্রীদের তৈরী করা।

দ্বিতীয় পর্বে ছিল সঙ্গীতা অনুষ্ঠান। নিউইয়র্কের অত্যন্ত পরিচিত মুখ তাহমিনা সহিদ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। গানের ফাঁকেও চলে কৌতুক, গল্প, লটারির মাধ্যমে চিরকুট তুলে মজা করা। সাংস্কৃতিক পর্বটি উপস্থাপনা করেন লুবনা কাইজার ও রেশমা চৌধুরী। অনুষ্ঠানের সকল ছাত্রী ও শিক্ষক একই রকম শাড়ী পরে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদের পিতৃবিয়োগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

রশীদ আহমেদ

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ, বিশিষ্ট আলেম ও ইয়র্ক বাংলা সম্পাদক রশীদ আহমদের পিতা মাওলানা শায়খ আব্দুল মতিন (৮৫) ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না-লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মাওলানা শায়খ আব্দুল মতিন নন্দিরগ্রামী ১ জুন বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে গ্রামের নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চার ছেলে, দুই মেয়ে, নাতি-নাতনি ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর বড় ছেলে মাওলানা রশীদ আহমদ। ২জুন শুক্রবার বিকেল ৩টায় নন্দিরগাঁও মাঠে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন।

মাওলানা শায়খ আব্দুল মতিনের জন্ম ১৯৩৮ সালের ২ মে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দিরগাঁও ইউনিয়নের মানাউরা গ্রামে। তাঁর ইন্তেকালের খবরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ঐক্য
প্রতিটি জাতির ঐতিহ্য আছে
সকল বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল
একসাথে আমরা আরো শক্তিশালী
VOTE FOR
Rubaiya
★★ CITY COUNCIL DISTRICT 23 ★★
VOTE ON JUNE 27
PAID FOR BY RUBAIYA FOR NYC

"Skyrocket Your Business: Dominate Google's First Page and Ignite Your Online Success!"
(347) 445-7766
SEARCH
KEYWORDS
OPTIMIZATION
SEO
BACKLINKS
TRAFFIC
• Google 1st PAGE Ranking
• Free Website Traffic
• Boost Sales and Revenue
Traffic = Money
FREE CONSULTATION

NOLIMITS NYC
HOME CARE
আমাদের সেবা সমূহ
* আমরা এজেন্সী পরিবর্তন এবং নতুন CDPAP
* HHA/ PCA প্রাইহকসেবা দিয়ে থাকি
* আমরা সর্বোচ্চ রেইট দিয়ে থাকি
আমরা কেয়ার গিভারদের সর্বোচ্চ সুবিধা দিয়ে থাকি
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগটি বেছে নিন।
অফিসের সময়সূচী
সোম থেকে শুক্রবার
সকাল ১০টা - বিকেল ৬টা পর্যন্ত
ফ্রী পরামর্শের জন্য সাক্ষাত নিতে এখনই ফোন করুন
Call: 929-655-9195
74-09 37th Avenue, Suite 203 B
Jackson Heights, Ny 11372
Phone: 718-616-8690
Fax: 917-830-6387
Email: Nolimitsnyccorp@gmail.Com
web: www.nolimitsnyc.com

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
AUTHENTIC TASTE
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

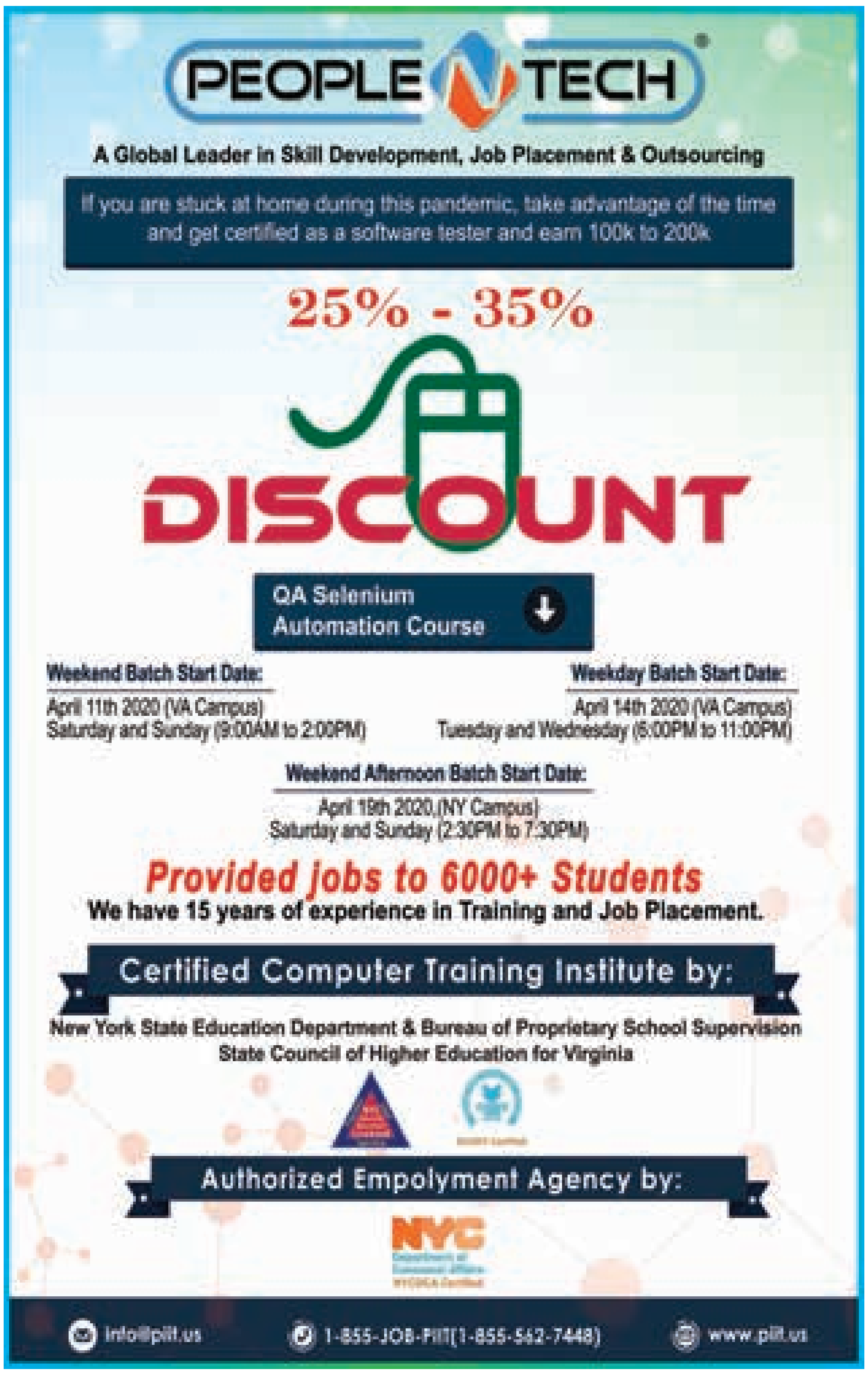
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্টসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

BMANA নতুন কমিটির অভিষেক

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার (BMANA) নতুন কমিটির অভিষেক হয়েছে। শুক্রবার (০৩ জুন) নিউইয়র্কের লা গার্ডিয়া-ম্যারিয়ট হোটেলে এই অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিদায়ী কমিটি নতুন কমিটিকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। নতুন কমিটির প্রেসিডেন্ট হলেন মোহাম্মদ আলম, ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এ রহমান, জেনারেল সেক্রেটারি মোহাম্মদ এম রহমান, জয়েন্ট সেক্রেটারি সায়্যেদ আল আমিন, ট্রেজারার নিহার সরকার, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি মো. মাসুদ বিল্লাহ, কালচারাল অ্যান্ড সাইন্টিফিক সেক্রেটারি মো. আলা উদ্দিন, স্পোর্টস সেক্রেটারি মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান, অফিস, প্রেস ও পাব সেক্রেটারি শাহনাজ আলম, ইয়ং ফিজিশিয়ান সেক্রেটারি মোনসুন রশীদ এবং পাঁচ মেম্বার এট লার্জ মাহবুব মোহাম্মদ ভূইয়া, মাহিদুল চৌধুরী, মুনতাসিন রিজওয়ান, মো. মতিউল হক ও মোহাম্মদ এইচ কবির। এদিকে অভিষেক অনুষ্ঠানে রাতের খাবার শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন শিল্পী গান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে টাইটেল টাইটেল স্পন্সর ছিল এসেনসিয়াল হোমকেয়ার। এসেনসিয়াল হোমকেয়ারের সিইও মোহাম্মদ হোসেন ইশতিয়াক ও বাহারুল ইসলাম রমিজ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন। অনুষ্ঠানে ডা, এম রহমান এমডি, ডা. ইউসুফ আল মামুন, জিয়া উদ্দিনসহ কমিউনিটির বিভিন্ন ডাক্তারদের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে দেখা গেছে।

PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (June 09 - June 15, 2023) | Promo Code : PSP23
$5 off $99 Purchase
$10 off $200 Purchase
$20 off $300 Purchase
DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY
(multiple sales cannot be combined)
SALE $21.99/EA 20 LB ROYAL BASMATI RICE
SALE $18.99/EA 20 LB NOYA PARBOILED BASMATI RICE
SALE $12.99/EA 20 LB ABDULLAH LONG GRAIN RICE
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $14.99/EA 1 GALLON OLIO VILLA POMACE OIL
SALE $4.99/LB BONELESS BEEF
SALE 89¢/LB NO CUT NO CLEAN CHICKEN QUATER LEG
SALE $5.99/LB REGULAR WHOLE GOAT
SALE $7.99/LB 10/12 PER LB CROWN FARMS OR A & Z BRAND HILSHA
SALE $9.99/LB 12/15 PER LB CROWN FARMS OR A & Z BRAND HILSHA
SALE 4/$5.00 1 DOZEN MEDIUM BROWN EGG
SALE $5.99/EA 30 OZ HELLMANN'S MAYONNAISE
SALE 2/$10.99 32 OZ HEINZ TOMATO KETCHUP
SALE $7.99/EA 2.2 LB WAGH BAKRI TEA
SALE 4/$5.00 1 LB VITELLI PASTA (ASSORTED
SALE $1.79/LB 3 KG C.K OR A&Z BRAND ROHU
SALE $2.49/LB 5 KG C.K OR A&Z BRAND ROHU
SALE $2.49/LB SIZE 7/10 KATLA
SALE $2.49/LB 2 KG KARFU
SALE $3.49/LB PANGASH WHOLE
SALE 2/$5.99 8 OZ BREAKSTONE'S BUTTER
SALE $6.99/LB ALMOND WHOLE
SALE $5.99/LB PREMIUM BRAND CASHEW WHOLE
SALE $3.49/LB PREMIUM BRAND GOLDEN RAISIN
SALE $10.99/LB PREMIUM BRAND CLOVES
SALE $3.49/LB GOLDEN POMPANO FROZEN
SALE 2/$10.99 250/350 1LB BAG BLUE SEA COOKED SHRIMP
SALE 5/$5.00 200 GM SHAHAJALAL TRAY KESKI
SALE 2/$8.99 500 GM CROWN FARMS LOTIA MIX
SALE 2/$8.99 500 GM CROWN FARMS CLEAN KOI
SALE 2/$4.00 CROWN DAL PURI & ALOO PURI
SALE 2/$4.00 300 G CROWN KOCHUR LOTI
SALE $17.99/EA 3 LB AL SAFA CHICKEN NUGGETS / PATTIES
SALE 3/$5.00 350 ml GOYA COCONUT WATER
SALE 2/$5.99 2 LITER PREEMA'S MANGO JUICE DRINK
SALE 99¢/LB GREEN PAPAYA
SALE $1.29/LB SNAKE GOURD
SALE 6/$2.00 SMALL NAVEL ORANGE
SALE 2/$5.00 250 GM CROWN FARMS DESHI PUTI
SALE 2/$4.00 250 GM CROWN FARMS MIXED FISH
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432 347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208........ 347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462........ 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE" STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

রমজান মোবারক
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
আপনি ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ ৬৬,০০০ ডলার আয় করতে পারেন
আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901
Email: info@barihomecare.com
www.barihomecare.com
বারী সুপার মার্কেট
Ramadan Sale
FLAT 10% OFF
$ 100 শপিংয়ে
২৩ মার্চ-২৩ এপ্রিল, ২০২৩
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণ করি
HALAL FOOD
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Ramadan Kareem
Party hall is available for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI & BARI
BARI CHARITY FOUNDATION
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে ডা. মোহাম্মদ সাদুজ্জামান চৌধুরীকে সম্মাননা প্রদান। ছবি: সংগৃহীত

ডা. মোহাম্মদ সাদুজ্জামান গোল্ড-হেডেড ক্যান অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশের কৃতি সন্তান, খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ মোহাম্মদ সাদুজ্জামান চৌধুরী তাঁর কর্মজীবনের স্বীকৃতি হিসেবে আরেকটি সম্মাননা পেয়েছেন। সম্মানজনক 'গোল্ড-হেডেড ক্যান অ্যাওয়ার্ড' পদকে ভূষিত হয়েছেন তিনি। গত সপ্তাহান্তে আমেরিকান ইউরোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (AUA) নিউইয়র্কে এক আনুষ্টানের মাধ্যমে তাঁকে এ পদক হস্তান্তর করেছে।

ডাঃ মোহাম্মদ সাদুজ্জামান চৌধুরী, এমডি নিউইয়র্ক মেডিকেল কলেজের ইউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বাংলাদেশে ইউরোলজিস্টদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নিবেদিতভাবে কাজ করার স্বীকৃতি হিসেবে আমেরিকান ইউরোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (AUA) তাঁকে ২০২৩ সালের গোল্ড-হেডেড ক্যান অ্যাওয়ার্ডে প্রদান করে।

ডাঃ মোঃ সাদুজ্জামান চৌধুরী সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার আলিনগর গ্রামের বাসিন্দা। ১৯৭২ সালে সিলেট মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। মেধাবী হওয়ায় ছাত্রাবস্থায়ই আমেরিকার স্কলারশিপ লাভ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ডাঃ সফিকুন্নছা চৌধুরীও ১৯৭২ সালে সিলেট মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন। তাঁদের দুই কন্যা। দু'জনই বিবাহিত।

ডাঃ মোহাম্মদ সাদুজ্জামান চৌধুরী

সতেরো শতাব্দীতে লন্ডনের গোল্ড ক্যান ঐতিহ্য থেকে আমেরিকান ইউরোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ১৯৯১ সালে 'গোল্ড-হেডেড ক্যান অ্যাওয়ার্ড' সম্মাননাটি চালু করেছে। ইতিহাসের বিখ্যাত চিকিৎসকরা এ স্বর্ণ খচিত বেত বা ক্যান ব্যবহার করেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ জন রেডক্লিফ ১৬৮৯ সাল থেকে ১৭১৪ সাল পর্যন্ত গোল্ড ক্যান হাতে রাখতেন। মহান চিকিৎসক ডাঃ রেডক্লিফ তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে যাকে শ্রেষ্ট চিকিৎসক মনে করেছেন , তাঁর কাছে গোল্ড ক্যান হস্তান্তর

করেছেন। ডাঃ রেডক্লিফের মৃত্যুর একশ বছর পর পরম্পরা হিসেবে ৫ জন ব্রিটিশ চিকিৎসক এ ক্যান বহন করেছেন ক্রমান্বয়ে। ১৮২৫ সালে একজন চিকিৎসকের বিধবা স্ত্রী গোল্ডেন ক্যানটি রয়েল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস' এর কাছে হস্তান্তর করেন। তখন থেকে গোল্ডেন ক্যানটি চিকিৎসকদের জন্য প্রদর্শিত হয়ে আসছে। গোল্ড হেডেড ক্যানকে চিকিৎসা পেশার অনন্য সম্মাননা বলে মনে করা হয়। নিউইয়র্কে বসবাসরত ডাঃ মোঃ সাদুজ্জামান চৌধুরী বাংলাদেশি কমিউনিটির কাছেও ব্যাপকভাবে সম্মানিত। বাংলাদেশ এবং আমেরিকার অনেক হাই প্রোফাইল লোকজনের চিকিৎসা করে সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। ডাঃ চৌধুরী দীর্ঘ ৩৫ বছর নিউইয়র্ক মেডিকেল কলেজের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

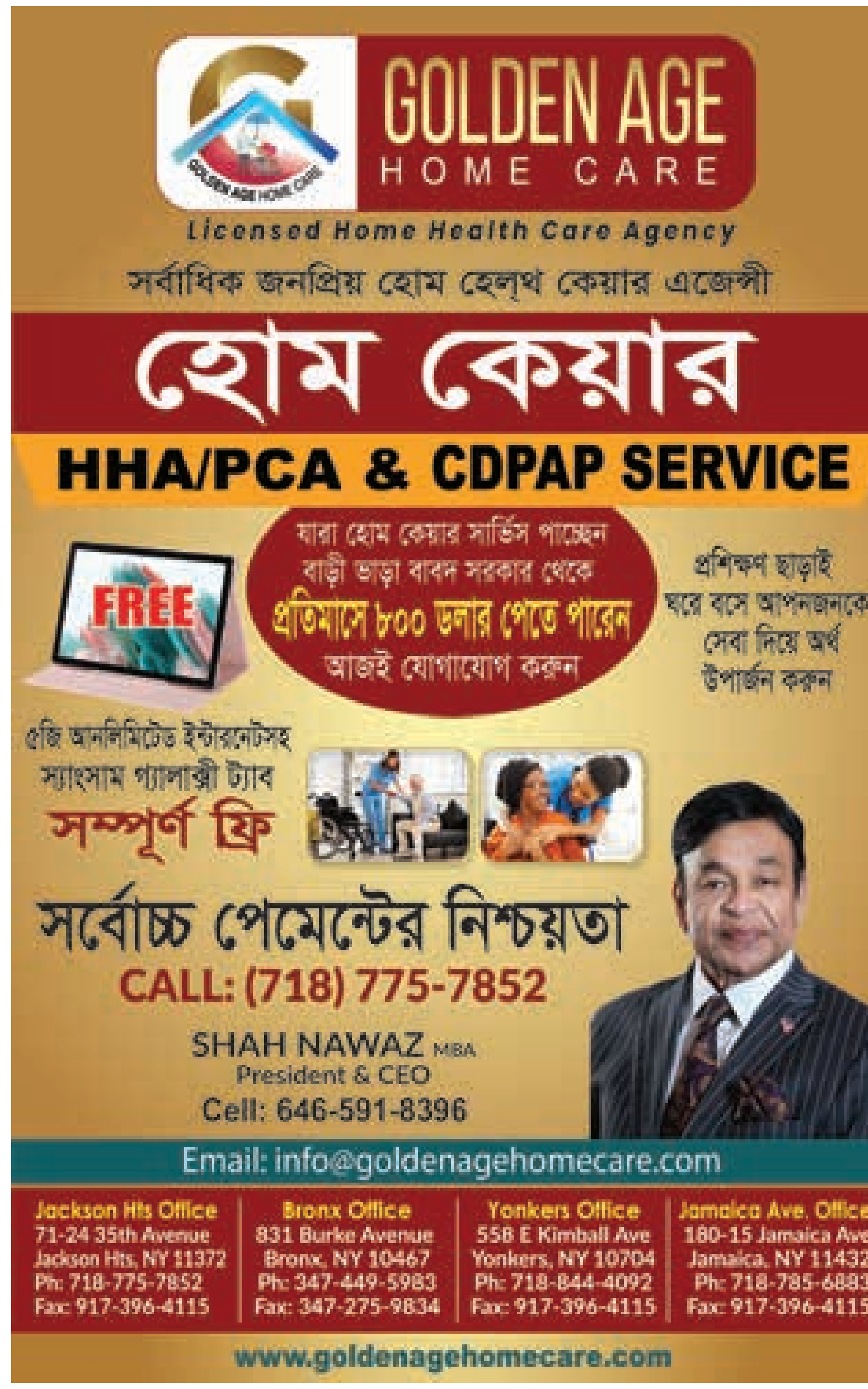

বাগ-এর আয়োজনে মিট দ্যা প্রেস

উত্তর আমেরিকা অফিস

৫ জুন সোমবার বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসি গ্রুপ (বাগ) ইত্যাদি রেস্টুরেন্টে 'Post Legislativo Day' শিরোনামে মিট দ্যা প্রেস আয়োজন করে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ বলেছেন, বাগ'র মতো এতও সুসংগঠিতভাবে কোন সংগঠন মূলধারায় সম্পৃক্ত হতে পারেনি, তাঁদের নেতৃত্ব উদাহরন তৈরি করেছে। এটা বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য মর্যাদার ও গৌরবের বলে অভিমত ব্যাক্ত করে বাগ-এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছেন বলে জানান। সংগঠনের চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদিন বলেন, পবিত্র ঈদগুলোতে স্টেট ভিত্তিক স্কুল কলেজ বন্ধ রাখার জন্য মূলধারায় কাজ করছেন। আশা প্রকাশ করেছেন এ লক্ষ্যে আলবোনীতে আইন পাস হবে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বড় উৎসবেও স্কুল বন্ধ রাখাকে সর্মথন করে বাগ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করছে বলে জানান জয়নাল আবেদিন। বাগ'র ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার কামাল ভূইঁয়া বলেন, ১৩ বছর ধরে স্টেট কংগ্রেসের সাথে কাজ করছে বাগ, কমিউনিটির কল্যানে লেজিসলেটিভ এজেন্ডা তৈরি ও তা বাস্তবায়নেও কাজ করছে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি একটিভিস্ট সেবুল মিয়া।

বিএএসজের নাগরিকত্ব পরীক্ষার প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সুব্রত চৌধুরী

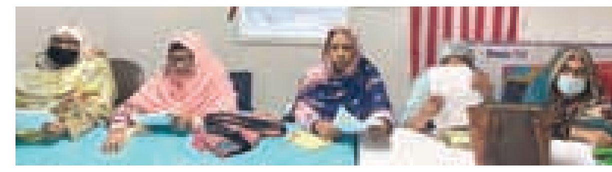

নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটিতে ৬ জুন মঙ্গলবার বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরীক্ষায় পাশ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহনের জন্য এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী অভিবাসীরা নাগরিকত্ব পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি, সাক্ষাতকার প্রদান সংক্রান্ত প্রস্তুতিসহ ইংরেজীতে কথা বলা ও লেখার দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ গ্রহনের সুযোগ পান। কর্মশালায় প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন তৌহিদুল ইসলাম, আফিয়া নাসরিন ও ভিক্টোরিয়া মার্টিনেজ। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিভিন্ন কমিউনিটির অভিবাসীরা অংশগ্রহন করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী ফিলিপিনো অভিবাসী এলিজা গামবোয়া বলেন, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহন করে তিনি বেশ উপকৃত হচ্ছেন।

আইনি জটিলতায় পড়েছেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি

উত্তর আমেরিকা অফিস

অ্যাঞ্জেলিনা জোলি

আইনি জটিলতায় পড়েছেন হলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। সম্পত্তি বিক্রির কারনে অ্যাঞ্জেলিনা জলির বিরুদ্ধে তাঁর প্রাক্তন স্বামী হলিউড অভিনেতা ব্র্যাড পিট আইনি পদক্ষেপ নিয়েছেন।যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে এই তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ব্র্যাডের অনুমতি না নিয়ে অ্যাঞ্জেলিনা জোলি তাদের যৌথ সম্পত্তি থেকে কিছু অংশ বিক্রি করে দিয়েছেন। ফ্রান্সে ১৩ লক্ষ ১৮২ কোটি টাকা মূল্যের একটি আঙুর খেতের সমান দু-ভাগ মালিকানা রয়েছে ব্র্যাড-অ্যাঞ্জেলিনার। সেখান থেকেই নিজের নামের অংশটুকু রাশিয়ার কোটিপতি ইউরি শেফলারকে দিয়েছেন এই অভিনেত্রী। ব্র্যাডের অভিযোগ, তাঁর অনুমতি না নিয়ে শাতো মিরাভাল নামের বাগানের অর্ধেক বিক্রি করে দিয়ে বেআইনি কাজ করেছেন তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। ইতিমধ্যে অভিনেতা আইনজীবীর মাধ্যমে লস অ্যাঞ্জেলেসের আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন।অভিযোগে বলে হয়, অ্যাঞ্জেলিনা গোপনে শেফলারের সংস্থার সঙ্গে চুক্তিতে গিয়ে ব্রাড ও তাঁর সংস্থার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন।অপরদিকে, অ্যাঞ্জেলিনার আইনজীবী জানান, ব্র্যাডের অভিযোগ সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন। কারণ দলিল অনুযায়ী, আঙুর খেতটির সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তিতে রয়েছেন সুরা প্রস্তুতকারী সংস্থা মার্ক পেরিন। ২০১৩ সাল থেকে ব্র্যাডের নিজস্ব সংস্থা মন্ডো বঙ্গোর সঙ্গেই ব্যবসা করছে তারা। এরপরেই শাতো মিরাভাল বড়সড় বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সেই সঙ্গে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে এর নাম।যদিও ব্র্যাডের আইনজীবীর এই বাগানের সাফল্যের জন্য অ্যাঞ্জেলিনার বিশেষ কোনো অবদানই নেই বলে দাবি করেছেন। তবে তাদের এই আইনি জটিলতায় শেষ অবধি কে জেতেন তা নিয়ে শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা।

মাতাল বাংলাদেশি চালক, নিহত সদ্য আসা অভিবাসী

উত্তর আমেরিকা অফিস

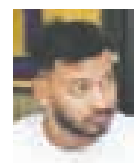

মাহবুব আলী

মাতাল হয়ে গাড়ি চালিয়ে মানুষ হত্যার অপরাধে বাংলাদেশি যুবক মাহবুব আলী (২৬) কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে মানুষ হত্যা সহ মাতাল হয়ে গাড়ি চালানো সংশ্লিষ্ট ধারায় অপরাধ আইনে অভিযোগ আনা হয়েছে। ৬ জুন মঙ্গলবার ম্যানহাটনের একটি আদালত তাঁকে তিন লাখ ডলারে জামিন মঞ্জুর করেছেন। মাহবুব আলী তদন্ত কর্মকর্তাকে জানিয়েছেন, তিনি দুর্ঘটনার দিন রোববার দুপুরের আগেই থেকেই মধ্যপান করছিলেন। ৪ জুন রোববার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে মাতাল মাহবুব আলী ম্যানহাটনের সড়কপথে দ্রুত বেগে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। থার্ড এভিন্যু আর ২১ স্ট্রিটের মোড়ে তাঁর গাড়ির ধাক্কায় আব্দেল হাকিম এসিওক (২২) নামের এক পথচারীর মৃত্যু ঘটেছে। মাহবুবের গাড়িতে বসা ২৫ বছর বয়সের একজন নারী যাত্রী সহ মোট চার জন আহত হয়েছেন। জানা গেছে, নিহত পথচারী আব্দেল হাকিম সদ্য মিশর থাকে আসা একজন অভিবাসী। পাশেই একটি আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাস করতেন এবং সাইকেলে করে খাবার ডেলিভারি দেয়ার কাজ সবে শুরু করেছিলেন।

ASHOK DHANUKA & HIMANSHU DHANUKA
PRESENT
AN ESKAY MOVIES FILM
ESKAY MOVIES
WHEN 4 PEOPLE
HAVE 4 DESIRES
আরো এক পৃথিবী
USA Distribution
BiosKope Films
WRITTEN & DIRECTED BY
ATANU GHOSH
মহাসমারোহে শুভমুক্তি
জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমাস
কুইন্স, নিউ ইয়র্ক
শুক্রবার ৯ জুন : রাত ৮.০০ টা
শনিবার ১০ জুন : দুপুর ৩.২০ মিনিট
এবং সন্ধ্যা ৬.০০ টা
রবিবার ১১ জুন : দুপুর ৩.২০ মিনিট
এবং সন্ধ্যা ৬.০০ টা

কাউকে আলোচনার জন্য আহ্বান করা হয়নি: আমু

ঢাকা অফিস

নির্বাচনকে সামনে রেখে কোনো দলের আলোচনার জন্য আহ্বান করার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ও ১৪ দলীয় জোটের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু বলেছেন, 'এটা আওয়ামী লীগের বাড়ির দাওয়াত না যে, দাওয়াত করে এনে খাওয়াব। আলোচনার জন্য কাউকে বলা হয়নি, কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি।'

বুধবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।

এর আগে গত মঙ্গলবার ১৪ দল আয়োজিত জনসভায় তিনি বলেছিলেন, 'জাতিসংঘের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি আসুক। বগল বাজাবার কোনো সুযোগ নেই, বাহবা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার ফন্দিফিকির গত দিনেও (অতীতে) আপনারা করেছেন। আজকেও করার অপচেষ্টা করছেন। বিগত সময় যেমন জাতিসংঘ তারানকো সাহেবকে পাঠিয়েছিল, আমাদের দুই দলকে একসঙ্গে নিয়ে মিটিং করে বুঝেছিলেন। আজকেও প্রয়োজনে এই ধরনের গড়াগড়ি না করে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল আসুক।'

আটলান্টিক সিটিতে প্রাইমারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যে ৬ জুন মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত প্রাইমারি নির্বাচনে আটলান্টিক সিটির কাউন্সিলর পদে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী হিসাবে প্রথম ওয়ার্ড থেকে অ্যারন রেনডলফ, দ্বিতীয় ওয়ার্ড থেকে ভিয়ানা বেইলি, তৃতীয় ওয়ার্ড থেকে কলিম শাহবাজ, চতুর্থ ওয়ার্ড থেকে জর্জ ক্রোচ , পঞ্চম ওয়ার্ড থেকে এম আনজুম জিয়া ও ষষ্ঠ ওয়ার্ড থেকে জিওফ ডরসি প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। ওইদিন সকাল ছয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ভোট গ্রহন চলে। অনুকূল আবহাওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশি সহ এশিয়ান অভিবাসীদের নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহন ও কর্ম তৎপরতা ছিল বেশ লক্ষ্যণীয় ।

পঙ্কজের সাকুলেন্ট

শেষ পৃষ্ঠার পর

আর ছোট ভাইয়ের সঙ্গে বসবাস। পঙ্কজ রাজশাহী কলেজ থেকে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন।

সাকুলেন্ট এক বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ, যা পানি সংগ্রহ করে জমা রাখে শরীরে। এ জন্য তাদের পাতা বেশ পুরু ও রসাল হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা সাকুলেন্ট প্রজাতির উদ্ভিদের জন্য বিখ্যাত। হালে আমাদের দেশে বাসাবাড়ির সজ্জার জন্য কিংবা বাগানের জন্য এর জনপ্রিয়তা বেড়েছে। ফলে পঙ্কজের সাকুলেন্ট বাগানের এখন পৌষ মাস। শখ পূরণের পাশাপাশি এ বাগান থেকে প্রতি মাসে তিনি আয় করছেন ৫০ হাজার টাকা। অন্যদিকে পুরো বাগানের গাছের দাম ২০ লাখ টাকা ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগে। সর্বনিম্ন ২০০ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা দামের গাছ আছে তাঁর বাগানে। আর সাকুলেন্টের দাম ২৫০ থেকে ১ হাজার ৫০ টাকা।

পঙ্কজের দাবি, এককভাবে বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সাকুলেন্ট বাগান তাঁর। এটি যে শুধু দাবি নয়, তার পক্ষে অসংখ্য প্রমাণও মেলে। বিভূতি সরকার কিংবা ইয়াকুব হোসেনের মতো সাকুলেন্ট সংগ্রাহক এবং শাহাদাত ফেরদৌস ও ফেরদৌসী আলমের মতো বিখ্যাত গাছ বিক্রেতারাও পঙ্কজের বাগানকে 'সবচেয়ে বড়' বলে উল্লেখ করেছেন। তবে পঙ্কজ তাঁর বাগানে শুধু সাকুলেন্ট রাখেননি, সেখানে আছে প্রায় দেড় শ প্রজাতির ১০ হাজার ক্যাকটাস।

শুধু গাছ বিক্রিই নয়; এর যত্নআত্তি, সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শও দেন তিনি। সে জন্য সাকুলেন্ট প্যারাডাইস নামে একটি ফেসবুকে পেজও আছে তাঁর। আবার সাকুলেন্ট লাভারস অব বাংলাদেশ নামে একটি গ্রুপ আছে। নতুনেরা যেন কোনো সমস্যায় না পড়েন, সে জন্য নিজের নামে একটি ইউটিউব চ্যানেলও আছে তাঁর। বলা যায়, পঙ্কজের পুরো ব্যবসাই অনলাইনভিত্তিক। তিনি ভারত, চীন ও থাইল্যান্ড থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে সাকুলেন্ট সংগ্রহের পর দেশে বংশ বৃদ্ধি করে তুলনামূলক কম দামে বিক্রি করেন। ফলে কমছে আমদানিনির্ভরতা।

বাগান নিয়ে নিজের আনন্দ-বেদনার গল্প জানতে চাইলে পঙ্কজ জানান, বাগানে কাজ করে মানসিক প্রশান্তি লাভ করেন। শুরুর দিকে অনেকে বলেছেন, এগুলো করে কী হবে, চাকরি করো। পরিবারের সহযোগিতার হাতও প্রথম দিকে তেমন শক্ত ছিল না। তবে এখন পরিবারের সবাই তাঁকে সহযোগিতা করেন। বাবা ও ছোট ভাই বাগানের কাজে সহায়তা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের চমৎকার সম্পর্ক বিরাজ করছে: রাষ্ট্রদূত ইমরান

উত্তর আমেরিকা অফিস

মোহাম্মদ ইমরান

রাষ্ট্রদুত মোহাম্মদ ইমরান বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের মধ্যে কোন সমস্যা নয়, চমৎকার অবস্থা বিরাজ করছে। সাময়িক কোন সমস্যার কারণে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ার কোন কারণ নেই। ফলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সম্ভাবনাময় অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হচ্ছেন। নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল-এ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ক এক সেমিনারে রাষ্ট্রদূত ইমরান এসব কথা বলেছেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের বাংলাদেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর বিভিন্ন সমস্যা ও বিনিয়োগের পরামর্শের জন্য নিউইয়র্ক কনস্যুলেট অফিসে একটি ডেস্ক চালু করার বিষয়ও বিবেচনা করা হবে। ৭ জুন বুধবার নিউইয়র্ক কনস্যুলেট কার্যালয়ে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়কসেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকোনমিক মিনিস্টার মোঃ মেহেদী হাসান, জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের ইকোনমিক মিনিস্টার জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসানসহ সরকারি/বেসরকারি এক্সচেঞ্জ হা্উসের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিদেশী ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, রাজনৈতিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, সংস্কৃতি ও মিডিয়া অঙ্গনের নেতৃবৃন্দ উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত বাণিজ্য-বিনিয়োগসহ বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা ও গভীরতা উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণে সকলকে নিয়ে কাজ করাার আশাবাদ পূনঃব্যক্ত করেন।

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবিস্মরণীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরে তিনি বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ব্যাপারে সকলকে উৎসাহিত করেন। তিনি বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সহজ লভ্য ও দক্ষ শ্রমশক্তি, কৌশলগত অবস্থান, ক্রমবর্ধমান আভ্যন্তরীন বাজার, সরকারঘোষিত সুযোগ-সুবিধা ও প্রণোদনার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশকে শিল্পকারখানা স্থাপন ও বিদেশী বিনিয়োগের আদর্শ স্থান

হিসেবে মন্তব্য করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার ব্যবসায়ীসহ প্রবাসীদের বাংলাদেশে আরো বেশী মাত্রায় বিনিয়োগের আহবান জানান। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রেমিট্যান্সের গুরুত্ব বর্ণনা করে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি করার ব্যাপারে একচেঞ্জ হাউসগুলোকে পদক্ষেপ গ্রহনের আহবান জানান। তিনি সরকার প্রণীত পদক্ষেপসমূহ ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনা সৃষ্টিতে এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর সহযোগিতা কামনা করেন। বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় সব দেশের ন্যায় বাংলাদেশও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে তা তুলে ধরেন।

অহিংস অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি অস্ত্র বহন করতে পারবে!

রোকেয়া দীপা

অহিংস অপরাধে দণ্ডিত হলেও আমেরিকার কোন নাগরিকের বন্দুক বহন করার সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করা যাবে না। এমনই এক রায় দিয়েছে একটি ফেডারেল আদালত।

ফিলাডেলফিয়া ভিত্তক ৩য় ইউএস সুপ্রিম কোর্ট ১১- ৪ সংখ্যাগরিষ্টতায় দেয়া রায়ে বলেছে দণ্ডিত হলেই কাউকে বন্দুক বহন থেকে বিরত রাখা যাবে না। ৬ জুন মঙ্গলবার ফেডারেল আদালতের এ রায় বন্দুক নিয়ন্ত্রণ আইন কড়াকড়ি করার জন্য আন্দোলনরত পক্ষের লোকজনকে হতাশ করেছে।

পেনসিলভেনিয়ার এক লোক ব্রায়ান রেইঞ্জ ২০20 সালে একটি মামলা দায়ের করেন। একটি জালিয়াতি মামলায় দণ্ডিত ব্রায়ানকে ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করার পর আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় করার অনুমতি দেয়া হয়নি। সাংবিধানিক অধিকার খর্ব হয়েছে বলে ব্রায়ান আদালতে প্রতিকার প্রার্থনা করেন।

আমেরিকায় আগ্নেয়াস্ত্র বহন এবং এর অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন রাজ্য আইন করে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। আদালতে অপরাধ আইনে দণ্ড পাওয়া লোকজনের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয়ের অনুমতি কঠিন হয়ে উঠেছে বিভিন্ন রাজ্যে। ফিলাডেলফিয়ার ফেডারেল আদালতের এ রায়ের পর দণ্ডিত হলেই আর আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় থেকে কাউকে বিরত রাখা যাবে না। সহিংস অপরাধে দণ্ডিত হতে হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাসের দু'টি গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান

উত্তর আমেরিকা অফিস

কবিতায়, গানে, আলোচনায় এবং শ্রদ্ধা ভালোবাসায় বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাসের দু'টি গন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয়ে গেলো নিউইয়র্কে। ৪ জুন রোববার জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে অনুষ্টিত প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন নিউইয়র্কের বিশিষ্টজন। আলোচকরা বলেছেন, গ্রামবাংলা থেকে উঠে আসা দেশের এক খাঁটি সন্তান শুধু দেশমাতৃকার জন্য যুদ্ধ করেই থেমে থাকেননি। শোষিত ও মেহনতি মানুষের জন্য নিজের জীবন যৌবন উৎসর্গ করেছেন। একজন নিরেট অসাম্প্রদায়িক মানুষ হিসেবে দেশে ও প্রবাসে খ্যাতিমান লড়াকু মানুষ সুব্রত বিশ্বাস তাঁর গ্রন্থে যুদ্ধদিনের কথা বলেছেন। নিজের বিশ্বাস ও মতাদর্শিক অবস্থানে থেকে সমসাময়িক বিষয়ে তাঁর লেখা ভিন্ন গ্রন্থটিও সময়ের দলিল হয়ে থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট নিয়ে লিখা 'জন্মই আজন্ম লড়াই' এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও অভিমত নয়ে প্রবন্ধ সংকলন ' নির্বাচিত খবর' প্রকাশ করেছে নাগরি প্রকাশনী। উদীচী যুক্তরাষ্ট্র আয়োজিত প্রকাশনা অনুষ্টানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র উদীচীর সহসভাপতি শরাফ সরকার। উদীচী শিল্পী গোষ্টির সুলেখা পাল, স্নিগ্ধা আচার্য, লিপি মজুমদার এবং ফুলু রায় চৌধুরীর উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধ সহ দেশ মাতৃকার জন্য যারা শহীদ হয়েছেন, তাঁরাসহ সদ্য প্রয়াত জননেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য্যের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়।

ওবায়েদুল্লাহ মামুনের সঞ্চালনায় প্রকাশনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ নজরুল ইসলাম। গ্রন্থ দু'টি নিয়ে প্যানেল আলোচক ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, মনজুর আহমেদ, তাজুল ইমাম এবং কৌশিক আহমেদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ডাঃ আব্দুল বাতেন, ইব্রাহীম চৌধুরী , মনিজা রহমান, শাহাবুদ্দিন সাগর প্রমুখ।

লেখক সুব্রত বিশ্বাসের জীবনী পাঠ করেন যুক্তরাষ্ট্র উদীচীর সম্পাদক আলীম উদ্দিন।

১৪ বছর বয়সেই গ্রাজুয়েশন

শেষ পৃষ্ঠার পর

স্পেসএক্স স্টারলিঙ্ক টিমের সাথে কাজ করার জন্য ওয়াশিংটন রাজ্যে মায়ের সাথে এখন তাঁকে ওয়াশিংটন রাজ্যে স্থানান্তর করতে হবে সহসাই।

বিস্ময়কর মেধাবী বালক কায়রান কাজী একজন স্বাভাবিক সন্তান হিসেবে বেড়ে উঠেননি। জন্মের কিছুদিন পরই মা জুলিয়া ছেলের অস্বভাবিক মেধার আচরণ টের পেতে শুরু করেন। মাত্র দুই বছর বয়সেই খাইরান কাজীর চিকিৎসকরা ধরতে পারেন তাঁর বৌদ্ধিক এবং মানসিক বুদ্ধিমত্তা স্বাভাবিক মাত্রার অনেক উপরে।

কায়রানকে সময়ের আগেই স্কুলে ভর্তি করার মরামর্শ দেয়া হয়। শিশু স্কুলের শুরুর দিনেই সে স্কুলকে বোরিং বলে উল্লেখ করে। তখন 'আরব বসন্ত' নামে মধ্যপ্রাচ্যে আন্দোলন চলছিল। শিশু স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিশু কায়রান কাজী যখন 'ফ্রি ইজিপ্ট, ডেমোক্রেসি নাও'- এসব স্লোগান দেয়া শুরু করে তখন এ শিশুর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের বহর দেখে সবাইকে হতবাক হতে হয়। এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে রিপোর্ট হয়েছে। প্রথম আলো পত্রিকাও বিস্ময়কর প্রতিভাধর কায়রান কাজীকে নিয়ে সেসময় সংবাদ পরিবেশন করেছে।

৯৯.৯ মাত্রার বুদ্ধিমত্তা নিয়ে জন্মানো কায়রানকে নিয়ে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে তাঁর মা বাবাকে। মাত্র ১০ বছর বয়সেই পরামর্শ দেয়া হয়েছে নিয়মিত স্কুল তাঁর জন্য নয়। যখন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার কথা তখন কলেজে ভর্তি করানোও দুরূহ ছিল। বেশ ঝামেলা করেই তাঁকে কমিউনিটি কলেজে ভর্তি করানো হয়। সেখান ১০ বছর বয়সেই প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইন্টেলে আর্টিফিসিলে ইনটেলিজেন্ট প্রযুক্তি নিয়ে গবষনার জন্য ইন্টার্ন করার সুযোগ পেয়ে যান কায়রান। ১১ বছর বয়সে সান্তা ক্লারা ইউনিভার্সিটিতে তাঁকে বদলী করা হয়। সেখানে কম্পিউটার সাইন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কায়রান কাজী নিজেকে উচ্চশিক্ষায় ব্যস্ত রাখেন।

আসছে ১৭ জুন ইউনিভার্সিটির ১৬০০ শিক্ষার্থীর সাথে কায়রান কাজী তাঁর স্নাতক সনদ গ্রহণ করবেন একজন প্রযুক্তিবিদ স্নাতক হিসেবে। ইউনিভার্সিটির সময়কে তাঁর আনন্দময় অভিজ্ঞতার সময় বলে কায়রান সংবাদ মাধ্যমের কাছে দেয়া প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন। তাঁকে নিয়ে এরমধ্যেই আমেরিকার সংবাদ মাধ্যম নিউজ করেছে।

উত্তর আমেরিকায় বাংলা ভাষায় যারা পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করেছিলেন তাদের একজন পথিকৃৎ প্রয়াত গজনফর আলী। জুলিয়া কাজী, তাঁর একমাত্র সন্তান।

দুইবছর বয়সে বাংলাদেশের মৌলভীবাজার থেকে আমেরিকা গিয়ে প্রথমে নিউ ইয়র্ক শহরেই থাকতেন জুলিয়া। এস্টোরিয়া-জ্যামাইকায় বড় হয়েছেন। পরে মুস্তাহিদ কাজীকে বিয়ে করে সানফ্রান্সিসকো বে'তে থিতু হন। ২০০৯ সালের ২৭শে জানুয়ারি জন্ম হয় খাইরানের। জাপানি মিথলোজি থেকে ছেলের নাম রাখা হয় কায়রান। যার মানে সাগরের নিচে এক দরজা থেকে আরেক দরজা খুলে যাওয়া।

কায়রান ভালো বাংলা বলতে পারে। বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মানুষ নিয়ে ভাবে কায়রান। বিশেষত রোহিঙ্গাদের দুঃখ-দুর্দশা ওর মনকে আবেগ আক্রান্ত করে। ওর মা জুলিয়া কাজী আগেই জানিয়েছেন, তাঁর ছেলের আবেগ খুব বেশি। ওর যখন আড়াই বছর বয়স তখন মিশরে 'আরব বসন্ত' আন্দোলন চলছিল। অতটুকু ছেলে সেই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল। এবং ওর প্রাইমারি ডাক্তারকে এই বিষয় নিয়ে ওর ভাবনার কথা বললো। যে বয়সে বেশির ভাগ শিশু একটা বাক্য সম্পূর্ণ বলতে পারে না, তখন সে অন্য দেশের আন্দোলন নিয়ে নিজের চিন্তাকে প্রকাশ করছে, ভাবা যায়! ডাক্তার সেদিন আমাকে আর ওর বাবাকে ডেকে বললেন, দেখুন, 'আপনার ছেলে অতি মেধাবী। এমন শিশু দশ লাখে একজন পাওয়া যায়। আপনাদের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ। কারণ ওর মতো প্রখর মেধাসম্পন্ন মানুষকে গাইড করা সহজ নয়।'

জুলিয়া কাজী পেশায় এক্সিকিউটিভ। স্বামী মুস্তাহিদ কাজী একজন ইঞ্জিনিয়ার। কায়রান কাজীকে আড়াই বছর বয়সে নানা ধরনের পরীক্ষা করে জানা গেছে, ওর যে শুধু 'আই কিউ' বেশি তা নয়, ওর 'ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স'ও খুব বেশি। যে কোনো ঘটনায় খুব বেশি আক্রান্ত হয় সে।

সিটি কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট

শেষ পৃষ্ঠার পর

কথা অনেকেই জানতে পারেন না বলে জানালেন রুবাইয়া রহমান। এছাড়াও রুবাইয়া কাজ করতে চান নাগরিক

নিরাপত্তা এবং সিটির গণপরিবহন নিয়ে। সিনিয়র সিটিজেনদের সেবা প্রকল্পের দিকে রুবাইয়া রহমান বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে বলে উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন, আমাদের বয়স্ক মানুষেরা যাতে সহজে তাদের নির্ধারিত সেবাটুকু পান সে ব্যাপারে সতর্ক এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সিটি সাবওয়েস সিস্টেমের উন্নতি, বাড়ির মালিকদের অধিকার, বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের কাজের সুযোগ সুবিধার মতো জরুরী বিষয়গুলো নিয়ে রুবাইয়া রহমান কথা বলছেন তাঁর নির্বাচনি প্রচারণায়।

ব্যক্তিগত জীবনে দুসন্তানের জননী রুবাইয়া পড়াশোনা করেছেন প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। তিনি আইন বিষয়ে অনার্স সহ মাস্টার্স করেন। পরবর্তীতে শিক্ষক হিসেবে পাঁচ বছর কাজ করেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। নিউইয়র্কে একজন নাগরিক অধিকার সংগঠক হিসেবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নাগরিকদের জন্য কাজ করা ,

তাদের অধিকারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়াকেই তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। আসছে ২৬ জুন নির্বাচনে সিটি ডিসট্রিক্ট- ২৩ তে তাঁকে নির্বাচিত করার জন্য রুবাইয়া যাচ্ছেন ঘরে ঘরে। ব্যাপক সারা মিলছে। স্বদেশী লোকজন ছাড়াও ভিন্ন কমিউনিটিতেও তাঁর ব্যাপক পরিচিতি গড়ে উঠেছে। সকলের সমর্থন পেলে নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন রুবাইয়া রহমান।

ভালো ক্রেডিট স্কোর সচল ইনকাম

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাড়ি কিনে আপনি নিজেকে সমৃদ্ধশালী করুন - নিউইয়র্কে বাড়ি কেনাবেচা নিয়ে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরামর্শ দেন সুখেন জোসেফ গমেজ।

১ জুন বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুখেন জোসেফ গমেজ। তিনি নিউইয়র্কে সবার পরিচিত একটি মুখ, লাইসেন্স প্রাপ্ত রিয়েল এস্টেট এজেন্ট। সুখেন জোসেফ গমেজ দ্বিতীয় বারের মতো এই লাইভ অনুষ্ঠানে এসেছেন। বর্তমান বাজারে বাড়ি কেনার নানা তথ্য পরামর্শ বিস্তারিত ভাবে শেয়ারকরেছেন দর্শকদের সাথে।

শুরুতেই সুখেন গমেজ জানান, বর্তমানে বাড়ি কেনার ইন্টারেস্ট রেট অনেক বেশি। প্যান্ডামিকের সময়কাল থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির কারণে বাড়ির ইন্টারেস্ট রেট বেড়েছে। তবে নিউইয়র্ক শহর এবং তার আশেপাশের বাড়ির দাম সেই অনুপাতে কমেনি, আগের মতোই আছে। বাড়ি কেনা যে কোন মানুষের জন্যে একটি সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের জন্যে তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুতি নিয়ে আগাতে হয়। বিশেষ করে আমেরিকায় বাড়ি কিনতে হলেঃ

- তার ইনকাম, ক্রেডিট রেকর্ড বা স্কোর ভালো থাকতে হবে। - ডাউন পেমেন্টের জন্যে লিকুইড অর্থ কিংবা সম্পত্তি থাকা আরো প্রয়োজন।

- সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বাড়ি কিনতে গেলে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই কমপক্ষে দুই বছর নির্দিষ্ট চাকরিতে থাকাটা জরুরি।

- এছাড়াও কোনো শহরে বসবাস না করলে সেখানে "প্রাইমারি রেসিডেন্স" হিসাবে বাড়ি কেনা সম্ভব না। সুতরাং ক্রেতাকে সেই অঞ্চলের প্রাইমারি রেসিডেন্ট হওয়া আবশ্যক।

সুখেন জোসেফ গমেজ আরো বলেন, বাড়ি কেনার অন্যতম লাভজনক অংশ হচ্ছে ট্যাক্স বেনিফিট। যেমন-মর্টগেজ ইন্টারেস্ট পেমেন্ট, প্রোপার্টি ট্যাক্স, ক্লোজিং এর অংশ, হোম ইকুইটি ইত্যাদি লোনের ইন্টারেস্ট কমাতে কিছুটা সাহায্য করে। তবে ওয়ান-ফ্যামিলি হাউজের চাইতে মাল্টি-ফ্যামিলি হাউজ কেনা অনেক লাভজনক।

বাড়ি কেনার আগে কী কী বিষয়গুলো নজরে রাখা দরকার? এ সম্পর্কে সুখেন গমেজ হোম ইন্সপেকশনের বিষয়টি সর্বপ্রথম অত্যাবশ্যক বলে উল্লেখ্য করেন।

তিনি নিম্নলিখিত পরামর্শগুলো দেন,

- হোম ইন্সপেকশন করিয়ে নেয়া।
- বাড়ির ফাউন্ডেশনে মেজর কোন সমস্যা আছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
- পানির লাইন লিকিং কিনা চেক করা।
- ছাদের লিকিং চেক করে নেয়া।
- বেসমেন্টের ফ্লোর ভেজা বা লিক করছে কিনা তা চেক করা।
- সুয়ারেজ লাইন এবং হিটিং সিস্টেম ঠিকমতো কাজ করে কিনা তা জেনে নেয়া।

সুখেন গমেজ বলেন, খুব স্বল্প সময়ের জন্যে একজন ক্রেতা বাড়িটি দেখার কারণে বাড়ির অনেক সমস্যা হাইড অবস্থায় থাকতে পারে। তাই প্রতিটি ক্রেতার উচিত হোম ইন্সপেকশন এর মাধ্যমে সবকিছু নিশ্চিত হয়ে বাড়ি কেনা। তাই প্রত্যেক ক্রেতাকে কন্ট্র্যাক্টসাইন করার আগে শর্তগুলো ভালোভাবে জেনে নেয়া জরুরি। না হলে পরবর্তীতে মেরামতের জন্যে বাড়ির ক্রেতাকে প্রচুর বাড়তি খরচের মুখোমুখি হতে হয়।

নিউইয়র্কের বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়ার অধিকার সমস্যা-সমাধান নিয়েও সুখেন গমেজ আলোচনা করেন। তিনি মনে করেন, প্যান্ডেমিকের পর এই সমস্যা প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটিয়ার মধ্যে একটি আইন আছে, যা "টেন্যান্টপ্রটেকশন এক্ট" নামে পরিচিত। একজন ভাড়াটিয়া কি ধরনের নিরাপত্তা পাবে তা এপ আইন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে।

এভাবেই নানান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের মাধ্যমে "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন রোকেয়া দীপা এবং কারিগরি সহাযোগীতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নয়টায় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার লাইভ অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগ: 917-650-0546.

স্টুডিও রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্ক এ ট্রেন, ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। ১ বেড, ১ বাথরুম, ১ কিচেন। যোগাযোগ: 347-260-7770, 347-891- 7145.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

১৭ স্ট্রীট উডহ্যাভেন জ্যামাইকা ট্রেন, বাস থেকে মাত্র ৩ ব্লকের মধ্যে। ২ বেডরুম, বাথরুম, লিভিং রুম, কিচেন। অধূমপায়ী, কর্মজীবী ফ্যামি- লির কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 631-871-3511

ফ্ল্যাট বিক্রয়

নোয়াখালী বসুরহাট পৌরসভায় অবস্থিত পোস্ট অফিসসংলগ্ন ৫ তলা বাড়ি শাহানাজ ভিউ। প্রতিটা ফ্লোরে ৪টা ফ্ল্যাট। গ্যাস সংযোগসহ ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ বাংলাদেশ: 016-16531283. USA: 347-237-3012

Convenience Store

জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

FOR RENT
১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার।
যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক
একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: এম ডি আলী- 917-500-3937

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
•Emirates •Qatar Airways •Etihad Airways •Turkish Airlines •Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ARMAN CHOWDHURY, CPA
• INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
• BUSINESS TAX RETURN
• NON-PROFIT TAX RETURN
• ACCOUNTING & BOOKKEEPING
• RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
• TAX RESOLUTION SPECIALIST
• ISLAMIC HOME FINANCING
সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER
718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)
MATRIMONIAL SERVICE NYC REGISTERED
কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।
ultra h2o T-Mobile univision mobile Lycamobile
Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
DR. SADI ALAM, DPM
আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

ছড়াটের মাসিক ছড়াড্ডা অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৮ মে রোববার ছড়াটের নিয়মিত মাসিক ছড়াড্ডা লংআইল্যান্ডের লেভিটটাউনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রোতার উপস্থিতিতে মজার মজার ছড়া পাঠ করে শোনান, ছড়াকার শওকত রিপন, ছড়াকার মৃদুল আহমেদ ও ছড়াকার শামস চৌধুরী রুশো। শিশুশিল্পী সৌমিনী ছড়াগান পরিবেশন করে।

আড্ডায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কবি ও আইনজীবী মোহাম্মদ আলী বাবুল, সাবিহা সুলতানা রিংকি, সাঈদা উদিতা, রোশনা শাম্ স ললি ও কাওসার জাহান ধীরা। ছড়াটে-র এই আয়োজনের প্রশংসা করে উপস্থিত সবাই প্রসার ও সাফল্য

কামনা করেন।

“আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ হল...” এই গানটির মাধ্যমে মে মাসের ছড়াড্ডার সমাপ্তি টানা হয়। আগামী ছড়ড্ডাটি অনুষ্ঠিত হবে কুইন্সের জ্যামাইকা হিলসাইডে।

রুম ভাড়া

৩ মাস এর জন্য ১টি full finish রুম ভাড়া হবে location 172st hillside. Contact: +1 929-470-6328.

রুম ভাড়া

১৪৫ লেকউড এভিনিউ, সাউথ জ্যামাইকা, মসজিদ আলকুবার সন্নিকটে, বেসমেন্টে ছোট একটি রুম একজন অধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। এখন উঠতে পারবেন। কিউ-40, কিউ-6, কিউ-60 বাস বাসার সামনে। যোগাযোগ 347-475-5883

গাড়ি বিক্রয়

নিসান এন ভি -২০০, ১৪৮ হাজার মাইলস, ইয়ার ২০১৭, ক্লিন নাইস, ইয়ালো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। হুইল চেয়ার এক্সেস এবেল। যোগাযোগ 347-235-7322

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

হেল্প ওয়ান্টেড

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিও এবং ১৬৪ স্ট্রিট এ অবস্থিত অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ জ্ঞানসম্পন্ন দায়িত্ববান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট না থাকলেও সমস্যা নেই) আবশ্যক। যোগাযোগ (718) 839-5812

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া হবে ফ্লোরাল পার্ক এলাকায়। 9440-240th Street, Floral Park 11001, 2nd Floor and Atik. ৩ বেড, ২ বাথ। ভাড়া হবে জুন ১ তারিখ ১০৭ এভিনিউ থেকে। 347-666-5727. টিসি- বেড, লিভিং, কি

বাসা ভাড়া

উডসাইডে ৭ ট্রেনের ৪৬ স্ট্রীট-এ সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে ১লা জুন হতে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 718- 808-2049, 718-808-3360.

রুম ভাড়া

উডসাইড ৫০ এভিনিউ ৬৩ স্ট্রীট প্রাউভেট হাউজের ১টি রুম ভাড়া হবে ব্যাচেলারের কাছে ১লা জুন থেকে। ফোন: 718-749-7711.

রুম ভাড়া

১৬১ নরমাল রোড জ্যামাইকায় পারসন্স বুলেভার্ডের ২ ব্লকের মধ্যে ছোট পরিবারের সাথে আলাদা বাথরুম ও ফ্রিজসহ একটি রুম ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রী ও ১ বাচ্চাসহ ১ জুন থেকে বড় একরুম ভাড়া হবে। ১০৫০ ডলার (বিলসহ)। ফোন: 347-659-5543, 646-575- 6771.

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 929-590-8576

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া হবে ১লা মে হতে ওজনপার্ক এলাকায়। ২য় তলা ৩ বেডরুম এর বাসা। কার পার্কিং আছে। ঠিকানা: ১০৩-৪৯ ১০২ স্ট্রীট। যোগাযোগ: 917-348- 7804.

বাসা ভাড়া

দ্বিতীয় তলা ৪ বেড, ১ বাথ, কিচেন। বেসমেন্টঃ ২ বেড, ১ বাথ, কিচেন। 1519 Zerega Ave. Bronx. 6 Train Zerega Ave. থেকে ২ ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: 646-704- 6989

এপার্টমেন্ট ভাড়া

৩২-৫৬৮৬ স্ট্রীট সেমিবেসমেন্ট গ্যারেজসহ ভাড়া হবে। ২ বেডরুম, কিচেন, বাথ, লিভিং এখনই ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ 347-484-6385, 347-686- 5591.

মহিলা রুমমেট চাই

ইয়াংকি ষ্টেডিয়ামের কাছে ১টি রুম একজন মহিলা/ছাত্রী এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। Bronx এর D train এর কাছে। যোগাযোগ: 986-837-7230

এটিক ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে এলমহার্স্ট হসপিটালের নিকটস্থ ১ রুম বিশিষ্ট এটিক ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 929-641-7531, 646-715-4701

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড এবং ১০৮ এভিনিউতে ফুল রিনোভেটেড সেমি-বেসমেন্টে একটি স্টুডিও ১জন স্টুডেন্ট/ ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 718- 839-5479

বেসমেন্ট ও এ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে

Holis 197-03 99th road এর সুন্দর পরিবেশে এক বেডরুমের বেসমেন্ট এবং এক বেডরুমের এ্যাটিক কিচেন , বাথরুম শেয়ারসহ দুই জন নামাজী ব্যাচেলার অথবা স্টুডেন্টের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-986-4707

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিস্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্ঠিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিস্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

বাইরের ষ্টেটে শপিং মলে কাজ করার জন্য কয়েকজন ছেলে/ মেয়ে আবশ্যক। সেলফোন ষ্টোর ও রিপেয়ার সপ। কাজ না জানলেও চলবে। আমাদের রয়েছে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা। আর্কষনীয় বেতনও থাকার ব্যবস্থা। যোগাযোগ: 513-306-2096, 425-900-3305

হাউজ কীপার আবশ্যক

ফ্যামিলি বাসায় (অনুর্ধ ৪০ বছরের ফিমেল) হাউস কীপার আবশ্যক। লেখাপড়া জানা থাকলে অফিস সহকারী হিসেবে পার্ট টাইম কাজও দেয়া হবে। বেতনঃ $15/Hour যোগাযোগ: ৯১৭-৭২২-১৪০৫

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ১২০ এভিনিউ এবং গাই আর বোলবার্ডএ ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম বাসা ভাড়া যাবে জুন মাস থেকে। ফোন: 718 415 8871, 718 902 9461.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

সেমিবেসমেন্ট গ্যারেজসহ ভাড়া হবে। ২ বেডরুম, কিচেন, বাথ, লিভিং এখনই ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-686- 5591.

বেসমেন্ট ভাড়া

150-16 Shore Ave Jamaica Ny 11433 1 বেডরুম এর বেসমেন্ট ভারা দেওয়া হবে। সাথে বাথরুম রান্নাঘর আর ছোটো একটি লিভিং রুম আছে। বাসার পাশেই মসজিদ, স্কুল, বাংলাদেশী গ্রোসারী এবং বাস ও ট্রেন বাসার কাছে। ই/জে ১০ মিনিটের হাঁটা দূরত্ব। মোবাইল: (646) - 717-7404.

বেসমেন্ট ভাড়া

এষ্টোরিয়া ৪৬ স্ট্রীট সাবওয়ে আর, এম, ই ট্রেনের অতি নিকটে দুই বেডরুমের একটি বেসমেন্টের একটি রুম শুধু ভদ্র, শিক্ষিত, অধুমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারদের নিকট ভাড়া দেয়া হবে । কিচেন ও লিভিং রুম শেয়ার করতে হবে। 347-438-7884.

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগঃ 917-650-0546

এটিক ভাড়া দেওয়া হবে

Hollis এ 197-03 99th road এর কাছে সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ণ রেনভেটেড ২টি রুম কিচেন বাথরুমসহ ৩জন ব্যাচেলার অথবা ছাত্রের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-986-4707 (২৪ ঘন্টা পাকিং এর সুবিধা আছে)

বেবি সিটার আবশ্যক

NewHyde Park এ N25/N26 Bus Stop থেকে ১০ মিনিট হাঁটা দূরে Part Time Babysitter আবশ্যক। সপ্তাহে ৫ দিন; 2 pm to 6pm. মেসেজ রাখুন 929-225-9363

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক । **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন** । দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন ।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

1901 Knightsbridge Rd, Farmers Branch, TX-75234
Mohammad.benu@gmail.com

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

রুম ভাড়া

হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন এপার্টমেন্ট হাউজে এটাচড বাথরুমসহ রুম ভাড়া হবে । 347-552-9360. (১২টা থেকে রাত ৭টা)।

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

পাত্র চাই

সিলেটি পিতামাতার নিউইয়র্কে জন্ম নেয়া ডাক্তার এবং মে মাস থেকে নিউইয়র্কে রেসিডেন্সি প্রাপ্ত (২৬-৫-৬) নামাজি ও হিজাবী পাত্রীর জন্য ধার্মিক ও উচ্চ শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 646-577-8290, e-mail: zamanmehdad227@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্রী চাই

US সিটিজেন ডিভোর্স পাত্রের জন্য (৫৫) ৫ ফট ৬” শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরিজীবি সু প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স বা বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে পাত্রী চাই। 646-707-9614

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫”। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ব্রঙ্কস সিনিয়র সিটিজেন ফোরামের মেমোরিয়াল ডে উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৯ মে সোমবার ব্রঙ্কস সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম (বিএসসিএফ) নানা আয়োজনে মেমোরিয়াল ডে দিবসটি পালন করে। ্মেমোরিয়াল ডে উদযাপন কমিটির সম্পাদক কাজী রবি-উজ-জামানের পরিচালনায় এবং সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর ন্যাথালিয়া ফার্নান্দেজ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আহবায়ক লিয়াকত আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন মজুমদার ফাউন্ডেশনের সভাপতি মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ এন. মজুমদার ও আমেরিকা বাংলাদেশি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি আব্দুস শহীদ। আলোচনায় অংশ নেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আব্দুল রহিম বাদশা, বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান, হাসান আলী, জামাল হোসেন, ইব্রাহিম বারো ভূইয়া, জামাল উদ্দিন আহমেদ, কামাল মন্ডল, হুমায়ুন কবির, কামাল উদ্দিন, রেজা আবদুল্লাহ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, হাফিজুর রহমান, মোঃ মফিজ উদ্দিন মাসুম, নুরে আলম জিকু, মোঃ কাইউম, মইজুর জুয়েল লস্কর, শরীফ হোসেন, খলিলুর রহমান, আবুল খায়ের আখন্দ, এ ইসলাম মামুন, হোসেন আহমেদ মজুমদার, মকবুল মিয়া, মোঃ মঞ্জু চকদার, আবদুস সোবহান মন্ডল, মোহাম্মদ উদ্দিন, মোঃ কামাল উদ্দিন পাটোয়ারী, মিয়া মোহাম্মদ দাউদ, মোঃ গোলাম সোলেমান, বদরুল আলম, বদরুল হক, সংগীত শিল্পী নুরুল ইসলাম সুজন, বীর মুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম, পারভিন আক্তার, সুবেদার সফি উল্লাহ, আবদুল করিম মিয়া, আসরাফ আলী, মামুন-উর-চৌধুরী, আজাহের হোসেন, লুৎফুর রহমান, মতিউর রহমান, মোহাম্মদ জাহিদ মিয়া, কাজী আজিমুল আহসান।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মঞ্জু চকদার। পবিত্র গীতা পাঠ করেন সুধাংশু কুমার মন্ডল। অনুষ্ঠানে আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সকলের পক্ষ থেকে সুধাংশু কুমার মন্ডল সিনেটর ন্যাথালিয়া ফার্নান্দেজকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন জামাল উদ্দিন আহমেদ, সুবেদার ইব্রাহিম হোসেন ও লিয়াকত আলী। কবিতা আবৃত্তি করেন সুধাংশু কুমার মন্ডল। উল্লেখ্য, মে মাসের শেষ সোমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেমোরিয়াল ডে পালন করা হয়। এবার ব্রঙ্কস সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম (বিএসসিএফ) প্রথমবারের মত ২৯ মে সোমবার মেমোরিয়াল ডে পালন করে।

আটলান্টিক সিটিতে বিএএসজের ফুড ব্যাংক

সুব্রত চৌধুরী

আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির উদ্যোগে 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয় । ১ জুন বৃহস্পতিবার আটলান্টিক সিটির 'বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টার' এ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত 'ফুড ব্যাংক' এর কার্যক্রম চলে। 'ফুড ব্যাংক' কার্যক্রম এর আওতায় তাজা শাকসব্জি, ফল, টিনজাত খাবার সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরন করা হয়। আটলান্টিক সিটির বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক লোক এই "ফুড ব্যাংক" কার্যক্রমে অংশ নেয়। ফুড ব্যাংক কার্যক্রমে সহায়তা করে "কমিউনিটি ফুড ব্যাংক অব নিউজার্সি"।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময়কালে এই ফুড ব্যাংকের কার্যক্রম কমিউনিটিতে বেশ সাড়া ফেলেছিল। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মাসে চার বার 'ফুড ব্যাংক' এর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সভাপতি মো: জহিরুল ইসলাম বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মো: জাকিরুল ইসলাম খোকা ও ট্রাস্টি বোর্ড এর চেয়ারম্যান আব্দুর রফিক ফুড ব্যাংক এর কার্যক্রম সফল করায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বাড়ি বিক্রয়

ব্রঙ্কসে E 229 স্ট্রিটে বাড়ি বিক্রয় হবে। Sell by Owner. বাড়িটিতে স্বতন্ত্র ভাবে তিন পরিবার বসবাস করতে করতে পারবে। মূল্য 4 লাখ 75 হাজার ডলার। 929-218-3748

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide construction,
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work washer sales, general help
Restaurant and more

Phone: 929-431- 4206
Address: 37-22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব অসহনীয় বিপর্যয় আনবে: চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের দ্বন্দ্ব বিশ্বের জন্য অভাবনীয় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লি সাংফু। এ জন্য ওয়াশিংটনের সঙ্গে বেইজিং সংলাপ চায় বলেও জানান তিনি।

রোববার আল-জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

সিঙ্গাপুরে এশিয়ার শীর্ষ নিরাপত্তা সম্মেলনে অংশ নিয়ে লি সাংফু বলেন, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পৃথিবীটা যথেষ্ট বড়।

গত মার্চে প্রতিরক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর এটিই লির প্রথম কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

পুলিশের ক্যাপ্টেন যখন মাতাল হয়ে গাড়ি চালান!

রোকেয়া দীপা

নিউইয়র্ক পুলিশের একজন ক্যাপ্টেনকে মাতাল অবস্থায় গাড়ির ড্রাইভিং সিটে পাওয়ার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ব্রুকলিন ৬৯ প্রিসিংক্টের কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন জারেড ব্যাডিলো(৩৯) মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ২ জুন শুক্রবার মধ্যরাতের কিছু পরে ম্যানহাটনের ইষ্ট ভিলেজ ও ১৪ স্ট্রিটের ট্রাফিক লাইটে তিনি অতিরিক্ত মধ্যপানে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এসময় ক্যাপ্টেন ব্যালিডো এনওয়াইপিডি'র গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তাঁর গাড়িতেও ভদকার বোতল পাওয়া যায়।

নিউইয়র্ক পুলিশের পক্ষ থেকে এ গ্রেফতার নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। ডেইলি নিউজ পত্রিকা তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে ক্যাপ্টেন ব্যালিডোর ব্লাড এলকোহল লেভেল আইনগত সহনীয় মাত্রার কয়েক গুন বেশি ছিল। তাঁকে গ্রেফতার করা ছাড়াও সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। ক্যাপ্টেন জারেড ব্যালিডো ২০০৬ সাল থেকে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে কাজ করছেন। ক্যাপ্টেন হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ার পর ব্রুকলিনের ৬৯ প্রিসেংক্টের মতো গুরুত্বপূর্ন এলাকার অধিনায়ক হিসেবে কাজ করছিলেন।

'অশ্লীল' আখ্যা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ অঙ্গরাজ্যের স্কুলে বাইবেল নিষিদ্ধ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

'অশ্লীলতা' ও 'সহিংসতার' কথা রয়েছে অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের উটাহ অঙ্গরাজ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল থেকে বাইবেল সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি সপ্তাহে কিং জেমসের বাইবেলে 'শিশুদের জন্য উপযোগী নয়' এমন বিষয় রয়েছে বলে একজন অভিভাবকের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এমন পদক্ষেপ নেয় রাজ্যটির সল্ট লেক সিটির ডেভিস স্কুল ডিস্ট্রিক্ট।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এরই মধ্যে লাইব্রেরির তাক থেকে বাইবেলের সাত বা আটটি কপি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরয়েড
- এজমা
- বুকের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

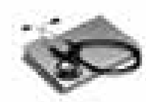

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে 'কন্ডিশন' রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু 'রাস্তা' খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সহায়তা

৫০,০০০ মার্কিন ডলার অনুদানের প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের

উত্তর আমেরিকা অফিস

২ জুন জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ২০২৩ সালের জন্য "ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অ্যান্ড ওয়ার্কস এজেন্সি ফর প্যালেস্টাইন রিফিউজিস ইন দ্য নিয়ার ইষ্ট (ইউএনআরডব্লিউএ)"-তে ৫০,০০০ মার্কিন ডলার আর্থিক অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বাংলাদেশ।

ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন স্বরূপ ২০১৮ সাল থেকে ইউএনআরডব্লিউএ-তে এ অনুদান প্রদান করে আসছে বাংলাদেশ।

সম্মেলনটি আহবান করেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি সাবা কোরেশী। এতে সদস্য দেশগুলোকে ফিলিস্তিনি শরণার্থী এবং তাদের জন্য নিবেদিত সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএ'র কার্যাবলীর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্রিফ করেন ইউএনআরডব্লিউএ-এর কমিশনার জেনারেল।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি ডঃ মোঃ মনোয়ার হোসেন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে উপরোল্লিখিত আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। তার বক্তব্যে ইউএনআরডব্লিউএ এর চলমান তহবিল ঘাটতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি "টেকসই, অনুমানযোগ্য এবং পর্যাপ্ত" তহবিল সুরক্ষার উপর জোর প্রদান করেন। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনিদের সমর্থনের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে ইউএনআরডব্লিউএ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে শুধু আর্থিক সমর্থন প্রদান করা সমাধান নয়, এই সংকটের একমাত্র সমাধান হল ১৯৬৭-এর পূর্ববর্তী সীমানা অনুযায়ী দ্বি-রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধান অর্জনের মাধ্যমে ইসরায়েলি অবৈধ দখল দারিত্বের অবসান ঘটানো।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রেজুলেশনের মাধ্যমে ১৯৪৯ সালে ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তুদের তাদের দুর্দশার ন্যায্য এবং স্থায়ী সমাধানের জন্য সহায়তা এবং সুরক্ষা প্রদানের জন্য একটি মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইউএনআরডব্লিউএ। বর্তমানে এই সংস্থায় শরণার্থী হিসাবে ৫.৯ মিলিয়ন ফিলিস্তিনি নিবন্ধিত রয়েছে।

এস্টোরিয়ায় বৈশাখি রেস্টুরেন্টে হামলা

উত্তর আমেরিকা অফিস

৩ জুন শনিবার এস্টোরিয়ায় বাংলাদেশি মালিকানাধীন বৈশাখী রেষ্টুরেন্টে বন্দুকধারীর হামলায় সাব্বির (৩৫) নামক এক কর্মচারী আহত হয়েছেন। ভিডিও ফুটেজে হামলাকারি যুবককে বাংলাদেশি বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাকে পুলিশ এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি। হামলাকারি যুবক সম্পর্কে জানা যায় সে এখানকার স্থানীয়, তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন তার পরিবারকে বির্পযস্ত করে দিয়েছে, বেশ কয়েকবার আত্মহত্যা করারও চেষ্টা করেছিল। আহত ব্যক্তি ও হামলাকারি একে অপরের পরিচিত বলে ধারনা করা হচ্ছে। তিনদিনের ব্যবধানে এটি ছিল এই রেস্টুরেন্টে দ্বিতীয় হামলা। এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় ঐ যুবকই ক্রেতা সেজে বৈশাখি রেস্টুরেন্টে ঢুকে বেজবলের ব্যাট দিয়ে আক্রমণ করে একজনকে, সে সময় অপর ক্রেতারা তাকে প্রতিহত করেন। পরে নিজকে ছাড়িয়ে দ্রুত রেস্টুরেন্ট ত্যাগের সময় ব্যাটের আঘাতে ভাঙচুর করেছে রেস্টুরেন্ট হামলাকারী যুবক।

ভিডিও ফুটেজ দেখে পুলিশ আরো জানায়, একই যুবক শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার সময় রেস্টুরেন্টে ঢুকেই পিস্তল বের করে সাব্বিরকে গুলি করে, কাঁচে ঘেরা ক্যাশবাক্সের ভেতরে থাকলেও রক্ষা পাননি। তার শরীরের পিছন দিকে গুলি লাগে। ঘটনার আকস্মিকতায় অপর ক্রেতারা দ্রুত বাইরে বেড়িয়ে আত্মরক্ষা করেন। আহত অবস্থায় সাব্বিরকে নিকটস্থ এলমহার্স্ট হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নেয়া হয়। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তার অবস্থা সংকটাপন্ন।

পুলিশের ধারণা, এটি ছিল টার্গেটেড আক্রমণ। বুধবারও একই দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়েছিল বলে ভিডিও ফুটেজ পরীক্ষার পর পুলিশ জানায়। হামলাকারীকে পুলিশ গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে। টানা তিনদিনে দু'বার হামলার ঘটনায় কম্যুনিটিতে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। রেস্টুরেন্টের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

ক্রিস ক্রিস্টির প্রার্থীতা ঠেকাতে পারবেন ট্রাম্প?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঘোষণা করেছেন। প্রথম দিনেই তিনি আক্রমণ করেছেন তাঁর সাবেক বন্ধু এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। একজন উদারনৈতিক রিপাবলিকান হিসেবে পরিচিত ক্রিস ক্রিস্টি ২০১৬ সালেও প্রার্থিতা ঘোষণা করে দলের প্রাইমারিতে ট্রাম্পের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। একসময় ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ট হয়ে উঠা ক্রিস ক্রিস্টি ট্রাম্প পন্থী রিপাবলিকানদের বাইরে সমর্থন নিয়ে প্রাইমারি মোকাবেলা করবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এখন পর্যন্ত রিপাবলিকান দলের ঘোষিত প্রার্থির সবাই ট্রাম্পের মতোই রক্ষণশীলদের আনুকূল্য পাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছেন। সর্বাগ্রে প্রার্থিতা ঘোষণা করা সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান দলের অপ্রতিরোধ্য প্রার্থী হয়ে উঠেছিলেন। ৬ জুন মঙ্গলবার নিউ হ্যাম্পশ্যারে এক টাউন হল সভায় তিনি তাঁর প্রার্থিতা ঘোষণা করেই হামলা চালিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে। ক্রিস ক্রিস্টি ট্রাম্পকে একজন নিঃসঙ্গ, আত্মকেন্দ্রিক এবং আয়না প্রেমিক মানুষ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ক্রিস ক্রিস্টি তাঁর বক্তৃতায় অন্যান্য রিপাবলিকান প্রার্থির সমালোচনা করে বলেছেন কেউ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঘাটাতে

রাজী নয়। তিনি ট্রাম্পকে আক্রমণ করেই তাঁর প্রাইমারী নির্বাচনের প্রচারণা চালাবেন এমন কথাই স্পষ্ট করেছেন ক্রিস ক্রিস্টি।

ট্রাম্পের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন , আমি যে ব্যক্তির কথা বলছি তিনি আয়না ভালোবাসেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে শ্রেষ্ট ভাবেন। যে লোক কখনো কোন দায় স্বীকার করেন না , যিনি সব সময় অন্যের উপর দায় চাপান, অন্যের ত্রুটি দেখেন; যেকোন সাফল্যের যিনি কোন না কোনভাবে নিজের অংশিদারিত্ব দাবি করেন এমন নিঃসঙ্গ নামুষ হচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প রিপাবলিকান দলকে বিভক্ত করেছেন, নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছেন উল্লেখ করে ক্রিস বলেন তিনি একজনকে অন্যজনের পেছনে লেলিয়ে দিচ্ছেন। ক্রিস ক্রিস্টি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সমালোচনা করে বলেন , তিনি যে বাইডেনকে জানতেন সে মানুষটিকে এখন আর খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দেশের সমস্যার গভীরে প্রেসিডেন্ট বাইডেন সংযোগ করতে পারছেন না বলে তিনি সমালোচনা করেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্রুতই জবাব দিয়েছেন ক্রিস ক্রিস্টির। বলেছেন, ক্রিস্টি কী বলছেন , তা কেউ ধরতে পারছে না। ট্রাম্প বলেছেন, যে লোক সর্বনিম্ন জনপ্রিয়তা (সাত শতাংশ) নিয়ে নিউজার্সির ব্যর্থ গভর্নর হিসেবে বিদায় নিতে হয়েছে, তাঁর কথা কে শুনবে আমেরিকার ২০২৪ সালের নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা শুরু হচ্ছে। প্রথম দফার উত্তেজনা থাকবে রিপাবলিকান দলের প্রাইমারি নিয়ে। ট্রাম্পের পর সাবেক গভর্নর নিকি হ্যালি, গভর্নর ডি সেন্টিস এবং সাবেক গভর্নর ক্রিস ক্রিস্টি জাতীয়ভাবে পরিচিত নাম। যদিও ক্রিস ক্রিস্টি ছাড়া অন্য প্রার্থীদের রাজনৈতিক অবস্থান ডোনাল্ড ট্রামের কাছাকাছি। ক্রিস ক্রিস্টি রিপাবলিকান দলের হলেও ডেমোক্র্যাটদের সাথে সমঝোতা করে কাজ করার উদাহরণ রয়েছে তাঁর। রিপাবলিকান দলের মধ্যে ট্রাম্পের দৌরাত্বের কারনে যারা চুপসে আছে, তাঁরা সোচ্চার হলে ক্রিসটিই রিপাবলিকান দলে ট্রাম্পের জন্য চ্যালেঞ্জ হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ফোবানা নিয়ে যতো কাণ্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সংবাদ সম্মেলনের ভিডিওতে দেখা গেছে, আয়োজকরা সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরছিলেন, তখন সাংবাদিকরা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন। এ সময় এক সাংবাদিক বর্তমানে

ফোবানার স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান কে? এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে সেখানে উপস্থিত মোহাম্মদ হোসেন খান বলে ওঠেন, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আলী ইমাম শিকদার ফোবানার বর্তমান চেয়ারম্যান। আর এমন উত্তরে মুহূর্তেই চড়াও হয়ে ওঠেন গিয়াস আহমেদ। যিনি স্টিয়ারিং কমিটিতে চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন। এ সময় গিয়াস আহমেদ চড়াও হয়ে বলেন, এটা বলার জন্য আপনাকে এই অথরিটি কে দিয়েছে? হু আর ইউ? সংবাদ সম্মেলনে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হলে সবাই দাড়িয়ে যান। এ সময় বেশ কয়েকজন পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। পরে কয়েক মিনিট উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। কয়েক মিনিট পরিস্থিতি অস্বাভাবিক থাকার পর ঠিক আগের বিষয়ে আবারও আলোচনা শুরু হয়। তখন সংবাদ সম্মেলনে আবারও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরে স্টেয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদর এবং মেম্বার সেক্রেটারী শাহ নেওয়াজ তাদের কমিটির বিভিন্ন আলাপ আলোচনা এবং পরামর্শ সবার সামনে তুলে ধরেন। এক পর্যায়ে সংবাদ সম্মেলন স্বাভাবিকভাবে চলে। কিন্তু ফের শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। বেশ কিছুক্ষণ বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকার পর সংবাদ সম্মেলনে দাড়িয়ে সবাইকে উদ্দেশ্য করে মেম্বার সেক্রেটারী শাহ নেওয়াজ সবাইকে শান্ত করে বলেন, গিয়াস ভাই, আমি এবং আমাদের আগের স্টেয়ারিং কমিটির সদস্যদের নিয়ে নতুন করে নতুন সদস্য যুক্ত করে আমরা সবার সামনে একটি

পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবো। তিনি বলেন, গিয়াস ভাই যে কমিটি ঘোষণা করেছেন আমরা সেটা রেখেই পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবো। স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ বলেন, আমরা যে কমিটি ঘোষণা করেছি তা রেখে নতুন করে সমন্বয় করে দ্রুত সবার সামনে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবো। এ সময় তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানান। এর আগে, গত ২০মে সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে জ্যাকসন হাইটস্থ নবান্ন রেষ্টুরেন্টের চাইনিজে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রায় এক বছর পর ফোবানার পূর্ণাঙ্গ কমিটির ঘোষণা দেন চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় সংগঠনের চেয়ারম্যান দাবিদার আলী ইমাম শিকদারের মতো কতিপয় লোকের কর্মকান্ডের সমালোচনা করে বলা হয়, ফোবানায় 'ব্যাড এলিমেন্ট' (দুষ্ট লোক) ঢুকে পড়েছে। তারা বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে এবং বিভক্তিতে ইন্দন দিচ্ছে। তারা ক্ষমতা ও লোভের মোহে ফোবানায় এমন ঘটনা ঘটাচ্ছে। এসময় কমিউনিটির 'ব্যাড এলিমেন্ট'দের বয়কটের আহ্বান জানানো হয়।

সেই সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে গিয়াস আহমেদ ও ডা. মাসুদুর রহমান বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এর আগে ফোবানার পূর্নাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত সেই কমিটির পদস্থরা হলেন—প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ আকতার হোসেন, উপদেষ্টা যথাক্রমে আতিকুর রহমান সালু, ডা. মাসুদুর রহমান, খন্দকার ফরহাদ, মোহাম্মদ হোসেন খান, আলী ইমাম শিকদার, ডা. ইবরুল চৌধুরী, আবু জাফর মাহমুদ ও ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান। স্টিয়ারিং কমিটি—চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, ভাইস চেয়ারম্যান কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম ও আবুল আজাদ (টরন্টো, কনাডা), মেম্বার সেক্রেটারী শাহ নেওয়াজ, সহ মেম্বার সেক্রেটারী উত্তম দে (আটলান্টা, জর্জিয়া), কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ এনায়েত আলী, সদস্য যথাক্রমে তৌফিক এজাজা (মন্ট্রিয়েল, কানাডা), আসিফ বারী টুটুল, আবু জোবায়ের দারা (কানাডা), হাসানুজ্জামান হাসান প্রমুখ। এই কমিটি ঘোষণা করে আগামী ১১ জুন রোববার কুইন্সের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনাতে নব গঠিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে বলে সেই সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। আর

এরপরেই বিভিন্ন মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়। যার দরুণ মঙ্গলবার ফের সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়। যেখানে তমুল বাকযুদ্ধের পর সবাই একমত হন। ৬ জুন সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, মোহাম্মদ হোসেন খান, শাহনেওয়াজ, ফিরোজ আহমেদ, কাজী আযম, আলী ইমাম শিকদার, গিয়াস উদ্দিন এবং ডা. মাসুদুর রহমানসহ আরও অনেকে। তবে সেখানে শেষের দিকে মোহাম্মদ হোসেন খানকে চুপ থাকতে দেখা যায় এবং সংবাদ সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারি বিএনপি নেতা মিল্টন ভূঁইয়া ও আশা ডে কেয়ারের সিইও আকাশ রহমান কৌশলে মঞ্চ ত্যাগ করে চলে যেতে দেখা যায়।

যাদের কথায় নাচে এখন তারাই খাবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সচেতনতা আমরা সৃষ্টি করেছি। বাংলাদেশের জনগণের ভোটের অধিকার কেউ যদি কেড়ে নেয়, মানুষ তাদের ছেড়ে দেয় না।'

বিএনপির মুখে গণতন্ত্রের কথা শুনলে হাসি পায় জানিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, 'ওরা আবার গণতন্ত্রের কথা কয়। গণতন্ত্রকে সুরক্ষা করেছে আওয়ামী লীগ। শুধু গণতন্ত্র না, জনগণের ভোটের অধিকার সুরক্ষা করেছে। আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হয়ে এসেছে।'

সরকারপ্রধান বলেন, সরকার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিতে পারলেও দুর্ভাগ্য একদিকে করোনাভাইরাসের তিনটা বছর। সবকিছু চলাচল বন্ধ। অর্থনীতির চালিকা স্থবির। উন্নত দেশগুলোতে মুদ্রাস্ফীতি, পরিবহন ব্যয় বেড়েছে। এরপর এল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। তারপর নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা নিষেধাজ্ঞায় প্রতিটি দ্রব্যের দাম বেড়ে গেল। প্রতিটি জিনিসের দাম এমনভাবে বেড়ে গেছে সেটা কেনা, আনা, পরিবহন করা। আবার এ জাহাজে এল কেন? সেটা আসতে দেবে না, ভিড়তে দেবে না। খালি দেশের ওপর না, জাহাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বসে থাকল আমেরিকা। যার ফলে প্রতিটা দেশে মুদ্রাস্ফীতি।

বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের যাঁরা জ্ঞানী-গুণী আছেন; বুদ্ধি বেচে জীবিকা নির্বাহ করে যাহারা—বুদ্ধিজীবী। অনেক পড়াশোনা জানে, এটা ঠিক। অনেক কিতাব পড়ে। ওই কিতাবই পড়েছে। আমি বিদ্যুৎ দিয়েছি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে তারা বক্তৃতা করে। ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি। সেটার সুযোগ নেয়। প্রাইভেটই টেলিভিশন আওয়ামী লীগ দিয়েছে। সেই সুযোগ নিয়ে টক শো করে বলে দেবে, এই বাজেট আওয়ামী লীগ কোনো দিনই বাস্তবায়ন করতে পারবে না। আমি স্পষ্ট করতে চাই, কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারব, এটা জেনেই বাজেট দিয়েছি।'

নির্বাচনকালীন সরকার কেমন হতে পারে?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হতে পারে এই সরকার?

সংবিধানে যা বলা হয়েছে:

বাংলাদেশের সংবিধানে শুরু থেকে ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনেই নির্বাচনের বিধান ছিল। সামরিক শাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন।

সকল বিরোধী দলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ একটি 'নিরপেক্ষ নির্দলীয় কেয়ারটেকার' সরকার গঠন করেন, যার একমাত্র দায়িত্ব ছিল তিন মাসের মধ্যে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করা।

১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকারের অধীনে ১৫ ফেব্রুয়ারির বিতর্কিত ষষ্ঠ জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা হলেও তা বর্জন করেছিল আওয়ামী লীগ সহ বিরোধী দলগুলো। এরপর সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়, যে সরকারের মূল কাজ একটি জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করা।

তবে ২০১১ সালে মে মাসে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট ওই ব্যবস্থাকে অবৈধ ও অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করে। এরপর পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচনকালীন কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে আবার পুরনো ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া হয়। যদিও সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, পরবর্তী দুটি জাতীয় নির্বাচন ওই ব্যবস্থার অধীনে হতে পারে।

এরপর গত দুটি জাতীয় নির্বাচন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যদিও সেসব নির্বাচন নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে।

সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে আলাদা করে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনেই নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের আয়োজন করবে।

সংবিধান বিশেষজ্ঞ এবং প্রবীণ আইনজীবী শাহদীন মালিক বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে সংবিধানে আলাদা কিছু বলা হয়নি। একটি মন্ত্রিসভায় কতজন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী থাকবেন, সেটা পুরোপুরি প্রধানমন্ত্রীর ওপর নির্ভর করে। তিনি চাইলে সেটা বাড়াতে বা কমাতে পারেন। এখানে সংবিধানে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।' তিনি বলেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বলা হয়েছিল যে, তারা রুটিন দায়িত্ব পালন করবেন। সেখানে ১০ জন উপদেষ্টা থাকবেন, এভাবে বলা হয়েছিল। কিন্তু এখনকার সংবিধানে নির্বাচনের সময় দায়িত্বে থাকা সরকারের বিষয়ে এরকম কিছু বলা হয়নি। তিনি কোনো কিছু করতে পারবেন না, এরকম কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই।'

এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী চাইলে যেকোনো প্রকার মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারেন বলে তিনি জানান। সংসদ বহাল থাকায় সর্বদলীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সরকারের কাঠামোতে চাইলে যেকোনো প্রকার পরিবর্তনও আনা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

নির্বাচনকালীন সরকারের যেসব পন্থা রয়েছে

আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতাসীন দলের অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান রয়েছে। জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের পুরোপুরি দায়িত্বে থাকবে নির্বাচন কমিশন।

সংবিধানের ১২৩(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, মেয়াদ অবসানের কারণে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। ৫৭ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) এবং নির্বাচনী বিধিমালা অনুযায়ী, তফসিল ঘোষণার পর প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের বদলি, পদায়নসহ কিছু কিছু কাজে সরকারকে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিতে হয়। যদিও অতীতে এই নিয়মের লঙ্ঘনেরও উদাহরণ রয়েছে।

অতীতের উদাহরণ টেনে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নির্বাচনের সময় যে সরকার দায়িত্ব পালন করবে, প্রধানমন্ত্রী চাইলে সেখানে কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন। সেখানে তিনি টেকনোক্রেট মন্ত্রী নিয়োগ, উপদেষ্টা নিয়োগ, মন্ত্রিসভার আকার ছোট বা বড় করতে পারেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের উপদেষ্টা বলা হতো। বর্তমান সরকারের সময়েও বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের দেখভালের প্রধান দায়িত্বে উপদেষ্টারা রয়েছেন।

সংবিধান বিশেষজ্ঞ শাহদীন মালিক বলছেন, 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় আইন করে উপদেষ্টাদের বিধান থাকলেও বর্তমান ব্যবস্থায় উপদেষ্টা নিয়োগের বিষয়টি আইনে নেই। কিন্তু গত কয়েক বছরে উপদেষ্টার যে সিস্টেম চালু হয়েছে, আমার জানা মতে, এর আইনগত কোনো কাঠামো নেই। কিন্তু এরকম একটা ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী চাইলে যতজন খুশি উপদেষ্টা নিয়োগ দিতে পারেন। সংবিধানে বা আইনে এই বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।'

অতীতে ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে এরকম পরিবর্তন করতে দেখা গেছে। কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, সংসদ সদস্যদের ভেতর থেকে কেউ ইচ্ছা প্রকাশ করলে নির্বাচনকালীন সরকারে জায়গা পেতে পারেন। যদিও বিরোধী দল বিএনপির কারো ওই সরকারে জায়গা হবে না বলে পরিষ্কার ঘোষণা দিয়েছেন।

নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ যা বলছে

নির্বাচনের সময়কার সরকার নিয়ে বাংলাদেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল- আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির বিশাল ফারাক রয়েছে।

বিরোধী দল বিএনপি বলছে, তারা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া কোন নির্বাচনে যাবে না। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ বলছে, সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনেই নির্বাচন হবে, এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই।

বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'নির্দলীয়-নিরপেক্ষ সরকারের বিকল্প তো কিছু নেই। বাংলাদেশে অতীতে দলীয় সরকারের অধীনে সাতটি নির্বাচন হয়েছে, সবগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন নিয়েই কোন বিতর্ক হয়নি। এই কারণেই তো কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা এসেছে। এই ব্যবস্থা জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে হয়েছিল, সেটা বাতিল করতে হলেও তো জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে হওয়া উচিত।'

তিনি বলছেন, নির্বাচনকালীন সরকারকে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে। এখানে বিশ্বাসযোগ্যতার ঘাটতি হলো সবচেয়ে আগে। সেটা পূরণের জন্যই তো কেয়ারটেকার সরকার এসেছে। সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যভাবে যদি সেই ঘাটতি যদি পূরণ করা যায়, তাহলেই সেটা সমাধান হতে পারে।

যদিও আওয়ামী লীগের নেতারা বলছেন, সংবিধান অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা চালুর কোনো সুযোগ নেই। যুক্তরাজ্য, ভারতের আদলে ক্ষমতাসীন দলের অধীনেই নির্বাচন হবে।

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এবং সাবেক আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদ বলছেন, 'সংবিধান অনুযায়ী একটাই পথ নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।'

সব দলের অংশগ্রহণে সরকার গঠনের কোনো প্রয়োজন আছে কিনা, জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'প্রয়োজন না হলে সেটা কেন করা হবে? সংবিধান তো সেটা বলে না। সবাই বসে মিলে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে এরকম কোন সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে হয়তো ওইরকম সরকার গঠন হতে পারে। কিন্তু সংবিধানে এরকম কিছু বলা নেই। সংবিধানের বাইরে যাওয়ার তো সুযোগ নেই।'

নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং সাবেক নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত বিগ্রেডিয়ার জেনারেল সাখাওয়াত হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনই ভালো হয়নি। এগুলোকে গ্রহণযোগ্য বলা যায় না। ২০১৪, ২০১৮ সালের নির্বাচন এর বড় উদাহরণ।' তিনি বলেন, 'কারণ মাঠ পর্যায়ে যাদের দিয়ে নির্বাচন করানো হয়, তারা আইনিভাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকলেও মানসিকভাবে থাকে না। সেই কারণে নির্বাচন কমিশন তাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আবার নির্বাচন কমিশনেও যারা থাকে, তারা এক ধরনের মানসিক চাপের মধ্যে থাকে।'

তিনি বলছেন, ঐতিহাসিকভাবে এমন কোনো উদাহরণ বাংলাদেশে নেই, যেখানে সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে নির্বাচন হয়েছে, সেগুলো আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বর্তমান সরকারের অধীনে দুটা নির্বাচন ভালো হয়নি, আগামীতে ভালো হবে- তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

জর্জিয়ায় বাংলাদেশিদের এক সন্ধ্যা

কামরুল হাসান

কারও পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি, কেউবা পরেছেন লাল-হলুদ-বাসন্তীসহ হরেক রকমের শাড়ি। বেলীর ঝুমকোটাও ধুলছে খোপায়, কারও কপালে আবার বাঁধা লাল সবুজের পতাকা। সেই সাথে জননন্দিত গায়ক এস আই টুটুল এবং কৃষ্ণহীরক' কিংবা 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড' হিসেবে পরিচিত বেবী নাজনীনের কণ্ঠে মন ভোলানো বাংলা গানের সুরে সেদিন সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া পরিণত হয়েছিলো বাঙালিদের মিলনমেলায়।

বলছিলাম গত ২৭ মে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার নব নির্বাচিত কমিটির নির্বাচনোত্তর অভিষেক, বাংলা নববর্ষ ও ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠানের কথা। জর্জিয়ার বার্কমার হাই স্কুলের সুবিশাল অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এই আয়োজন। যেখানে বাংলাদেশের জনপ্রিয় গীতিকার, সুরকার এবং কণ্ঠ শিল্পী এসআই টুটুল এবং সুরেলা কণ্ঠী বেবী নাজনিনসহ স্থানীয় এক ঝাঁক সঙ্গীত অনুরাগী অংশগ্রহণ করেন।

মূলত সংগঠনটির নব নির্বাচিত কমিটির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় জমকালো এই আয়োজন। গত ২৭ মার্চ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার সাধারণ নির্বাচনে সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে মাহবুব লোদী প্যানেলের পুরো প্যানেলই সেই নির্বাচনে বিজয়ী হন। সেই কমিটির অভিষেকের সাথে এই অনুষ্ঠানে বাড়তি আমেজ যুক্ত করে বাংলা নববর্ষ ও ঈদ পূণর্মিলনী উদযাপন।

সরজমিনে দেখা গেছে, সন্ধ্যার আগেই এদিন অনুষ্ঠানস্থলে আসতে থাকেন জর্জিয়ায় বসবাসরত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বাংলাদেশিরা। বিদেশের মাটিতেও বাঙালি সংস্কৃতিকে ধারণ করে বাঙালি সাজে সমাবেত হোন সবাই। অনুষ্ঠানে অতিথিদের সাথে ছিলেন তাদের স্ত্রী-সন্তানরা। পরিবার পরিজন নিয়ে মনোমুগ্ধকর সন্ধ্যা কাটাতে উপস্থিত হোন সবাই। আড্ডা গল্পে শুরু হয় প্রাথমিক উদযাপন। এর পর একে এক চলে বিভিন্ন শিল্পীর পরিবেশনা। জর্জিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্পীরা ছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশ নেন বাংলাদেশ উদীচি শিল্পী গোষ্ঠীর আটলান্টা জর্জিয়া কমিটির শিল্পীবৃন্দ। সেই সাথে জনপ্রিয় শিল্পী এসআই টুটুল এবং বেবী নাজনিনের গান মাতিয়ে তুলে পুরো আয়োজন।

যায় দিন যায় একাকি.....; ওরে চাম্পানওয়ালা তুই আমারে....— এসআই টুটুল এবং বেবী নাজনিনের কণ্ঠে এসব বাংলা গান তৈরি করে এক অন্যরকম আভা। যা বিদেশের মাটিতে অবস্থানরত বাঙালিদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে নিজ দেশের কথা। সেই সাথে গানে গানে জীবনের বিভিন্ন সময়ের স্মৃতিচারণও হয়ে যায় এই আয়োজনের মাধ্যমে।

এছাড়া অনুষ্ঠানে ছিলো কয়েকটি খাবার, রকমারি শাড়ি কাপড়, জুয়েলারির স্টল। যেখানে অতিথিরা ঘুরে ঘুরে নিজের পছন্দের খাবার গ্রহণ করেন। সেই সাথে পছন্দের শাড়ি জুয়েলারি সামগ্রীও কিনে নেন সবাই।

এদিকে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান ইতিহাসে এবারেই প্রথম জর্জিয়ার সব শিল্পীদের একই মঞ্চে এক সাথে গান করার সুযোগ করে দিয়েছে। যা ইতিমধ্যেই সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। সেই সাথে এমন আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ দিতেও ভুলেননি অতিথি-শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

এর আগে, গত ১৯ মার্চ বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব জর্জিয়ার সাধারণ নির্বাচনে মাহবুব-লোদী পরিষদ পুরো প্যানেলই বিজয়ী হন। গত ৬ এপ্রিল প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারগণ নির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান। এতে সভাপতি নির্বাচিত হোন মাহবুবুর রহমান ভূঁইয়া এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হোন মোহাম্মদ আলী খান লোদী।

রেস্তোরাঁ এবং

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সক্ষম হয়েছে এবং কিছু শিল্প এখনও মহামারীর কারণে হারিয়ে যাওয়া সমস্ত শ্রমিকদের পুনরুদ্ধার করতে লড়াই করে যাচ্ছে। তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে অবসর এবং রেস্তোরাঁ শিল্প। মোট ৩ লক্ষ ৫০ হাজার কম কর্মী নিয়ে এই খাতটি রীতিমত সংগ্রাম করে যাচ্ছে। মহামারীর কারনে অবসর এবং রেস্তোরাঁ কর্মীরা সবচেয়ে বেশি ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছিল কারণ লকডাউনের সময় অধিকাংশ হোটেল এবং রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু যখন রেস্তোরাঁ, পানীয়শালা এবং বিনোদনের জায়গাগুলো আবার খোলার অনুমতি পায় তখন আর শ্রমিকরা তাদের পুরানো চাকুরি ফিরে পাওয়ার সুযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। পরিবর্তে তারা যে শিল্পে বেশি অর্থ প্রদান করেছে সেখানেই যোগ দিয়েছে। একটি নেতৃস্থানীয় স্টাফিং ফার্ম ম্যানপাওয়ার গ্রুপের প্রতিভা সমাধানের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জিম ম্যাককয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "আমরা রেস্তোরাঁয় কাজ করা লোকেদের তাদের বাড়ি থেকে কম্পিউটারে কাজ করার জন্য

একটি বড় রূপান্তর দেখেতে পাচ্ছি। এই শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই কল সেন্টারের মাধ্যমে দূরবর্তীভাবে কাজ ঘরে বসে করছে এবং তখন থেকেই এই চাকরির সাথেই আটকে আছে।"

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি চাকুরিক্ষেত্রে শ্রমিকের দ্বিতীয় বৃহত্তম

ঘাটতি হচ্ছে। পরিচ্ছন্নকর্মী, ডাককর্মী এবং স্কুল শিক্ষকের বেশ ঘাটতি

দেশজুড়ে দেখা যাচ্ছে। এই শিল্পের কর্মী ঘাটতির সিংহভাগই আসছে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে। শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির তুলনায় গত মাসে সারা দেশে ১ লক্ষ ১৮ হাজার কম সরকারি স্কুল শিক্ষক কর্মরত আছে। বিশ্লেষকদের মতে করোনা সংক্রোমনের ভয়ে অনেক শিক্ষক তাদের চাকরি ছেড়ে দেন এবং ফিরতে নারাজ।ম্যাককয় বলেন, "অন্যান্য খাতের মতে সরকারি এবং রোস্তোরাঁ শিল্পের কর্মসংস্থানের কর্মী নিয়োগ সঠিক অনুপাতে হচ্ছে না।"

জন্মগত আমেরিকান নাগরিকত্ব আইন নিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছে বা ন্যাচারালাইজেড হয়েছে এবং এর জুরিসডিকশন সাপেক্ষে সবাই নাগরিক নাগরিক (all people born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof" are citizens.) সংবিধানের এ ধারাটি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এখন ভিন্নভাবে। বলা হচ্ছে, নথিপত্রহীন লোকজন আমেরিকায় ন্যাচারালাইজড নয়। ফলে তাদের সন্তানরা জন্মগতভাবে নাগরিকত্ব পাবে না। অভিবাসনের উপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়েছে। আমেরিকার সিভিল ওয়ারের পর দাসদের এবং দাস সন্তানদের আমেরিকার নাগরিকত্ব দেয়ায় জন্য সংবিধানে বিষয়টি অন্তর্ভুক্তি করা হয়। যদিও আমেরিকায় অবস্থানরত কূটনীতিবিদদের এখানে জন্ম নেয়া সন্তানদের নাগরিকত্ব নিয়ে এর আগেও সংবিধানের এ ধারাটি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। সংবিধান বিশেষজ্ঞরা সংশোধনীর ভাষাটিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর চারবছরের ক্ষমতাকালীন সময়ে অভিবাসন বিরোধী নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। ঐসব পদক্ষেপ তাঁর সমর্থকদের উজ্জীবিত করেছে।

আমেরিকা অভিবাসীদের দখলে ক্রমশ চলে যাচ্ছে। শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্টবাদীদের কাছে এ ভয় এখন তাড়া করছে খুব করে। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ডোনাল্ড ট্রাম্প জন্মগত নাগরিকত্ব অধিকার নিয়ে এক সাক্ষাতকারে একবার বলেছিলেন। তবে এ নিয়ে তখন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তিনি পারিবারিক অভিবাসনও বন্ধ করে দেয়ার কথা বলেছিলেন।

আগামী নির্বাচনের জন্য রিপাবলিকানদের প্রাইমারী প্রচারণা এরমধ্যেই নড়েচড়ে উঠেছে। প্রার্থীরা মাঠে নেমে গেছেন। সবাই প্রমাণ করার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন, ইমিগ্রেশন নিয়ে তাঁর অবস্থান সবচেয়ে কঠিন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময়টিতে আমেরিকার সীমান্ত বেসামাল হয়ে পড়ে। মহামারি পরবর্তি জোয়ারে বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মতো লোকজন এসে আমেরিকায় প্রবেশ করেছে।

রিপাবলিকানদের অভিযোগ, এর মধ্যে প্রচুর অপরাধির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আমেরিকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রায়ই নাজুক হয়ে উঠছে। শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্টবাদীরা প্রচার করছে , এসবই হচ্ছে ইমিগ্রেশন নিয়ে কঠোর অবস্থান না নেয়ার কারণে। রিপাবলিকান দলের প্রাইমারীতে ইমিগ্রেশন বিতর্ক ও আইন শৃঙ্খলা বিতর্কই সামনে চলে এসেছে এরমধ্যেই। এ বিতর্ককে উস্কে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বলেছেন, নির্বাহী আদেশ দিয়ে প্রথম দিনেই তিনি জন্মগত নাগরিকত্ব অধিকারটি বাতিল করে দেবেন। এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সাংবিধানিক ব্যাখ্যার বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে যাবে।

অভিবাসীগ্রুপগুলো আশংকা করছে, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট এখন চরম রক্ষণশীল বিচারকদের নিয়ন্ত্রণে। ফলে শত বছরের পুরনো আইনটির ব্যাখ্যা সুপ্রিম কোর্টে অরক্ষিত থাকবে, এমন ভরশা করা যাচ্ছে না। আমেরিকাজ ভয়েস নামের অভিবাসী সংগঠনের আইন উপদেষ্টা ডেভিড লিওপোল্ড বলেছেন, ট্রাম্পের ঘোষণায় আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ উগ্রবাদীদের নতুন করে আলোচনায় উত্তাপ এনে দিয়েছে। এছাড়া, রিপাবলিকান দলের আসছে প্রাইমারি ইমিগ্রেশন, চরমপন্থা, জাতিগত, বর্ণগত বিদ্বেষ মারাত্মকভাবে উস্কে উঠবে বলে তিনি মনে করেন।

রিপাবলিকান দলের অন্য অগ্রবর্তী প্রার্থি গভর্নর ডি সেন্তিস আইওয়াতে দেয়া তাঁর প্রচারণা সভায় বলেছেন, তাঁকে নির্বাচিত করলে তিনি ৮ বছর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ থাকবে। এমন দীর্ঘ সময়ে তিনি রক্ষণশীলদের সব

এজেন্ডা বাস্তবায়নে সক্ষম হবেন। গভর্নর ডি সেন্তিস সহ রিপাবলিকান দলের অধিকাংশ নেতারাই এখন চরম অভিবাসন বিরোধী প্রমাণে নিজেরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

রক্ষণশীলতার প্রতিযোগিতায় আমেরিকার জন্মগত অধিকার আইন খর্ব করার পথ উন্মুক্ত হচ্ছে বলে অভিবাসী গ্রুপগুলো আতংকের সাথে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে।

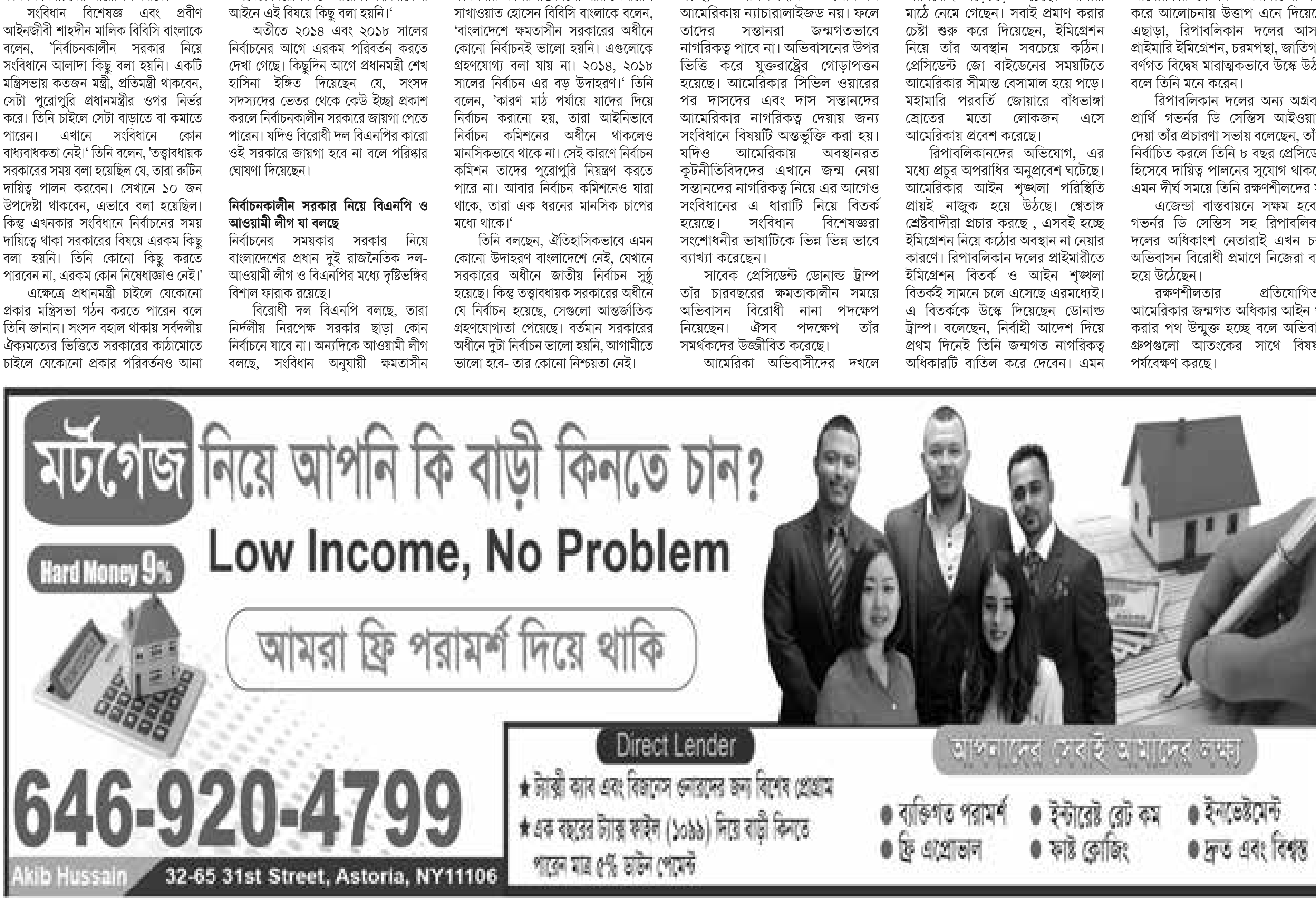

নির্বাচনে বাংলাদেশের নিজস্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস শিগগিরই ওয়াশিংটন যাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, এটা মার্কিন রাষ্ট্রদূতের রুটিন সফর। প্রতি বছরেই এই সময়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্বাগতিক দেশের পরিস্থিতি নিজ দেশে অবহিত করেন। তবে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এবং ভিসানীতি ঘোষণার পর পিটার হাসের এবারের ওয়াশিংটন সফরকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার আগে তিনি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সংশোধনীর বিষয়ে অগ্রগতি জানতে ২৯ মে আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ চার রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা কমানোর কারণ জানতে বৈঠক করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামালের সঙ্গে। এছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সঙ্গে ভিসানীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রদূত পিটার হাস প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব তফাজ্জল হোসেন মিয়া, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করেন।

এসব বৈঠকে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নির্বাচন প্রসঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। দলগুলো তাদের অবস্থান জানানোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রদূত পিটার হাস ওয়াশিংটনের প্রত্যাশার কথা ব্যক্ত করেছেন বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র বারবারই অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রতি জোর দিয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্টনি ব্লিংকেন বলেছেন, বাংলাদেশ এমন নির্বাচন করুক, যা গোটা বিশ্ব তাকিয়ে দেখবে। মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার ভারত মহাসাগরীয় সম্মেলনে যোগ দিতে বাংলাদেশ সফর করেছেন। ওই সময়ে তিনি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের বিষয় ব্যক্ত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন কিংবা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রসঙ্গে কিছু বলা হয়নি। এসব বিষয়কে বাংলাদেশের জনগণের বিষয় বলে মনে করে দেশটি। এ কারণে এসব প্রসঙ্গে কোনো মার্কিন কর্মকর্তাই কোনো মন্তব্য করেননি। ভিসানীতির বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি বলেছেন, তারা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য মার্কিন ভিসানীতির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করলেও যুক্তরাষ্ট্রের মতো একই পথে হাঁটবে না। জুলাইয়ে ইইউ থেকে প্রাক-নির্বাচনি পর্যবেক্ষক দল আসবে। বাংলাদেশে নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে বলে নিশ্চিত হলে তারা পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে। জাপানের রাষ্ট্রদূতও বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে বিএনপি, নির্বাচন কমিশনসহ বিভিন্ন পর্যায়ে বৈঠক করেছেন। নির্বাচন কমিশন জাপানকে পর্যবেক্ষক পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছে। প্রতিবেশী ভারতও বাংলাদেশের পরিস্থিতির প্রতি নজর রাখছে বলে কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে। জানতে চাইলে ভারতের থিংকট্যাংক গেটওয়ে হাউজের সিনিয়র ফেলো অমিত ভান্ডারি বলেন, 'বাংলাদেশের নির্বাচন বাংলাদেশের নিজস্ব বিষয়। এ বিষয়ে ভারতের কোনো বক্তব্য নেই। তবে যুক্তরাষ্ট্র যে ভিসানীতি ঘোষণা করেছে সে প্রসঙ্গে আমি বলব, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত পাকিস্তান ও মিয়ানমারের দিকে নজর দেওয়া।' বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অতিমাত্রায় আগ্রহের নেপথ্যে ভূ-রাজনীতি এবং কৌশলগত স্বার্থ জড়িত রয়েছে বলে কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ যাতে চীনের প্রতি অধিকমাত্রায় ঝুঁকে না পড়ে সে লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টির কৌশল বলেও অনেকে মনে করেন। তবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও বিরোধী বিএনপি উভয় দলই মার্কিন ভিসানীতিতে নিজেদের আত্মতুষ্টির দিকগুলো তুলে ধরছে। যদিও অভিজ্ঞ মহলের মতে, মার্কিন ভিসানীতি বাংলাদেশের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকর।

সর্বশেষ মঙ্গলবার মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের সঙ্গে তার গুলশানের কার্যালয়ে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে আইন ও সংসদবিষয়কমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক উপস্থিত ছিলেন।

পরে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সাংবাদিকদের বলেন, আইএলও'র ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আইএলও'র ব্যাপারে কিছু একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। সেটার ব্যাপারে, লেবার রাইটসের ব্যাপারে, উনাদের দল আসছিল, সেটা কনসাইজ করে একটা প্রস্তাব দিলেন। আমরা সেটা বোঝার জন্য মিটিং করলাম।'

রাজনৈতিক বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, 'আইএলও'র বাইরে আর কোনো বিষয়ে কোনো কথা হয়নি।'

একই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বৈঠকে বিএনপি'র সরকারবিরোধী আন্দোলন এবং নির্বাচন নিয়ে দলটির অবস্থান জানতে চেয়েছেন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। মির্জা ফখরুল বিএনপির অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন। বিএনপি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার দাবি জানিয়ে আসছে।

নির্বাচনকালীন সরকারের প্রশ্নে সংবিধানের বাইরে যেতে চায় না ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। সরকারের তরফে বলা হচ্ছে, নির্বাচনের আগে বর্তমান মন্ত্রীরা পদত্যাগ করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি ছোট মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। এটিই হবে নির্বাচনকালীন সরকার। নির্বাচনকালীন সরকারে জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিত্বশীল দলগুলোর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে চায় সরকার। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু মঙ্গলবার বলেছেন, প্রয়োজনে জাতিসংঘের প্রতিনিধির সামনে বসে বিএনপি'র সঙ্গে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী আওয়ামী লীগ।

আমির হোসেন আমু বলেন, '২০১৩ সালে জাতিসংঘের প্রতিনিধি তারানকো বাংলাদেশে এসেছিলেন। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তারানকো আমাদের আলোচনার যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিএনপি নির্বাচন বর্জন করে। জ্বালাও-পোড়াও করে। এবারও জাতিসংঘ প্রতিনিধি এলে আমরা তাদের সামনে আলোচনা করতে রাজি আছি।'

তবে আমির হোসেন আমুর এমন মন্তব্যে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিক্রিয়া দিতে অস্বীকার করেছে বিএনপি। জানতে চাইলে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, 'কে কোথায় কোন মিটিংয়ে কি বক্তৃতা দিয়েছে, তার কোনো প্রতিক্রিয় দিতে পারি না।'

এদিকে, বিএনপি নেতারা বলছেন, তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে অনড়। খালেদা জিয়ার পরিবারের কোনো সদস্য ছাড়া তারা নির্বাচনে অংশ নেওয়ার চিন্তা করছেন না। ফলে আলোচনার প্রাথমিক শর্ত হতে পারে খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের নামে করা ৩৫ লাখ রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার।

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি
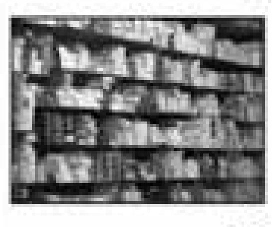
(সাটফিন বুলভাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

SE CI
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিট্যান্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1881
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রজঃস্বলা

কাকন রেজা

চিৎকার গলার ভেতর আটকে থাকে, কোথাও জমে জল
ডিসেম্বরের এ শীত জমায় বিষাদ অবিকল

একটু ভুল না হয় ছিলো, সোনা তাতেও লাগে খাদ
ভালোবাসা জৈবিক, শরীর কখনো হয় না নিখাদ

ভালোবাসা মানেনি শুদ্ধতার সূত্র কোনো একদম
রমণে অভিন্ন জীবন পেয়ে যায় পূর্ণতা, মনোরম

ভাষা হলো যোগাযোগ, বানান ভুল হলেও বুঝে নেয়া যায়
শুদ্ধতার নয়া তত্ত্ব ভিন্নতায় অর্থহীন, নিজেকে হারায়

প্রেমিক কাকে বলে, খিমচে ধরা যে কাঁধ, চিরে দেয়া পিঠ
বিসর্জন যেখানে প্রবল, হারায় যেখানে সকল সংবিৎ

চিৎকার গলার ভেতর আটকে থাকে, কীভাবে যায় বলা
প্রেমিক বলেই পৃথিবী এবং সে হয়েছে রজঃস্বলা

উড়ছে মানুষ, উড়ছে পাখি

অনির্বাণ চৌধুরী

মানুষের ভীড়ে একটি গাছ অন্ধকারে হারিয়ে গেল!
কেউ আলাদা করে বলল না,
তার নিজস্ব কিছু বিপন্নতার গল্প,
রান্নাঘরের কার্নিশে বসে থাকা চিল'কে
তাই খেতে হল –
সভ্যতার উড়ন্ত চিল!
সেই মুহূর্তেই সে উড়ে চলে গেল বিপন্ন সেই গাছের কাছে;
আর যারা শান্তিতে বসে ছিল এতদিন সেই গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায়
তারা আজও বুঝতে পারল না –
দুটি জীবনের কথা একসাথে ভাবতে গেলে,
একটি বিপন্ন গাছ নয়তো একটি বিপন্ন চিলের গল্প
তাদের প্রত্যেকেরই জীবনে
কমপক্ষে অন্তত একবার লেখার চেষ্টা করা অত্যন্ত জরুরি!

রুমি

শঙ্খশুভ্র পাত্র

'এবাদত' যে যার নিজের মতো— এ-বাবদ এত
ধার্য হবে পরিচর্যা— বীজধান, জলসেচ, ভূমি...
স্বপ্নের ফোয়ারা, হায়, ঘনীভূত, ইতোমধ্যে তুমি
নিভু-নিভু অন্ধকারে মহীয়সী, পূর্ণশশী, ধ্যাত।

অপূর্ব সহায়, লীলা, সায়ন্তনী, বাৎসরিক স্মৃতি
প্রীতিবাক্যে অনুপম, বুদ্ধিজীবী, অংশত মাতাল
প্রলাপে গোলাপ নেই। বৃষ্টি হলে সমগ্র ঘাটাল
ডুবে যায়। শিলাবতী, থইথই... প্রচলিত রীতি

দেবাকৃতি, চলচ্চিত্র...দর্শনাদি ঘিরে সেই জোট
উচ্চস্পর্শে ভুলে গেলে একদা সে গ্রামীণ শিকড়,
ধুলোমাখা পথঘাট— ধান্যশীর্ষে কোমল শীকর
কোথায় হারালো? আলো, হাসিমাখা শিহরিত ঠোঁট।

সকলই কালের গর্ভে, এবাদত— এ-বাবদ তুমি
আমাকে কী দেবে, হায়, যতক্ষণ পাশে আছে রুমি...

মার্চ আঠাশ

সুবাইতা প্রিয়তি

এই যে দয়ার্দ্র দৃষ্টি, একজন জীবন্মৃত করে রাখছে
আর কিছু না-
তোমার মতো জন্মান্ধ থেকে নিরেট উপহার।
কিছু মিজরাব পরে থাকছো।
এক একটি স্নেহের বাণী আমার প্রতি রোমকূপে বজ্র করছে
ধ্বনিত, শোণিতের স্রোতে দরাজ হুঙ্কার-
'আমি কখনোই কারো অনুকম্পার পাত্র নই!'
স্রেফ একটি বস্তুকণা নই।
আকাশ আর পাতাল মিলে করেছে আঁতাত; তোমার পরিকল্পনা
মতো আনছো প্রভাত-
কোন সভ্যতার শাস্তিদণ্ড করছো আবিষ্কার?

তাঁর কাছে অবনত

তোফায়েল তফাজ্জল

যে হয় না কোনোদিন কারো কাছে নত
দিনে পাঁচবার শুধু হয় তাঁর কাছে অবনত
তাকে কখনো ভেবো না ফড়িঙের পাখা-তুচ্ছ,
বানরের ভেঙচি কেটে নাড়িও না পুচ্ছ।
কারণ, সে উঠে গেছে ঊর্ধ্বে, হয়ে গেছে পাহাড় থেকেও বড়ো,
পারলে পরিবারসহ তার পথ ধরো।

তাঁর কাছে একবার নত হলে
শক্ত রোদে পাওয়া বরফ থেকেও বেশি গুণে গলে।
দুনিয়াও এর ভেতরে যা কিছু আছে
সামনে-পিছে, দূরে-কাছে
ধন্য করতে হাত খুলে দেন এসবের অধিক সওয়াব-পূণ্য,
মানুষের চিরশত্রু যতো হোক খুশি মনঃক্ষুন্ন।

যারা তাঁর নুন খায়, গুণ গায় বাড়তি আবেগের ঢেউয়ে ভেসে
কেবল তাঁকেই ভালোবাসে ঝেড়ে কেঁশে
লাপাত্তা তাদের ভয়,
তাঁর কাছে বিপদে সে ফল পাবে নগদে নিশ্চয়।

বিরহ বহমান

মনিরুল ইসলাম দোলা

বিরহের উপঢৌকন আজ আর আঁচড় কাটেনা-
এ মনে- নীলিমা ছুঁয়ে
ডুকরে কাঁদে স্বপ্নের মায়াজাল
প্রিয় হারা আসবাবপত্রের মত ভেঙে যাওয়া
নিঃসঙ্গতা ইদানীং চুপসে যাওয়া চেলুনের মত -
প্রফুল্ল মন জায়গা করে নেয় নর্দমার আঁস্তাকুড়,
কুয়াশায় মেঘ জড়ো হয় বৈকালীন নম্রতায়
আমারও চোখে
তবুও কর্কশ হাসিতে ফেটে পড়ে এ-মন
আকাশকুসুম পৃথিবী সম...।

সভ্যতার হালচাল

মোঃ আব্দুর রহমান

কোকিলের ডানা ভেঙ্গেছে বলে শোক জারি করেছে
বনের রাজা
পাখিরা আশীর্বাদে বসেছে মগ ডালে
লেজকাটা ফিঙেটাও উড়াল দেয়না।

ঘরের পাশে দাফন হলো সমীর মিয়ার
সামনের বাড়ির শিক্ষিত বিবেকটা রৌদ্রের ভয়ে
পর্দাটা ফাঁকা করে না।

তাহলে কোনটাকে বলে সভ্যতা?
সুকান্তের ছাড়পত্র হাতরায় বুড়ী মা।

র্যাবিশমুক্ত চেতন

এইচ বি রিতা

রুগ্‌ণ পাতাটি নিয়ে কেন বিভ্রান্ত হও অহর্নিশ,
আমন্ত্রণে নাইসেরিয়া ম্যানিনজেটিডিস-গিলে খেতে
বোধ যা গচ্ছিত রয়ে গেছে তোমাদের ভাগে
সবটাই না হয় রোদে পোড়াও র্যাবিশমুক্ত হোক-চেতন।

জানিতো নাট্যমঞ্চে অভিনয় বাঁচিয়ে রাখে জীবন,
যেখানে
বোধ-নির্বুদ্ধিতা সতত মার খায় পুঁজিবাদী সমাজে
প্রলেতারিয়েতের মতো

রোগজীর্ণ হৃদয় না হয় বাঁচিয়ে রাখো চাপমুক্ত বাতাসের
ফিসফিসে যেখানে পৃথিবী তার সোনা-রূপায় প্রকৃতি
সাজায় নববধূর কপালের টিকলির কারুকাজে।

নয়নতারা'র এক সকাল

সোহানা নাজনীন

নয়নতারা সাদা থানের আঁচলটা মাথায় আরেকটু টেনে নিয়ে উঠোনে বের হলো। হাতের তালু ছাউনির মতো চোখের উপরে ধরে আকাশের দিকে কতক সময় তাকিয়ে দেখলো। কালো মেঘ নেই বটে কিন্তু তাই বলে সূর্যও ওঠেনি আজ। তবুও ভোরের ফোটা সাদা আলোয় চারিদিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আধুলি পয়সার মতো গোল একরত্তি উঠোন, ছনের চালা দেয়া দুটো ঘর। একটাতে সবাই মিলে থাকে আর অন্যটায় রান্না হয়। নদীর ধারে অল্প একটু জমি আছে, তাতে বেগুনের ক্ষেত করা। দুই ছেলে আর একটা কাঠের নৌকা, এই নিয়েই নয়নতারার সংসার।

সুবল আর বিমল জমজ ভাই, গায়ে গতরে বেড়ে উঠেছে গত দুই বছরে। সেদিন উঠোনে বসে দুই ভাই গায়ে তেল মাখছিল। তেলাকুচা পাতার মতো চকচকে পিঠের চামড়ায় রোদ যেন পিছলে যাচ্ছিল, সেদিকে তাকিয়ে নয়নতারা আনমনে ভাবছিল,

"এইতো, তার দুঃখের দিন ফুরালো বলে। ছেলেদুটো হাটে যেয়ে কেনা-বেচা শুরু করলেই তার কান্না শুকাবে।"

গ্রামের পাঠশালা শেষ করার পর আর ওদেরকে স্কুলে দিতে পারেনি। নয়নতারার সংসারই চলে না মোটে, দুবেলার ভাত জোটাতেই পরাস্ত। সেখানে স্কুলের মাইনে দেওয়াটা নয়নতারার জন্যে জমিদারি চিন্তাই বটে। ছেলেদুটো একটু ডাঙ্গর হবার পরে এই পাড়ার নবারুণ কাকার সাথে হাটে পাঠাতো। মাইল দেড়েক পরে ফাদিলপুরের হাট, সপ্তাহে দুইদিন জমজমাট বেচাকেনা হয়। নয়নতারা জানতো এভাবেই তার ছেলেরা একদিন হাটে নিজেদের পসরা সাজিয়ে বসবে। ব্যবসা গড়াবে, ছেলেদের বিয়ে-থা দেবে। উঠোন ভরে উঠবে অনাগত সদস্যদের নিয়ে।

এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে নয়নতারা কলসি হাতে করে উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে এলো। ঘরে একফোঁটা পানি নেই, একটু পর রান্নার যোগাড় করতে হবে। ছেলেদুটো এখনও হাট থেকে ফেরেনি, হয়তো এইবেলা ফিরবে। গতরাতে যা ঝড় হয়ে গেল, পশুরাও বের হতে সাহস পাবে না, তো আবার মানুষ। গত বিকালেই সুরমা রঙের মেঘ কেমন ধীরে ধীরে পাল্টিয়ে পোড়া হাড়ির মতো রং ধারণ করছিল। চারিদিকে বাতাস দম ধরে ছিল অনেকক্ষণ, পাখিগুলো ওড়াউড়ি শেষে আগেই ঘরে ফিরেছিল। দড়িতে দেয়া শুকনো কাপড় তুলতে তুলতে নয়নতারা কেবলই ভাবছিল ছেলে দুটো যেন আজ বাড়ির পথে পা না বাড়ায়। এর চাইতে বুদ্ধি করে নবারুণ কাকার দোকানে রাতটা থেকে গেলেই ভালো। ছেলেদুটো হয়তো তাই আর বাড়ি ফেরেনি কাল রাতে। ঝড় থেমেছে সেই মাঝরাতের আগে, সারা মেঠোপথে ভাঙ্গা ডাল-পালা আর রাজ্যের ছেঁড়া পাতায় ভর্তি। পাতাগুলোর উপর সাবধানে পা ফেলে নয়নতারা আগাচ্ছিল। পথের পাশে বিগত জমিদারের পুরনো ইমারতের ভাঙ্গা কাঠামো। প্রকাণ্ড জাম গাছটা উপড়ে উবু হয়ে পড়ে আছে। গতরাতে বাতাসের তোড়ে গাছটা টিকতে পারেনি, কেবলমাত্র ফল আসতে শুরু করেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে সবুজ গুটির মতো অপরিপক্ক জাম, সেদিকে তাকিয়ে নয়নতারার মনটা হু হু করে উঠলো। গরমের দুপুরে ছেলেদুটো এই জামতলায় বসে থেকেছে, ওদের আঙ্গুলের ডগাগুলো জামের বেগুনী রঙে রাঙ্গিয়েছে। নাহ, এখানে আর থাকা যাবেনা, এই জায়গার একটা দুর্নাম আছে। সবাই বলে অত্যাচারী জমিদারের আত্মা দিনের আলোতেও ঘুরে বেড়ায়। নবারুণ কাকা বলে ভিন্নকথা, জমিদার অত্যাচারী ছিল কিন্তু অপঘাতে তো মারা যায়নি। অপঘাতে কেও মারা না গেলে তার আত্মা শান্তিতেই আকাশের উপরে উঠে যায়। এসব কি আবোল তাবোল ভাবছে নয়নতারা! পা চালাতে হবে দ্রুত, বাড়িতে কোটিখানেক কাজ পড়ে আছে তার।

বেগুনের ক্ষেত পাশে ফেলে নয়নতারা নদীর ঘাটে নেমে এলো। কাঁটাওয়ালা গাড় সবুজ বেগুনের পাতাগুলোতে কেমন ধোঁয়াটে আবরণ জড়ানো। বৃষ্টির পানিতে ওগুলো বাড়ন্ত ছাতার আকার ধারন করেছে। গায়ে জড়ানো সাদা থানের টুকরোটা গোড়ালি থেকে সামান্য তুলে নয়নতারা পানিতে পা ডোবালো। গতকালের ঝড়ে ঘাটের কাছে কচুরিপানা ভিড় করেছে, পানি দেখা যায়না। আলগা দুহাতে কচুরির ফণাগুলো ঠেলে সরাতেই নিজের কাছে আঁতকে উঠলো নয়নতারা। কেমন যেন মানুষের মাথার চুল ভেসে আছে, বাকি শরীর এখনও পানিতে ডুবো ডুবো।

"ও ঠাকুর! তুমরা কারা গো? কোন বাড়ির ছাওয়াল?"

এই ভোরে ঘাটে কেও নেই, দূরে একজন মহিষ গোসল করাতে নেমেছে। শুনসান চারিদিক, পাড়ের তেঁতুল গাছের একটা ডাল কালো চিরল পাতা নিয়ে নদীর পানিতে ঝুকে পড়েছে। কাঁসার কলসি মাটির উপরে রেখে নয়নতারা তরতর করে কোমর খানিক পানিতে নেমে গেল। বিধবা নয়নতারার সিঁদুরবিহীন মাথা থেকে থানের আঁচলটা খসে পড়েছে। তেত্রিশ বসন্ত পাড়ি দেয়া ভরন্ত শরীরে উদভ্রান্তের মতো জলপানা সরিয়ে নয়নতারা দেখলো, একটা নয়, ডুবে যাওয়া পাশাপাশি দুটো মৃত মানুষের শরীর।

প্রথম আলো, বৃহস্পতিবার, ৮ জুন ২০২৩

গরমে সুস্থতা

মনিজা রহমান

উত্তর আমেরিকায় গ্রীষ্মকালের স্থায়ীত্ব মাত্র তিন মাস। তবে এই তিন মাস প্রচন্ড গরম থাকে। বাতাসে আদ্রতা না থাকায় গরমের তীব্রতা থাকে বেশী। অথচ এই সময়ে মানুষ পিকনিক, বিচে যাওয়া, পার্কে যাওয়া, বারবিকিউ পার্টি করে বেশী। অনেককে দেখা যায় এই ধরনের অনুষ্ঠানের পরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কাজে যেতে পারেন না। এই সমস্যা কাটাতে কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে পারেন

২. প্রথমত প্রচুর পানি পান করতে হবে। সোডা কিংবা কোন ধরনের এ্যালকোহল নয়, শুধু পানি খেতে হবে দিনে আট থেকে দশ গ্লাস।

২. তরমুজ, হানিডিউ, চেরি, বেরিজসহ রসালো ফল বেশী করে খাওয়া দরকার এই সময়ে।

৩. আগে বলেছি এই সময়ে প্রচুর অনুষ্ঠান থাকে, যেখানে মশলাদার খাবারের পরিবেশন থাকে অধিক। তবে অবশ্যই সেখানে সবজি ও সালাদ রাখতে হবে। আর মশলাদার খাবারের ভীড়ে ওই সব খাবারকে এড়ানোর কোন উপায় নেই।

৪. শীতকালে এখানে সবার প্রচুর চা আর কফি পান করা হয। গরমে সেটা কমিয়ে আনতে হবে। দিনে দুই বারের বেশী চা বা কফি খাওয়া উচিত হবে না। কারণ এই দুটি পানীয় শরীরকে শুস্ক করে। এর পরিবর্তে ফলের জ্যুস কিংবা আইসক্রিম খাওয়া যেতে পারে।

৫. ভিটামিন ডি সরাসরি পাওয়ার জন্য অনেকে এখানে রোদে বসে থাকেন। ভিটামিন ডি অত্যন্ত জরুরী শরীরের জন্য। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে এ সময় শরীরে সানস্ক্রিণ ব্যবহারের। সানগ্লাস পরতে হবে। প্রয়োজনে ক্যাপ কিংবা হ্যাট মাথায় থাকতে পারে। বিচে গেলে ছাতা ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬. অনেককে দেখা যায় গ্রীষ্মকালে গরমের কারণে ব্যায়াম আর হাঁটা কমিয়ে দেন। এটা করা যাবেনা। শরীরকে সতেজ রাখতে ব্যায়াম ও হাঁটার বিকল্প নেই।

৭. হালকা ও ঢিলেঢালা পোষাক পরতে হবে। অনেককে সামারে দেখা যায় শীতকালের মতো লম্বা হাতার জামা কিংবা হুডি পরে চলাফেরা করতে। কারণ ঘরের ভিতরে এয়ার কন্ডিশন থাকায় তারা এটা করে থাকেন। কিন্তু গরমে বাইরে এই ধরনের পোষাক শরীরের ভিতরে ঘাম উৎপাদন করে। যে কারণে ঠান্ডা-জ্বর ইত্যাদি হতে পারে।

আমেরিকার উইকেন্ড

'ইউ মীন ফিডিং অল দোজ পিপ্ল উইথ ইয়োর ওন মানি? গাঁটের পয়সা খরচ করে ভূত খাওয়ানো? ইউ হ্যাভ স্ট্রেঞ্জ রুল্স, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড'।
'যা বলেছ। তা তুমি তো ক্রিশ্চান। নিচের ড্রয়ারে একটা বাইবেল রেখেছ। প্রতি রোববারেই চার্চে যাও?'
'আরে না। প্রতি মাসে ডাকযোগে ওরা চাঁদার তাগাদা দিয়ে চিঠি পাঠায়। তোমার চাঁদাটা ঠিকমতো পাঠিয়ে দিলেই ব্যাস। দে ওন্ট বদার ইউ। ওরা খুবই ভাল জানো। ঐ যে বললাম, ওরা তোমাকে অযথা বিরক্ত করবে না'।

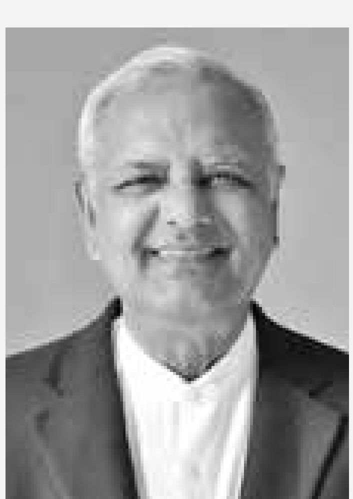

খায়রুল আনাম

সময় সোমবার বেলা ন'টা।

'গুড মর্নিং পিটার। কেমন আছ, হাউ আর ইউ?'

'ফাইন, ফাইন, অ্যান্ড ইউ? তুমি কেমন?'

'ভেরি গুড। হাউ ওয়াজ ইওর উইকেন্ড? মেমোরিয়াল ডে'র লং উইকেন্ড কেমন কাটালে? বাইরে বেড়াতে গেলে কোথাও?'

'না, যেতে পারিনি। আমার মেয়ে এসেছিল উইস্কন্সিন্ থেকে, ছেলে আইওয়া থেকে। নাতি নাতনিদের নিয়ে উই হ্যাড এ গ্রেট টাইম'।

'বার্বিকিউ করলে?'

'নো, ইট ওয়াজ অল ওয়েট। বৃষ্টির জন্য বাইরে বেরুতে পারিনি। আমার ওয়াইফ হট্ ডগ বানিয়েছিল। খুব মজা করে খেলাম। কি করলে তুমি বাড়িতে?'

'অ্যাকচুয়েলী আমি নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম'।

'নিউইয়র্ক? বিজনেসডিল ছিল বুঝি?'

'না। একটা বইমেলায়, মানে বুক ফেয়ারে যোগ দিতে'।

'জাস্ট বই কিনতে এত খরচ করে অতদুর যেতে হলো? শিকাগোতে ঐ বই পাওয়া যায় না? যাকগে, তা প্লেনে গেলে না ড্রাইভ করলে?'

'প্লেনেই গিয়েছিলাম। বইও কিনেছি। তবে ঠিক বই কিনতে নয়। বুক ফেয়ারে দর্শক ও পাঠক ছাড়া লেখক, প্রকাশকও আসে। মত বিনিময় হয়। প্রত্যেক সাইড তাদের সুবিধা অসুবিধার কথা বলে। এক গ্রুপ কি করে অন্য গ্রুপকে সাহায্য করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা হয়। মেলা বলে বই সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া, গান বাজনার আয়োজন থাকে। শাড়ী গয়নার স্টল থাকে। দর্শক, শ্রোতা, ক্রেতা, বিক্রেতা সবাই থাকে'।

'তাই বল। মেনলি তুমি শাড়ী গয়নাই কিনতে গিয়েছিলে। বই ফই এর কথা একটা স্মোক স্ক্রীন, চাপা বাজি'।

শুধু পিটার নয়। গত তিরিশ বছর ধরে দেখছি, শুনছি আমার কোলিগদের কাছ থেকে একই ধরণের কথা।

প্রতি সোমবার সকালে কফি পটের সামনের টিপিকাল আলাপঃ

'গুড মর্নিং, হাউ ওয়াজ ইয়োর উইকেন্ড?'

'নাইস'।

'কি করলে?'

'ওয়ার্কড অ্যারাউন্ড দ্যা হাউস। লন মোওয়ার দিয়ে ঘাস কাটলাম। আর বাড়ির টুকিটাকি খুটখাট রিপেয়ার তো লেগেই থাকে। পরের উইকেন্ডে গেস্ট রুমের পেইন্টিংটা শেষ হয়ে যাবে মনে হয়। ভাবছি বাথরুমে একটা জাকুজি বানাবো। তুমি কি করলে?'

'একটা কমিউনিটি ফাংশান ছিল। সেসব আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার ঝক্কি সামলাতে উইকেন্ড কোথা দিয়ে কেটে গেল জানতেও পারিনি'।

'তুমি তো বল প্রত্যেক উইকেন্ডে তোমাদের কমিউনিটি গ্যাদারিং থাকে'।

'কমিউনিটি গ্যাদারিই, তবে সে অর্থে নয়। প্রতি উইকেন্ডে পালা ক্রমে এক একজনের বাড়ীতে নেমন্তন্ন থাকে, ৭ থেকে ১২ টি ফেমিলির। এই উইকেন্ডে আমার, পরের বার আর একজনের বাড়িতে। তার পরের উইকেন্ডে তৃতীয় আর একজনের বাড়িতে। এইরকম'।

'মানে পটলাক। সবাই এক একটা করে ডিশ নিয়ে আসে?'

'তা নয়। এক একবার এক একজন হোস্টগিরি করে। সেই পরিবার সবাইকে খাওয়ায়, ভুরি ভোজন করায়। তার পরের সপ্তাহে আর একজন ভলান্টিয়ার করে। এভাবেই চলতে থাকে'।

'ইউ মীন ফিডিং অল দোজ পিপ্ল উইথ ইয়োর ওন মানি? গাঁটের পয়সা খরচ করে ভূত খাওয়ানো? ইউ হ্যাভ স্ট্রেঞ্জ রুল্স, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড'।

'যা বলেছ। তা তুমি তো ক্রিশ্চান। নিচের ড্রয়ারে একটা বাইবেল রেখেছ। প্রতি রোববারেই চার্চে যাও?'

'আরে না। প্রতি মাসে ডাকযোগে ওরা চাঁদার তাগাদা দিয়ে চিঠি পাঠায়। তোমার চাঁদাটা ঠিকমতো পাঠিয়ে দিলেই ব্যাস। দে ওন্ট বদার ইউ। ওরা খুবই ভাল জানো। ঐ যে বললাম, ওরা তোমাকে অযথা বিরক্ত করবে না'।

সিলেট অঞ্চলের সঙ্গীতের এক পরম্পরার প্রতিনিধিত্ব করছেন এখন কাবেরী দাশ। সঙ্গীতগুরু তিনি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত পরিবেশনাতেও অনন্য। নিউইয়র্কসহ পুরো বিশ্বে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী ওনার। বাবা রামকানাই দাশ ও পিসি সুষমা দাশ উভয়ই একুশে পদকপ্রাপ্ত শিল্পী। দাদু ও দিদা রসিকলাল দাশ ও দিব্যময়ী দাশ ছিলেন বিখ্যাত লোককবি। তারই বংশধর কাবেরী দাশ নিজের দুই কন্যার মধ্যে বপন করেছেন পারিবারিক সঙ্গীতের ধারা। গানের বাইরে কাবেরী দাশের আরেকটি পরিচয় তিনি এখন ভালো রন্ধনশিল্পী। বাড়ির উঠানে নিজের হাতের চাষ করা শাক সবজী দিয়ে স্বাস্থ্যকর সব খাবার বানান তিনি নিজের হাতে। উনি আমেরিকান বিভিন্ন উপকরণের সঙ্গে বাংলার ঐতিহ্যবাহী রান্নার অসাধারণ একটি মেলবন্ধন সৃষ্টি করেছেন। রান্না যে এক ধরনের শিল্প সেটা জানা যায় কাবেরী দাশের খাবার বানানোর পদ্ধতিতে। **মনিজা রহমান**

বোয়াল মাছের শুটকি দিয়ে তরকারী

উপকরন:
বোয়াল মাছের শুটকীর বড় বড় টুকরো, আলু কিউব করে কাটা, লবন, পেয়াজ, রসুন, হলুদের গুঁড়া, লাল মরিচের গুড়া, কাচামরিচ, পানি

প্রণালী: শুটকীর টুকরোগুলো উষ্ণ গরম পানিতে লবন দিয়ে ৭/৮ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর খুব ভাল করে শুটকী ধুয়ে নিতে হবে।এবারে কড়াইয়ে তেল দিয়ে পেয়াজ রসুন দিয়ে হালকা সোনালী করে ভেজে নিতে হবে।এখন হলুদ, লবন, মরিচের গুঁড়ার দিয়ে সামান্য পানি দিয়ে মসলা কষিয়ে নিতে হবে। এবারে শুটকী ও আলু কষিয়ে নিতে হবে। তারপর গরম পানি দিয়ে দিতে হবে। পানি ফুচে উঠলে ঢেকে দিতে হবে। তারপর আলু ও শুটকী সিদ্ধ হয়ে গেলে কাচাঁমরিচ দিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। পানি এর পর দিয়ে সুন্দর করে রান্না করেছি মায়ের নির্দেশমত। দেখুন কি সুন্দর রং হয়েছে। কোন কিছুর সাথে এই খাবারের কোন তুলনা হয়না। ভোজন বিলাসী মাত্রই বুঝতে পারবেন। সিদ্ধ চালের গরম ধোঁয়াওঠা ঝরঝরে ভাতের সাথে ঝালেঝোলে শুটকীর তরকারী একেবারে অমৃতসম। আহা

খাবার এতটাই লোভনীয় ছিল যে খাবার পর কাবেরী দাশের মনে হলো ছবি তুলিনি। ফলে তিনি রান্নার পাত্রটাই ছবি দিয়েছেন।

সঙ্গীতগুরু কাবেরী দাসের প্রিয় পাঁচ পদের রান্না প্রথমেই **কাবেরী দাশ** জানাবেন মা সুবর্না দাশের রেসিপিতে বোয়াল মাছের শুটকী দিয়ে রান্না করা দুর্দান্ত একটি তরকারী।

বেটে চিংড়ি ভর্তা

উপকরন:
ছোট চিংড়ি, আস্ত শুকনা মরিচ, লবন, সরিষার তেল, পানি ছোট চিংড়ি, শুকনা মরিচ ও রসুন ফ্রাইপ্যানে টেলে নিয়ে একসাথে শীলপাটায় বেটে নিয়েছি তারপর কাঁচা পেঁয়াজ কুচি, স্বাদমত লবন, সামান্য লেবুর রস ও সরিষার তেল দিয়ে ভাল করে মাখিয়ে নিয়েছি। গরম ভাতের সাথে দারুন।

স্যামন ফিস ও পোস্তকারী

উপকরন :
২টি গাইনীজ গোল মরিচ, ১ টে চামচ সরিষার তেল, ২ চা চামচপুস্তবাটা, ২ টি কাচাঁমরিচ, ১টি টমেটো, ১ কাপ পানি, আধা চা চামচ লেবুর রস, হলুদ, লবন স্বাদমত, খুব সামান্য রাধুনী বাটা, শুকনো মরিচের গুড়ো ১ চা চামচ

প্রণালী: স্যামন মাছ ভাল করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখতে হবে।হলুদ, লবন,মরিচের গুড়া,লেবুর রস মাখিয়ে মেরিনেট করে রেখে দিতে হবে ১৫ মিনিট।পরে ফ্রাইপ্যানে তেল দিয়ে মাছ হাই ফ্লেমে দুপিট ২মিনিট করে ভেজে নিতে হবে।
এবার ফ্রাইপ্যানে তেল দিয়ে পাঁচফোড়ন ও লাল মরিচ ফোড়ন দিতে হবে। তারপর পেয়াজ কুচি ও সামান্য রসুন কুচি সোনালী রং করে ভেজে নিতে হবে।এবারে টমেটো কুচি, শীলপাটায় রাধুনীবাটা, পুস্তবাটা, হলুদ, লবন ও সামান্য পানি দিয়ে অল্প আঁচে ঢেকে মসলা কষাতে হবে। মসলা কষিয়ে তেলের উপর উঠলে ২ কাপ পানি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পানি ফুটে উঠলে মাছ দিয়ে ৫ মিনিট রান্না করতে হবে। শেষে কাচাঁমরিচ দিয়ে দিতে হবে।

চালকুমড়োর শুক্তো

আমাদের বাগানের পাকা চালকুমড়ো আর শুধু রাধুনী ফোড়ন ও আদা বাটা দিয়ে শুক্তো রান্না করলাম। রান্নাটি বাবার কাছে শেখা। খেতে দারুন স্বাদ।গত অক্টোবরে পাকা চালকুমড়ো প্রসেস করে ডীপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। সেই কুমড়োর শুক্ত করবো।

উপকরন:
ফোড়নের জন্য শুকনা মরিচ ও আস্ত রাধুনী, পাকা চালকুমড়া কিউব করে কাটা ৫০০ গ্রাম, কাচাঁমরিচ, সরিষার তেল, আদাবাটা, লবন,
পানি, হলুদ, কাচাঁমরিচ, লাল মরিচ, ধনেপাতা কুচি

প্রনালী:
ফ্রাইপ্যানে তেল দিয়ে শুকনা মরিচ ও রাধুনী ফোড়ন দেবো। তারপর কেটে রাখা কুমড়ো দিয়ে দেবো। এবারে স্বাদমত লবন,সামান্য আদা বাটা ও খুব সামান্য রাধুনী বাটা দিয়ে নেড়েচেড়ে ঢেকে দেব। কিছুক্ষন পর পর নেড়ে দিতে হবে। এবারে ভাজা ভাজা হলে খুব সামান্য পানি ও হলুদ দিতে হবে। এবারে ৩/৪ মিনিট কম আঁচে ঢেকে রাখতে হবে।রান্না হয়ে গেলে পরিবেশন পাত্রে ঢ্লে রাখুন। মনে রাখতে হবে লাউ বা চাল কুমড়োতে হলুদ খুব কম এবং রান্নার শেষ পর্যায়ে দিতে হবে। তা মা হলে লাউয়ের সবুজ ভাবটি চলে যায়।

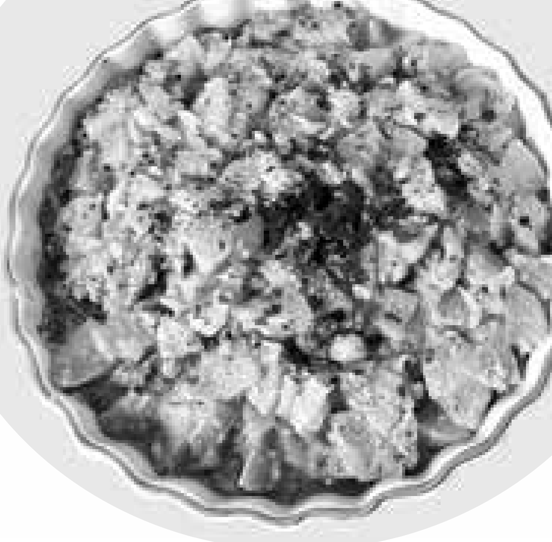

কোকো স্মৃতি পরিষদের শহীদ জিয়ার শাহাদাতবার্ষিকী পালিত

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধিনেই নির্বাচন হতে হবে- গিয়াস আহমেদ

নিউইয়র্ক: শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪২তম শাহাদাতবার্ষিকী পালন করেছে যুক্তরাষ্ট্র কোকো স্মৃতি সংসদ। কোকো স্মৃতি সংসদের প্রেসিডেন্ট শাদাহাত হোসেন রাজুর সভাপতিত্বে এবং বদরুল হক আজাদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির জাতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেবিবিএ'র প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির ভাইস প্রেসিডেন্ট এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির ভাইস প্রেসিডেন্ট আনোয়ার হোসেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক আলিউল্যাহ আতিকুর রহমান, সদস্য সচিব সাঈদুর রহমান সাঈদ, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার সুরাইয়া আফরোজ, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রদলের প্রাক্তণ সাধারণ সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম রবিন, জাসাসের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দি, যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এম বাতিন, বিএনপি নেতা সোহরাব হোসেন, বিএনপি নেতা পারভেজ সাজ্জাদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, লংআইল্যান্ড বিএনপির সভাপতি মিয়া আলম পাখি, দেওয়ান কাওছার, রিয়াজ মাহমুদ, জীবন শফিক, খলকুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, গোলাম হোসেন, কাজী আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, জাহাঙ্গীর জয়, রইস উদ্দিন, শ্রমিক দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবির, শোয়েব আহমেদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি গিয়াস আহমেদ, ভোট চোর, ভোট ডাকাত এবং গণতন্ত্র হত্যাকারী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের লজ্জায় ডুবিয়েছে। ক্ষমতালোভী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে সোমালিয়া এবং রুয়ান্ডার মত অসভ্য দেশে পরিণত করেছে। আমেরিকার মত দেশ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভিসানীতি প্রয়োগ করেছে। যা আমাদের জন্য লজ্জার। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি আর বিএনপি হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষে শক্তি। তিনি আরো বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন, তিনি নিজে হাতে লিখেছিলেন সেই ভাষণ। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কোন পাঠক নয়, তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা। তার ঘোষণাতেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছেন। তিনি বলেন, ভোট চোর, ভোট ডাকাত, গণতন্ত্র হত্যাকারী এবং ক্ষমতালোভী শেখ হাসিনার পতন ঘনিয়ে আসছে। আমরা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই- বাংলাদেশে আগামী সংসদ নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া হবে না।

এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি বলেন, আজকে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকীতে শপথ নিতে হবে স্বৈরাচারি শেখ হাসিনার পতনে। তিনি বলেন, এই অবৈধ সরকারের অধীনে কোন নির্বাচন নয়। আগামীর বাংলাদেশ হবে শহীদ জিয়ার বাংলাদেশ, বেগম জিয়ার বাংলাদেশ তারেক রহমানের বাংলাদেশ।

আনোয়ার হোসেন বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা না দিলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। তিনি শুধু স্বাধীনতার ঘোষণাই দেননি, বাংলাদেশে বহু দলীয় গণতন্ত্রও চালু করেছিলেন। আর আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে কেউ পাকিস্তানে আত্মসমর্পণ করে চলে গিয়েছিলেন আবার কেউ ভারতের আনন্দ ফূর্তি করেছেন। তিনি বলেন, সংগ্রাম গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বৈরাচারি সরকার পতনের সংগ্রাম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করে মাওলানা আলিউল্যাহ আতিকুর রহমান। দোয়া শেষে সবার মাঝে তাবারক বিতরণ করা হয়।

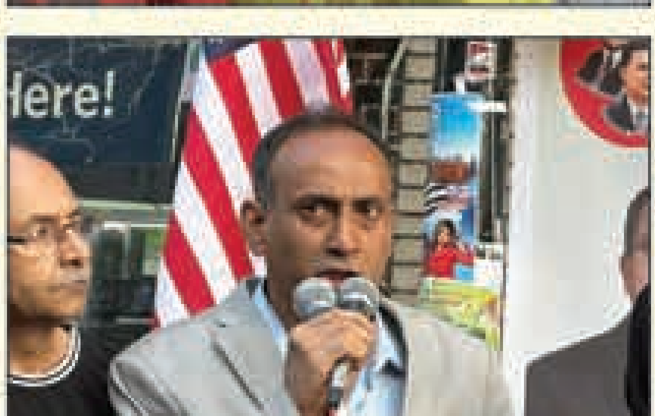

জ্যামাইকার
আল মদিনা
হালাল লাইভ পোল্ট্রিতে

বিশাল মূল্যছাড়!

Halal Live Chicken

যে কোন ধরনের

৫ টি চিকেন কিনলে ১ টি ফ্রি!
Any 5 Chicken Buy 1 Free

৮ টি চিকেন কিনলে ২ টি ফ্রি!
Any 8 Chicken Buy 2 Free

১৫ টি কিনলে ৩ টি ফ্রি!!
Buy 15 Chicken 3 Free

১৮ টি কিনলে ৪ টি ফ্রি!!!
Buy 18 Chicken 4 free

২০ টি কিনলে ৫ টি ফ্রি!!!
Buy 20 Chicken 5 Free

HALAL

এই অফারটি ১ মাস ধরে চলবে
জুন ১ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত

শর্ত: বিজ্ঞাপনটির ছবি বা পেপার কার্টিং সঙ্গে আনতে হবে
Please bring Ad copy or Ad short screen picture.

151-24 Beaver Rd
Jamaica, NY 11433
(Near liberty & 157 St.)

WE DELIVER
MON-SAT (8am-6pm),
SUN (8am-4PM)
Tel: 718-526-3333

এই উচ্ছ্বাসই আমার বাংলাদেশ

হে নবীন, যুবক যুবতিরা। তোমাদের উচ্ছ্বাসের প্রতি আমার ভালোবাসা। এই বয়সে স্বাধীনতা যুদ্ধ করে বাংলাদেশ জন্ম দিয়েছি। এই বয়সে তোমরা এই আমেরিকায় সমাজ পরিবর্তন করে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি করবে। নগর বাউল জেমস সঙ্গীত জগতে আমাদের সম্পদ। তাকে ভালোবেসেই তোমাদের এই উচ্ছ্বলতা। স্পন্দিত চিত্তে আজ স্বাগত জানাতে এসেছি আমাদের নগর বাউলকে। বাংলাদেশের নগরা বাউলকে। জয় বাংলাদেশ।

আবু জাফর মাহমুদ

বীর মুক্তিযোদ্ধা, মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার, বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার, '৭১
প্রতিষ্ঠাতা, জয় বাংলাদেশ ইনক্ ও আবু জাফর মাহমুদ ফাউণ্ডেশন

৪ জুন ২০২৩, রোববার নিউইয়র্কের জ্যামাইকা আমাজুরা হলে শো টাইম মিউজিকের আয়োজনে নগরবাউল জেমস এর জমকালো কনসার্ট।

উদ্বোধনী বক্তৃতা করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ।

BANGLA CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ইনক্
অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
8 June 2023, Thursday
৮ জুন ২০২৩, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০, ১৯ জিলকদ ১৪৪৪, বৃহস্পতিবার

কায়রান কাজী

১৪ বছর বয়সেই গ্রাজুয়েশন কায়রান কাজীর

উত্তর আমেরিকা অফিস

শুধু আমেরিকার ইতিহাসেই নয়, বিশ্বের মেধাবীদের ইতিহাসেও এমন ঘটনা বিরল। রীতিমত তাক লাগিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ১৪ বছর বয়সের এক শিক্ষার্থী। আমেরিকার সান্টা ক্লারা ইউনিভার্সিটির ১৭২ বছরের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ বয়সে গ্রাজুয়েশন করছেন কায়রান কাজী নামের এ শিক্ষার্থী।

যে বয়সে মিডল স্কুল পাশ করার কথা, সে বয়সে স্নাতক ডিগ্রি গ্রহণ করেছেন সুনামধন্য সান্তা ক্লারা ইউনিভার্সিটি থেকে।

কায়রান কাজী বলেছেন, জীবনের নতুন অধ্যায় নিয়ে আমি উত্তেজিত। সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বিখ্যাত

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

সিটি কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট নির্বাচনে প্রার্থী রুবাইয়া

নিউইয়র্ক

ফরিদা ইয়াসমীন

নিউইয়র্ক সিটিতে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশী জনসমাজ জানেন না , তাদের অধিকারের সীমানাটী কতদূর বিস্তৃত। যে সিটিতে বিভিন্ন জাতিগোষ্টি তাদের জায়গা করে নিয়েছে নিজেদের মতো করে। দিনে দিনে বাংলাদেশীদের অভিবাসন বেড়েছে। সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশীরা ক্রমশ অগ্রসরমান। সবার জন্য নাগরিক সুযোগসুবিধা সমান ভোগ করার নিশ্চয়তার জন্য আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে।

নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচনি ডিসট্রিক্ট-২৩ থেকে নির্বাচন করছেন রুবাইয়া

রহমান। আসছে ২৭ জুন এ নির্বাচন। ১৭ জুন থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত আগাম ভোট দেয়া যাবে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সাথে আলাপচারিতায় রুবাইয়া রহমান আলোকপাত করেন আসন্ন নির্বাচনে তার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নিয়ে। স্বদেশী জনসমাজ সহ নিজের নির্বাচনি এলাকার অনগ্রসর জনগোষ্টির প্রাত্যহিক নানা সমস্যাকে চিহ্নিত করে নির্বাচনি প্রচারণায় নেমেছেন রুবাইয়া রহমান। রুবাইয়া রহমান নিবিড়ভাবে কাজ করতে চান প্রতিবন্ধী এবং বিশেষ চাহিদা

রুবাইয়া রহমান

সম্পন্ন মানুষদের নিয়ে। নিউইয়র্ক সিটি সহ আমেরিকায় এসব লোকজনের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ-সুবিধা, কিন্তু অজ্ঞতার জন্য অনেকেই সেসব সুবিধার

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

টক অব দ্য উইক

ভালো ক্রেডিট স্কোর, সচল ইনকাম মর্টগেজ পেতে সহায়তা করে

সুখেন জোসেফ গমেজ

সোহানা নাজনীন

ক্রেডিট স্কোর আমেরিকান জীবনের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় সবার একটি স্বপ্ন থাকে বাড়ি কেনার, শক্তিশালী ক্রেডিট হিস্ট্রি সেই স্বপ্নের বাড়ি কিনতে সাহায্য করে। বাড়ি কিনতে যেয়ে ভুল করে কেও যেন বোঝা কিনে না ফেলেন। সেজন্যে দরকার পর্যাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত, সঠিক এ্যাটর্নির থেকে পরামর্শ। সর্বোপরি রিয়েল এস্টেট এজেন্সির মাধ্যমে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

পঙ্কজ কুমার মহন্তর বাগানে আছে প্রায় ৪০ হাজার সাকুলেন্ট। ছবি: সংগৃহীত

পঙ্কজের সাকুলেন্ট প্যারাডাইস

মুহাম্মদ শফিকুর রহমান

শখ করে বন্ধুদের নিয়ে কলেজের পাশে পৌষ মেলায় গাছের দোকান দিয়েছিলেন তিনি। পুঁজি ছিল মায়ের কাছ থেকে নেওয়া মাত্র ৩০০ টাকা। মেলা শেষে হিসাব করে দেখলেন, লাভ হয়েছে ২০০ টাকা। আর কিছু গাছ থেকে গেছে অবিক্রীত। তখন তাঁর বাগান করার চিন্তা মাথায় আসে। এরপর যত দিন গেছে, ততই গাছের সংগ্রহ বেড়েছে। এখন তাঁর বাগানের এক বিঘা জায়গাজুড়ে গড়ে উঠেছে সাকুলেন্ট রাজ্য। বাগানের পলি হাউসের নিচে কিছুটা উঁচু চৌকির ওপর তিনি চাষ করেছেন প্রায় ৩০০ প্রজাতির ৪০ হাজারের বেশি সাকুলেন্ট! এ সংখ্যার কথা শুনে সাকুলেন্ট বিশেষজ্ঞরা রীতিমতো চমকে ওঠেন। তাই হয়তো নিজের বাগানের নাম রেখেছেন ‘সাকুলেন্ট প্যারাডাইস’।

এই স্বপ্নবাজ তরুণের নাম পঙ্কজ কুমার মহন্ত। বাড়ি মোল্লাপাড়া হাট, পুঠিয়া, রাজশাহী। সেখানেই বাবা, মা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

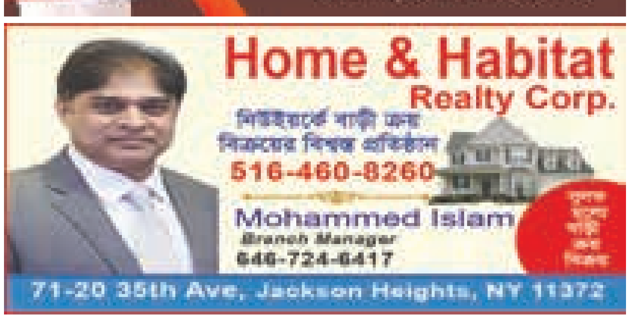

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com